Vol. 10 | No. 1 | 1966

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

সরোজিনী ও ইফিজেনিয়া

Volume	10
Issue	1
Year	1966
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	মুনীর চৌধুরী
Published online	June 15, 1966
DOI	10.62328/sp.v10i1.5
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v10i1.5
Pages	171-262
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

সরোজিনী ও ইফিজেনিয়া

মুনীর চৌধুরী

১.১ সমালোচকদের মতে ঐতিহাসিক নাটক হিসাবে 'সরোজিনী' জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সর্বাপেক্ষা সার্থক রচনা। বাংলা নাটকের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় ইতিহাস-রচয়িতা অজিত ঘোষ এই নাটকের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হন তা নিম্নরূপ :

> অনেকেই বলিয়াছেন যে সরোজিনীর উপর ইউরিপিডিসের 'Iphigenia at aulis' নাটকের প্রভাব আছে। ইহা অসম্ভব নহে, কারণ উভয় নাটকের ঘটনা ও চরিত্রের ঐক্য অত্যন্ত সুস্পষ্ট। লক্ষ্মণসিংহ রণধীর এবং বিজয় সিংহের সহিত যথাক্রমে আগামেমনন-মেনেলাউস-আকিলসের সাদৃশ্য আছে।

অজিত ঘোষের মূল সুকুমার সেন। সুকুমার সেনের মতটি ছিল :

> সরোজিনীর আখ্যানে প্রাচীন গ্রীক-নাট্যকার এউরিপিদিসির 'ইফিগেনেইয়া হে এন্ আউলিদি' নাটকের প্রবল ছায়াপাত হইয়াছে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মূল গ্রীক পড়েন নাই, সম্ভবত রেনাঁ-র ফরাসী অনুবাদই ইহার উপজীব্য ছিল। লক্ষ্মণ সিংহের এবং সরোজিনীর ভূমিকায় মধুসূদনের কৃষ্ণকুমারী নাটকের প্রভাব দেখা যায়। তথাপি প্লট-গঠনে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কৃতিত্ব স্বীকার্য। প্রধান ভূমিকা হইতেছে লক্ষ্মণসিংহের। এক দিকে পিতৃস্নেহ অপর দিকে রাজকৃত্য এই দুই বিরুদ্ধ কর্ত্তব্যের দোটানায় পড়িয়া রাজার চিত্তবৃত্তির প্রকাশ ভালই হইয়াছে। অপর ভূমিকাও মোটের উপর সুচিত্রিত। রোষেনারা-ভূমিকায় পুরুবিক্রমের অম্বালিকার সাদৃশ্য কিছু আছে। ফতেউল্লার ভূমিকা নিছক কৌতুক রসের জন্য পরিকল্পিত।

আমরা ভিন্ন মত পোষণ করি। আমাদের সিদ্ধান্ত 'সরোজিনী' ঐতিহাসিক নাটক নয়, মৌলিক নাটকও নয়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ যে-নাটক অনুসরণ করেন সেটাও 'ইফিজেনিয়া অ্যাট অলিস' নয়। 'সরোজিনী' 'পুরুবিক্রমে'র মতোই অনুবাদমূলক রচনা। অনুবাদের আদর্শ গ্রীক নাটক নয়, গ্রীক নাটকের

কোনো ফরাসী অনুবাদও নয়। জঁা রাসিন কর্তৃক রচিত ফরাসী নাটক Iphigenie ই 'সরোজিনী'র মূল। চরিত্র-কল্পনায় বা প্লট-গঠনে জ্যোতিরিন্দ্র-নাথের নিজস্ব কোনো কৃতিত্ব নেই। ফতেউল্লা নিছক কৌতুক রস-পরিবেশনের জন্য পরিকল্পিত হয় একথাও সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাসযোগ্য নয়। 'সরোজিনী'র যাবনিক প্রসঙ্গসমূহ সবই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কর্তৃক উদ্ভাবিত। কি উদ্দেশ্যে, তা পরে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হবে। তবে এ বিষয়ে কোনো দ্বিমত নেই যে উদ্ভাবিত অংশগুলো সংযোজিত না হলেই অধিকতর নাট্যমঙ্গল সাধিত হত।

১.২ ইউরিপিদিস 'ইফিজেনিয়া এ্যাট অলিস' রচনা করেন খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে। প্রতিকূল আবহাওয়ায় গ্রীক সৈন্যবাহিনীর নৌবহর অনির্দিষ্টকালের জন্য অলিসের পোতাশ্রয়ে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছিল। রাজপুরোহিত কলচাস এই দৈববাণী শোনায় যে, আগামেমননের কন্যা ইফিজেনিয়াকে যদি দেবী ডায়নার নামে উৎসর্গ করা না হয় তবে কোনো দিনই গ্রীক-বাহিনী অলিসের উপকূল ত্যাগ করে হেলেন-উদ্ধারের জন্য ট্রয় আক্রমণ করতে সমর্থ হবে না। আগামেমনন পত্নী ক্লিটেমেনস্ট্রাকে এই পত্র লিখে দেয় যে সে যেন কন্যা ইফিজেনিয়াকে নিয়ে অলিসে চলে আসে, এ্যাশিলেসের সংগে তার বিবাহ অনুষ্ঠিত হবে। পত্র প্রেরণ করবার পর রাজার পিতৃহৃদয় অনুশোচনায় দগ্ধ হতে থাকে। আগামেমনন তাড়াতাড়ি করে এক দ্বিতীয় পত্রে রাণীকে এই নির্দেশ দেয় যে সে যেন ইফিজেনিয়াকে অলিসে প্রেরণ না করে। পথের মধ্যে দূতের কাছ থেকে মিনিলস এই পত্র কেড়ে নেয়। আগামেমনন-মিনিলসের মধ্যে চরম বিরোধ দেখা দেয়। অন্যদিকে এ্যাশিলেস-ইফিজেনিয়ার পরিণয়-সম্পাদনের উদ্দেশ্যে মা মেয়ে নিয়ে অলিসে এসে হাজির হয়। এ্যাশিলেসের সংগে দেখা হবামাত্র মা সকল প্রবঞ্চনার কথা বুঝতে পারল। এ্যাশিলেস প্রতিজ্ঞা করল, সে ইফিজেনিয়াকে রক্ষা করবে। শেষ পর্যন্ত ইফিজেনিয়া নিজেই স্বদেশের মংগলের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়। এই হোলো ইউরিপিদিসের 'ইফিজেনিয়া এ্যাট অলিসে'র কাহিনীর সার। গ্রীক পুরাণের এই একই কাহিনীকে ভিত্তি করে রাসিন ফরাসী ভাষায় তাঁর নাটকটি রচনা করেন সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধে। উভয়ের মধ্যে কাহিনীগত মিল অনেক, অমিলও

বিস্তর। পার্থক্য শুধু ঘটনা ও চরিত্রের অন্তর্নিহিত তাৎপর্যের নব রূপায়ণে নয়, সম্পূর্ণ নতুন ঘটনা ও চরিত্রের উদ্ভাবনে ও সংযোজনেও বটে। গ্রীক ও ফরাসী মূলের বৈপরীত্যের সূত্র ধরেও 'সরোজিনী'র উৎস কোনটি তা অতি সহজে নিরূপিত হতে পারে। যেমন,

এক, ইউরিপিদিসের নাটকে ইফিজেনিয়ার প্রতিদ্বন্দ্বী কোনো প্রতিনায়িকা নেই, রাসিনে আছে। রাসিনে এই রমনীর নাম ইরিফাইল। এ্যাশিলেস-ইফিজেনিয়ার প্রণয় প্রত্যক্ষ করে এবং পরিণয় নিশ্চিত জেনে ইরিফাইল ঈর্ষায় দগ্ধ হয়। ইরিফাইলের ষড়যন্ত্রের ফলেই ইফিজেনিয়া পলায়নকালে বনমধ্যে ধৃত হয়ে বধ্যভূমিতে নীত হয়। পরে অবশ্য আকস্মিকভাবে দৈববাণীর নতুন তাৎপর্য ঘোষিত হলে ইফিজেনিয়ার পরিবর্তে ইরিফাইলকেই যজ্ঞবেদীতে প্রাণ দিতে হয়। রাসিনের নাটকে ঈর্ষান্ধ ইরিফাইলের অন্তর্দাহ ও তার শোকাবহ পরিণাম এত মর্মস্পর্শীরূপে অংকিত হয়েছে যে দর্শকের সহানুভূতি শেষ পর্যন্ত এই অপরাধিনীর জন্যও উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। ইরিফাইল জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সরোজিনীতে রোষেনারায় রূপান্তরিত হয়েছে।

দুই, ইউরিপিদিসের নাটকে, দেবীর নামে ইফিজেনিয়াকে উৎসর্গ করবার জন্য ইফিজেনিয়ার পিতা আগামেমননকে যে সর্বক্ষণ প্ররোচিত করে, সে হল ইফিজেনিয়ার পিতৃব্য, অপহৃত হেলেনের পতি মিনিলস। রাসিনে মিনিলস নেই। দেবতা ও দেশের হৃদয়হীন অন্ধভক্তরূপে রাসিন গ্রীক সৈন্যাধ্যক্ষ ইউলিসিসকে বেছে নেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথে এই ভূমিকায় অবতীর্ণ চরিত্রের নাম রণধীর সিংহ, সে লক্ষ্মণ সিংহের ভ্রাতা নয়, সৈন্যাধ্যক্ষ মাত্র।

১.৩ গ্রীস ও ট্রয়ের মধ্যে যে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম দীর্ঘকাল ধরে চলে তার মূলে ছিল হেলেনের অসামান্য রূপ। অনুবাদকর্মে প্রবৃত্ত হয়ে জ্যোতিরিন্দ্র-নাথ দেশীয় পটভূমিতে এই সংঘর্ষকে রাজপুত-যবন বিরোধে রূপান্তরিত করেছেন এবং পদ্মিনীতে হেলেন দর্শন করেছেন। সাদৃশ্যের এই চিন্তা একবার মনে উদিত হওয়ার পর গ্রীক-কাহিনীর ফরাসী নাটকের বাংলা রূপান্তর-সাধনের পথ স্বভাবতই অন্তহীন সম্ভাবনায় উন্মুক্ত হয়। রাজপুত-যবন সংঘর্ষের বিবিধ লোমহর্ষক উপকরণের অফুরন্ত ভাণ্ডার টড। হিন্দু জাতীয়তা-বাদের আদর্শে উদ্বুদ্ধ উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী সাহিত্যিকমাত্রেই টডের

কথা অমৃতের সমান বিবেচনা করেন এবং কার্যসিদ্ধির জন্য ঐতিহাসিক উপাদানের নামে অসংকোচে টডের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলেন। জ্যোতিরিন্দ্র-নাথ ঠাকুরও এই হিন্দু মেলার ভারত-পথিক। রাসিন-রচিত ইফিজেনিয়ার ফরাসী মূল সামনে রেখে গ্রীক গল্পকে টড-বর্ণিত রাজস্থানের কাহিনীর ছকে ফেলে, রূপান্তরিত পরিবেশের প্রয়োজন-অনুযায়ী আবশ্যকীয় রদবদলসহ, মূলের ক্রমানুসারেই অনুবাদ করেছেন। যোগ করেছেন যবনবিদ্বেষ; কখনও কোনো সংলাপের মধ্যস্থলে নতুন চরণ-রচনার দ্বারা, কখনও সম্পূর্ণ নতুন কোনো চরিত্র বা ঘটনা প্রবর্তিত কোরে। 'সরোজিনী'র প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্ক তিনটি মৌলিক; পঞ্চম অঙ্কের দ্বিতীয় ও তৃতীয় গর্ভাঙ্ক মৌলিক; ষষ্ঠ অঙ্ক সম্পূর্ণ মৌলিক। ফতেউল্লাহ, আলাউদ্দিন ইত্যাদি যবন চরিত্র মৌলিক এবং পুরোহিতের ছদ্মবেশী মুসলমান হওয়াটাও নতুন। সকল পরিবর্তনই উদ্দেশ্যপূর্ণ।

২.১ গ্রীক-ফরাসী নাটকে দৈববাণী শোনায় রাজপুরোহিত কলচাস্, বাংলায় ভণ্ড ভৈরবাচার্য। সরোজিনীর মৌলিক প্রথম দৃশ্যের স্থান চতুর্ভুজাদেবীর মন্দির সম্মুখীন শ্মশান, সময় মধ্যরাত। এই পরিবেশে রাণা লক্ষ্মণসিংহ শুনতে পায় কে যেন অন্ধকার রজনীর গভীর নিস্তব্ধতা ভংগ করে বিকট স্বরে ঘোষণা করছে 'ময় ভুখা হোঁ'। একটু পরেই আর্টেমিস বা ডায়নার পরিবর্তে চিতোরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী চতুর্ভুজা আবির্ভূত হলে রাণী লক্ষ্মণসিংহ দেবীর নিকট বর প্রার্থনা করে, 'মা! যাতে যবনদের উপর জয়লাভ হয়, এই আশীর্বাদ কর।' প্রত্যুত্তরে আকাশবাণী ধ্বনিত হয়:

মূঢ়! বৃথা যুদ্ধ-সজ্জা যবন-বিরুদ্ধে।
রূপসী ললনা কোন আছে তব ঘরে,
সরোজ-কুসমসম! যদি দিস পিতে
তার উত্তপ্ত শোণিত, তবেই থাকিবে
অজেয় চিতোরপুরী, নতুবা ইহার
নিশ্চই পতন হবে, কহিলাম তোরে।
আর শোন্ মূঢ় নর! বাপ্পা-বংশজাত
যদি দ্বাদশ কুমার রাজছত্রধারী,
একে একে নাহি মরে যবন-সংগ্রামে,
না রহিবে রাজলক্ষ্মী তব বংশে আর।

এবং

পুনর্ব্বার বলি তোরে শোন্ মূঢ় নর!
ইতর বলিতে মোর নাহি প্রয়োজন,
রাজবংশ-প্রবাহিত বিশুদ্ধ শোণিত
যদি দিস্ পিতে মোরে—তবেই মঙ্গল।

লক্ষ্মণসিংহ নিজের অবোধ মনকে এই প্রবোধ দান করতে চেষ্টা করে যে দেবী যে-সরোজ-কুসুমসম রূপসী ললনার রাজবংশ-প্রবাহিত বিশুদ্ধ শোণিত পান করতে ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন সে ললনা প্রিয়তমা কন্যা সরোজিনী নাও হতে পারে। সাক্ষাৎলাভ করা মাত্র ভৈরবাচার্যকে কাতর মিনতি জানায়, "আর একবার গণে দেখুন, 'সরোজ-কুসুমসম'-এর মর্ম্মার্থ গণনায় সরোজিনী না হয়ে পদ্মিনীও তো হ'তে পারে? হয় তো আমার পিতৃব্য ভীমসিংহের পত্নী পদ্মিনী দেবীকেই উদ্দেশ্য ক'রে ঐ রূপ দৈববাণী হয়েছে। আর তাই খুব সম্ভব ব'লে বোধ হয়। কেননা, আলাউদ্দীন, পদ্মিনী দেবীর রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হয়ে, তাঁকে লাভ করবার জন্যই চিতোরপুরী বারংবার আক্রমণ করেন।" কিন্তু এতে কোনো ফল হয় নি। ছদ্মবেশী ভৈরবাচার্য হিন্দু রাজপুত শিবিরে আত্মকলহের বীজ বপনের উদ্দেশ্য নিয়েই সরোজিনী-বলিদানের মিথ্যা দৈবনির্দেশ প্রচার করে এবং গোপনে ব্রাহ্মণবেশী অনুচর ফতেউল্লাকে দিয়ে সম্রাট আলাউদ্দীনের নিকট এই সংবাদ প্রেরণ করে যে অল্পকাল মধ্যেই রাণীর কন্যা-বলিদানকে কেন্দ্র করে যখন একটা বড় রকমের গৃহবিবাদ সৃষ্টি হবে সম্রাট যদি সেই দুর্বল মুহূর্তে চিতোর আক্রমণ করে তবে জয় সুনিশ্চিত।

'ময় ভুখা হোঁ' টডের এই দৈববাণীটুকু গ্রীক উপাখ্যানের কলচাসের ঘোষণার অনুরূপ বলে ধরে নেয়ায় কোনো অসুবিধা ছিল না। তবে টডের দৈববাণীর মাধ্যমে রাজবংশ-প্রবাহিত বিশুদ্ধ শোণিত পানের যে পিপাসা দেবী ব্যক্ত করেন তার ইশারা ছিল রাণীর দ্বাদশ পুত্রের প্রতি। টডে সরোজিনীর কোনো নাম-নিশানা নেই। রাসিনে দৈববাণীর স্বরূপ ছিল :

The force ye arm to conquer Troy is vain,
Unless with rites of sacrifice and pray'r

Upon Diana's alter here be slain
A maid of Helen's blood, divinely fair ;
T' obtain the welcome wind that Heav'n denies
'Tis needful that Iphigenia dies.

এই ফরাসী মূলের খাতিরে জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে ইফিজেনিয়ার স্থলে সরোজিনীকে বানাতে হয়েছে। পুরোহিতের ছদ্মবেশধারী হওয়াটাও টডে নেই, রাসিনেও নেই। এটা যবনবিদ্বেষ-প্রচারের সুবিধার্থে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নিজে তৈরী করে নেন।

২.২ রাসিন ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথের চরিত্রলিপি তুলনা করলেই রূপান্তরের অন্তর্নিহিত মানস-প্রক্রিয়ার ধারা বোঝা যায়। বিদেশী মূলের কোন্ কোন্ চরিত্র কি কি স্বদেশী নাম ধারণ করেছে, আমরা পর পর তার নির্দেশ দান করছি।

Agamemnon
রাণা লক্ষ্মণসিংহ, মেওয়ারের রাজা

Achilles
বিজয়সিংহ, লক্ষ্মণসিংহের ভাবী জামাতা

Ulysses
রণধীরসিংহ, সেনাপতি ও মিত্ররাজ

Arcas, servant of Agamemnon
রামদাস, বিশ্বস্ত পৈতৃক পারিষদ

Eurybates, servant of Agamemnon
সুরদাস, বিশ্বস্ত অনুচর

Clytemnestra, wife of Agamemnon
রাজমহিষী, লক্ষ্মণসিংহের মহিষী

Iphigenia, daughter of Agamemnon
সরোজিনী, লক্ষ্মণসিংহের দুহিতা

Eriphyle, daughter of Helen and of Theseus

রোষেনারা, বিজয় সিংহের বন্দী

Aegina, attendant of Clytemnestra

অমলা, রাজমহিষীর সহচরী

Doris, friend of Eriphyle

সোনিয়া, রোষেনারার সখী

Guards

রাজপুত সেনানায়ক, সৈন্য ও প্রহরিগণ।

রাসিনে পুরোহিতের ভূমিকা নেপথ্যে, জ্যোতিরিন্দ্রনাথে তার স্থান প্রকাশ্য মঞ্চে। তার নাম দেওয়া হয়েছে মহম্মদ আলি, কল্পিত নাম ভৈরবাচার্য। সে ছদ্মবেশী মুসলমান এবং চতুর্ভুজা দেবীর মন্দিরের পুরোহিত। অন্যান্য উদ্ভাবিত চরিত্র হ'ল,

ফতেউল্লা, মহম্মদ আলীর চ্যালা আল্লাউদ্দিন, দিল্লির বাদসা, উজীর, ওমরাও, মুসলমান প্রহরী ও সৈন্যগণ।

মূলের সব ঘটনা ঘটে অলিসে, আগামেমননের শিবিরে; অনুবাদে দেবগ্রামে, লক্ষ্মণসিংহের শিবিরে। চিতোরের ঘটনাদি বাংলা নাটকে উদ্ভাবিত এবং সংযোজিত।

২.৩ মূলের ক্রমানুসারে সংলাপ অনুবাদের কাজ শুরু হয়েছে দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক থেকে। তবে বাংলা নাটকের প্রথম গর্ভাঙ্কে দৈববাণী শ্রবণ এবং সেই অনুযায়ী কর্মপন্থা নিরূপণের যে সকল ভাব প্রকাশ করা হয় তার জের টেনে এই প্রথম সংলাপ মূলের দশগুণ দীর্ঘ করা হয়েছে, কোনো নতুন ভাবনা যুক্ত করা হয় নি।

রাসিনের ১ নং সংলাপ:

AGAMEMNON

Ay, it is Agamemnon, 't is thy King
That wakes thee ; his voice that strikes thine ear.

লক্ষ্মণসিংহ। ……রামদাসকে তো ডাকি, সে আমার অতি বিশ্বস্ত পৈতৃক পারিষদ, দেখি সে কি বলে! রামদাস!—রামদাস!—শোন রামদাস!

২ নং সংলাপ :

ARCAS

Is't thou indeed, my lord ? what grave concern
Has made thee leave thy couch before the dawn ?
A feeble light scarce lets me see thy face.
No eyes but ours are open yet at Aulis.
Hast thou caught any sound of rising winds ?
And can it be that heav'n has heard our pray'r
This night ? Nay, all are sleeping, winds and waves
As sleeps the host.

রামদাস। মহারাজ কি ডাকচেন? রাত্রি প্রভাত না হতে হতেই যে মহারাজের নিদ্রাভঙ্গ হয়েছে? যবনগণের কোলাহল কি শুনতে পাওয়া গেছে? সৈন্যগণ সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর ঘোর নিদ্রায় অভিভূত, মহারাজের আদেশ হ'লে তাদের এখনি সতর্ক করে দেওয়া যায়।

৩ নং সংলাপ :

AGAMEMNON

Happy the man content
With humble fortune, free from the proud yoke
'Neath which I bow, who lives a life obscure,
Thanks to kind Heav'n !

লক্ষ্মণ। না, রামদাস, তা নয়!—হা! সেই সুখী যে রাজপদের মহান ভার হতে মুক্ত, যে সামান্য অবস্থায় মনের সুখে কালযাপন করে।

৪ নং সংলাপ :

ARCAS

How long, my lord, hast thou
Thought thus ? What secret injury has work'd
This hatred and contempt of all the honours
That Heav'n's rich bounty has on thee bestowed ?

Blest as king, sire, and husband, son and heir
Of Atreus, the most favour'd land in Grecce
Is thine, and thou canst boast kinship with Jove
Both by direct descent as well as marriage ;
And young Achilles now, to whom the gods
Promise such fame by all their oracles,
Sues for thy daughter's hand, and at the flames
Of burning Troy would light the nuptial torch.
What glory, Sire, what triumphs can be match'd
With this grand sight display'd along these shores ;
A thousand vessels and a score of king,
All waiting here but for the winds to sail
'Neath thy command ? 'Tis true this tedious calm
Delays the conquests, and, for three months chain'd,
The winds have block'd thy course to Troy too long.
Supremely honour'd, thou art yet a mortal ;
Nor has thy life from Fortune's shifting breeze
Been promised happiness without alloy.
Soon—

But what troubles, in that letter traced,
Force from thine eyes, my lord, a burst of tears ?
Is thine Orestes doom'd in infancy
To death ? For Clytemnestra deso thou weep,
Or for Iphigenia ? Prithee, tell me
What is writ there.

রামদাস। আপনার মুখ থেকে আজ এরূপ কথা শুন্‌তে পাচ্চি কেন? দেবতারা প্রসন্ন হয়ে আপনাকে যে এই অতুল রাজসম্পদের অধিকারী করেছেন, তা কি এইরূপে তুচ্ছ কত্তে হয়? আপনার কিসের অভাব? সর্ব্বলোক পূজ্য সূর্য্যবংশীয় রাজা রামচন্দ্রের বংশে জন্ম—সমস্ত মেওয়ার দেশের অধীশ্বর—তেজস্বী সন্তান-সন্ততি দ্বারা পরিবেষ্টিত—আপনার যশে সমস্ত ভারতভূমি পরিপূর্ণ—আবার বীরশ্রেষ্ঠ বাদলের অধিপতি রাজকুমার বিজয়সিংহ আপনার কন্যা রাজকুমারী সরোজিনীর পাণিগ্রহণে অভিলাষী। মহারাজ! এ অপেক্ষা সুখ-সৌভাগ্য আর কি হতে পারে? তবে কেন মহারাজকে আজ এরূপ বিমর্ষ দেখছি? চক্ষু হতে বিন্দু বিন্দু অশ্রুপাত হচ্চে, এর অর্থ কি? আমি রাজসংসারের পুরাতন ভৃত্য—হাতে করে আপনাকে মানুষ করেছি বললেও

হয়—আমার কাছে কিছু গোপন করবেন না। মহারাজের হস্তে একখানা পত্র রয়েছে দেখছি,—চিতোরের রাজপ্রাসাদ হতে তো কোন কুসংবাদ আসে নি? রাজমহিষী ও রাজকুমারীগণ ভাল আছেন তো? রাজকুমারী সরোজিনীর তো কোন বিপদ হয় নি? বলুন মহারাজ! আমার কাছে কিছু গোপন করবেন না।

৫ নং সংলাপ :

AGAMEMNON

Thou shall not die ; no, never
Will I consent.

লক্ষ্মণ। (অন্যমনস্কভাবে) না—আমি তাতে কখনই অনুমোদন করব না।

৬ নং সংলাপ :

ARCAS

My Lord!

রামদাস। মহারাজ! ও কি কথা! ওরূপ প্রলাপ-বাক্য বলচেন কেন?

মূলের পরবর্তী সংলাপ আগামেমনন কর্তৃক দৈববাণী শ্রবণ ও পত্র প্রেরণ বিষয়ক। যেহেতু এই ঘটনা বাংলায় কিছু পরিবর্তিত করে নিতে হয়, লক্ষ্মণসিংহের সংলাপের সার মূলানুযায়ী হলেও হুবহু এক নয়। তাছাড়া মূলের অখণ্ড সপ্তম সংলাপ বাংলায় প্রভু-ভৃত্যের সাড়ে তিন জোড়া সংলাপ সম্প্রসারিত করা হয়েছে।

৭ নং সংলাপ :

AGAMEMONON

Thou seest my grief,
Learn thou its cause, and judge if I can rest.
Thou dost remember when, in Aulis gather'd,
Our ships seem'd summon'd by the winds to sea :

Over sails unfurl'd, a thousand cries of joy
Already carried threats to distant Troy ;
When, lo, a sudden marvel hush'd our shouts,
The favouring breeze deserted us in port.
In vain the oars smote the unruffed deep,
We are constrain'd to stop the fruitless toil.
That wondrous potent made me turn mine eyes
Toward the goddess who is worshipp'd here.
With Menelaus, Nestor, and Ulysses,
I sought her shrine and offer'd secret victims.
What was her answer ! Ah, with what distress
I heard these awful words fron Calchas' lips—
"The force you arm to conquer Troy is vain,
Unless with rites of sacrifice and pray'r
Upon Diana's altar here be slain
A maid of Helen's blood, divinely fair ;
T' obtain the welcome wind that Heav'n denies
'Tis needful that Iphigenia dies."

লক্ষ্মণসিংহ। না রামদাস! প্রলাপ নয়। যে সময় আমরা চিতোর হতে সসৈন্যে চতুর্ভুজা দেবীর পূজা দিতে এসেছিলেম, যখন সমস্ত সৈন্য পথের ক্লেশে ক্লান্ত হয়ে ঘোর নিদ্রায় অভিভূত হয়ে পড়েছে, আমারও একটু তন্দ্রা এসেছে, এমন একটা কুস্বপ্ন থেকে জেগে উঠলেম, আর নিকটস্থ শ্মশানের দিক থেকে "ময় ভূখা হোঁ" সহসা এই কথাটি আমার কর্ণগোচর হ'ল! সে যে কি বিকট স্বর, তা তোমাকে আমি কথায় বলতে পারিনে।... খানিক পরেই বজ্রবিদ্যুতের মধ্যে চিতোরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী চতুর্ভুজা আমার সম্মুখে আবির্ভূত হয়ে অলৌকিক গম্ভীর স্বরে একটি দৈববাণী কল্লেন। ওঃ! —এখনও মনে পড়লে আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হয়,—আর সেই কথাগুলি যেন রক্তাক্ষরে আমার হৃদয়ে মুদ্রিত রয়েছে। ... সেই দৈববাণীর তাৎপর্য জান্‌বার জন্য, আমি আর রণধীর সিংহ ভৈরবাচার্য মহাশয়ের নিকটে গিয়েছিলেম। তিনি যেরূপ ব্যাখ্যা কল্লেন, তা অতি ভয়ানক, তোমার কাছে বলতেও আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। তিনি বল্লেন যে, দৈববাণীর অর্থ এই যে, সরোজিনীকে দেবী চতুর্ভুজার নিকট বলিদান না দিলে চিতোর কিছুতেই রক্ষা পাবে না, আর বাপ্পা-বংশজাত দ্বাদশ রাজকুমার ক্রমান্বয়ে যবন-সংগ্রামে প্রাণ না দিলে, আমার বংশে রাজলক্ষ্মী থাকবে না। দেখ রামদাস—পুত্রেরা যুদ্ধে প্রাণ দিক্!—কিন্তু বল দেখি, আমার স্নেহের পুত্তলী সরোজিনীকে আমি কোন্ প্রাণে বলিদান দি!

রাসিনের ৮ নং সংলাপ ঃ

ARCAS

Thy daughter !

রামদাস। ওঃ, কি ভয়ানক কথা! —মহারাজ আপনি এখনও তাতে সম্মতি দেন নি তো ?

পরবর্তী সংলাপ ও অনুবাদ দুই ভাগে বিভক্ত ও অংশতঃ সংক্ষেপিত।

রাসিনের ৯নং সংলাপ ঃ

AGAMEMNON

Thou may'st fancy how I felt
Astonishment that seem'd to freeze my blood.
Speechless I stood, while my sole utterance
Was in a thousand choking sighs express'd ;
Then cursed the gods, and, without hearing more,
Vow'd, on their altars, I would disobey them.
Ah ! would that I had trusted love's alarm,
And instantly disbanded all the host !
Ulysses seem'd content with what I wish'd,
Nor check'd the torrent of my angry words.
But soon returning to his cruel wiles,
He set before me honour and the claims
Of country, kings and people to my sway,
Subject and sov'reignty o'ver Asia promised
To Greece ; how could I sacrifice, he ask'd,
The state to save a daughter, and go home
Disgraced forever. ... ...
To crown my trouble, ev'ry night the gods
Oft as light slumber gave me rest from care,
Aveng'd their cruel altars and reproach'd
Mr sacrilegious pity, brandishing
The lightning's bolts before my dazzled eyes,
With arm already raised as if to punish
My fault. I yielded conquer'd by Ulysses,

And with wet eyes order'd my daughter's death.
But from a mother's arm she must be torn.
I had to have recourse to base deceit.
Achilles loved her, and I wrote to Argos,
As if at his request, saying that he,
Eager to start with us, wish'd for her presence,
That he might wed her ere we sail'd for Troy.

লক্ষণসিংহ। সম্মতি? ওঃ—সে কথা জিজ্ঞাসা কর না। আমার ন্যায় মূঢ় দুর্ব্বলচিত্ত লোক আর ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করে নি। আমি প্রথমে কিছুতেই সম্মত হই নি, কিন্তু রণধীর সিংহ—বজ্রবৎ কঠিন-হৃদয় রণধীর সিংহ—এই বলিদানের পক্ষে এরূপ অকাট্য যুক্তিসকল দেখাতে লাগলো যে, আমি তার কোনো উত্তর দিতে পাল্লেম না,—কাজে কাজেই আমাকে সম্মত হতে হল। তারপর যখন আবার দেবী চতুর্ভুজা ভর্ৎসনাচ্ছলে ভীষণ ভ্রূকুটি বিস্তার ক'রে আমার নিকটে আবির্ভূত হলেন, তখন আমার আর কোন উপায় রইল না। ...রামদাস, শুধু সম্মত হওয়া নয়, আমি রণধীরের বাক্যে উত্তেজিত হয়ে তদ্দণ্ডেই সরোজিনীকে এখানে নিয়ে আসবার জন্য মহিষীকে পত্র লিখেছি, তাঁকে এইরূপ ভাবে কৌশলে লেখা হয়েছে যে, "কুমার বিজয়সিংহ যুদ্ধযাত্রার পূর্ব্বেই এখানে সরোজিনীর পাণিগ্রহণে ইচ্ছুক হয়েছেন, অতএব তাকে সঙ্গে ক'রে শীঘ্র নিয়ে আসবে।"

রাসিনের ১০ নং সংলাপ ঃ

ARCAS

Fearest thou not Achilles, quick in quarrel ?
Dost think this hero, arm'd by love and reason,
Will calmly let his name be thus abused
To expedite her murder, and he dumb
Seeing his loved one slain before his eyes ?

রামদাস। কিন্তু মহারাজ! রাজকুমার বিজয়সিংহকে কি আপনি ভয় কচ্চেন না? যখন তিনি জানতে পারবেন যে, এইরূপ মিথ্যা বিবাহের ছল ক'রে এই দারুণ হত্যা-কাণ্ডের সংকল্প করা হয়েছে, তখন আপনি কি মনে করেন, তিনি নিশ্চেষ্ট থাকবেন?

রাসিনের নাটকে দীর্ঘ সংলাপের ছড়াছড়ি। পুরুবিক্রমে সেগুলো সরাসরি একটানা অনুবাদ ক'রে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ হয়তো কিছু বিরূপ সমালোচনার সম্মুখীন হয়ে থাকবেন। 'সরোজিনী'তে তাই প্রায়ই লক্ষ্য করি যে মূলের দীর্ঘ সংলাপ তিনি অনুবাদে কেটে কেটে কয়েক অংশে সম্পূর্ণ করেন। রাসিনের ১১নং সংলাপ ৬০ চরণে গঠিত। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাকে সাত টুকরো করেছেন, যোগসূত্র রক্ষা করার জন্য ব্যবহার করেছেন প্রভুভক্ত ভৃত্যকে। আমরা বাংলা নাটকের ভৃত্যের মামুলী উক্তিগুলো বাদ দিয়ে খণ্ড-খণ্ডে এই দীর্ঘ সংলাপের অনুবাদ প্রক্রিয়া প্রদর্শিত করছি।

১১ নং সংলাপ ঃ

AGAMEMONON

Achilles was not here ; his father Peleus,
Fearing the efforts of neighbouring foe,
Had, as thou wilt remember, call'd him from us,
And there was ev'ry cause to think this war
Would have detain'd him longer than it did.
But who can stop the torrent in its course ?
Achilles goes to fight, and wins forthwith ;
The Victor, pressing on the heels of Fame,
Arrived last night, and now is in the camp.

লক্ষ্মণসিংহ। রামদাস! আমি বিজয়সিংহের অবর্তমানেই ঐ পত্র লিখে পাঠিয়েছিলেম। তিনি যে এত শীঘ্র এখানে এসে পড়বেন, তা আমি জানতেম না। রাজ্যের পার্শ্ববর্তী কোন শত্রু-পক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার জন্য তাঁর পিতা তাঁকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন, আমি মনে করেছিলেম, ঐ যুদ্ধ হতে প্রত্যাগমন করতে তাঁর অনেক বিলম্ব হবে, কিন্তু ঐ বীর পুরুষের অপ্রতিহত-গতি কার সাধ্য রোধ করে? বিজয়সিংহ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হবামাত্রই বিজয়লক্ষ্মী তাঁকে আলিঙ্গন করেছেন এবং তাঁর জয়বার্তা এখানে না পৌঁছতেই তিনি স্বয়ং এখানে উপস্থিত হয়েছেন।

Yet stronger motives paralyze mine arms :
My daughter, who is hastening to her death,
Far from suspeeting such a dreadful sentence,
Is pleased, perchance, her father is so kind ;

My daughter—name that in itself is sacred,—
So near in blood, so young ! Yet not for that
I mourn, but for her virtues and the love
Between us,—tenderness in me, in her
A piety that nothing can outweigh,
For which I promised a more sweet return.

তুমি বল কি রামদাস? বিজয়সিংহের ন্যায় সহস্র বীরপুরুষ একত্র হলেও রাণা লক্ষ্মণসিংহের পথের প্রতিবন্ধক হতে পারে না। আমার প্রতিবন্ধক আর কেহই নয়, স্বভাবই আমার একমাত্র প্রতিবন্ধক। স্বভাবের দৃঢ়তর বন্ধনই আমার হস্তকে আবদ্ধ করে রেখেছে। দেখ, রামদাস! যার মুখভাব একটু বিমর্ষ, একটু মলিন হ'লে আমার হৃদয়ে যেন শত-শত শেল বিদ্ধ হয়, সেই প্রিয়তমা দুহিতা, কোথায় আমার সস্নেহ আলিঙ্গন পাশে বদ্ধ হবার আশায় মহা হৃষ্টচিত্তে, দ্রুতগতি আসছে—না কোথায় সে এসে দেখবে যে, তার জন্য ভীষণ হাড়কাট প্রস্তুত রয়েছে। এ কল্পনাটি কি ভয়ানক!

Can I believe thy justice, gracious Heav'n
Approves this dark and savage sacrifice ?
Thine oracles but put me to a test,
And thou thyself would'st punish my obedience.
Arcas, to thee this private task I trust ;
Herein display thy prudence and thy zeal.
The Queen, who found thee faithful when at Sparta,
Has placed thee near my person.

(স্বগত) মাতঃ চতুর্ভুজে। এই নিষ্ঠুর বলি যে তোমার অভিপ্রেত, এ আমি কখনই প্রত্যয় করতে পারিনে, বোধ হয় তুমি আমাকে পরীক্ষা করবার জন্যই এরূপ আদেশ করেছে। (প্রকাশ্যে) রামদাস! তুমি আমার বিশ্বাসের পাত্র। এই জন্য তোমাকে সমস্ত কথা খুলে বল্লেম। দেখো যেন প্রকাশ না হয়।

Take this letter,
And go to meet the Queen without delay,
Post-haste thy course pursuing tow'rd Mycenae ;
Whom when thou seest, forbid her to advance,
Giving to her this letter I have written.

দেখ, রামদাস! আমি ইতিপূর্ব্বেই সুরদাসকে দিয়ে যে পত্রখানি মহিষীর কাছে পাঠিয়েছিলেম, সে পত্রখানি যদি তিনি পেয়ে থাকেন, তাহলে তো সরোজিনীকে

নিয়ে এতক্ষণে চিতোর হতে যাত্রা করেছেন,—আর, তাঁরা এখানে একবার পৌঁছিলে আর কোন রক্ষার উপায় থাকবে না। তবে যদি তাঁরা এখানে না আস্‌তে আস্‌তেই তুমি গিয়ে পথিমধ্যে রাজমহিষীর সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে এই পত্রখানি তাঁর হস্তে দিতে পার, তাহলে তাঁদের এখানে আসা বন্ধ হ'লেও হতে পারে। ……এই লও,—(পত্র প্রদান) তুমি শীঘ্র যাও, পথে যেন কোথাও বিশ্রাম ক'র না।

Beware thou stray not ; take a trusty guide.
If once my daughter dear sets foot in Aulis,
Her life is lost ; Calchas, who waits her here,
Will with a voice from Heaven drown our cries,
The voice of angry gods, to which, alram'd,
The Greeks will hearken and to that alone ;
Those to whose proud ambition loathes my glory
Will reassert their claims with fresh intrigues,
Rob me of pow'r offensive in their eyes—
Go, save her from my weak irresolution,
But prithee let not zeal outrun discretion,
Give her no inkling of my wretched secret ;

আর শোন রামদাস! দেখো যেন পথভ্রম না হয়, বরং একজন নিপুণ পথ-প্রদর্শক সঙ্গে করে নিয়ে যাও, কারণ, যদি মহিষীর সঙ্গে তোমার দেখা না হয় আর সরোজিনী যদি একবারে এখানে এসে পড়ে, তাহলেই সর্ব্বনাশ উপস্থিত হবে। তখন ভৈরবাচার্য্য সৈন্য-মণ্ডলীর নিকট সেই দৈববাণীর অর্থ শুনিয়ে দেবে, সরোজিনীর বলিদানের জন্য সমস্ত সৈন্যই উত্তেজিত হয়ে উঠবে, যারা আমার শত্রুপক্ষ, তারা সেই সময় অবসর পেয়ে একটা বিরোধ ঘটিয়ে দেবে ; আমার প্রভুত্ব, আমার রাজত্ব, তখন রক্ষা করা বড়ই কঠিন হয়ে উঠবে। অন্তরের বেথা তোমাকে আমি ব'লে দিলেম, এখন যাও রামদাস—আর বিলম্ব ক'র না।

But still deceived, let not my daughter know
The danger whereunto I had exposed her ;
Spare me the outcry of an angry mother,
And with thy voice confirm what I have written.
To send the daughter and the mother home,
I tell them that Achilles' mind is changed,
And that she wishes to postpone this marriage,

For which he was so keen, till his return.
Add that the secret of this sudden coldness
Is thought to lie with fair young Eriphyle,
Whom he himself from Lesbos brought a captive,
And who is kept at Argos with my daughter.
That is enough to say, and on all else
Be silent.
See how grows the light of day ;
I hear a sound of voices. 'Tis Achilles.
Go. And—good Heav'ns—Ulysses follows him !

ঠিক বলেছ। পত্রের মর্ম্মটা তোমার শোনা আবশ্যক বটে। আমি রাজমহিষীকে এইরূপ লিখিছি যে, "কুমার বিজয়সিংহের মত-পরিবর্ত্তন হয়েছে, সরোজিনীকে বিবাহ কর্‌বার তাঁর আর আগ্রহ নাই, অতএব এখানে সরোজিনীকে নিয়ে আসবার আবশ্যক করে না।" আরও তুমি এই কথা তাঁকে মুখে বলতে পার যে, চিতোরের প্রথম আক্রমণকালে যবনশিবির হতে তিনি যে যুবতী মহিলাকে বন্দী করে নিয়ে এসেছিলেন—লোকে বলে তারি প্রতি তাঁর এখন অধিক অনুরাগ হয়েছে। আর সেই জন্য তিনি এখন সরোজিনীর প্রতি উপেক্ষা কচ্চেন। এই কথা বল্লেই যথেষ্ট হবে।—কার পায়ের শব্দ শোনা যাচ্চে না?—এ কি! বিজয়সিংহ যে এদিকে আসছেন, যাও যাও রামদাস, এই ব্যালা যাও, আর বিলম্ব কোরো না। বিজয়সিংহের সঙ্গে রণধীর সিংহও দেখ্‌ছি আসছেন।

(রামদাসের প্রস্থান)

রাসিনের ১২নং সংলাপ ঃ

AGAMEMNON

Prince, can it be with such a rapid course
That victory has brought thee back to Aulis ?
Are these the first flights of on unpledged valour ?
What triumphs will succeed such grand exploits !
All Thessaly reduced to peace, and conquest
Of Lesbos made while waiting our departure,
These would be trophies of eternal glory
To any other, but to thee the sport
Of idle moments.

লক্ষ্মণ। এই যে বিজয়সিংহ! এর মধ্যেই তুমি যুদ্ধে জয়লাভ করে প্রত্যাগত হয়েছ? ধন্য তোমার বিক্রম—যা অন্যের পক্ষে দুঃসাধ্য, তা দেখছি, তোমার পক্ষে অলস বালকের ক্রীড়ার ন্যায় অতি সামান্য ও সহজ।

১৩নং সংলাপের অনুবাদে যবন-দমন স্পৃহার প্রক্ষেপ বাঙালী নাট্যকারের অন্তরেচ্ছারই বহিঃপ্রকাশ। মূলে আছে :

ACHILLES

Sir, my slight successes
Are too much praised. May Heav'n that now detains us,
Soon show a nobler field to rouse the heat
That fain would prove itself worthy of prize
So rare as that thou off'rest. But, my lord,
Am I to trust a rumour that I hear
With joy? Dost deign so to promote my wishes?
Am I so soon the happiest of mortals?
'Tis said Iphigenia comes to Aulis,
As soon as our fortunes will be link'd together.

বিজয়। মহারাজ! এই সামান্য জয়-লাভে বিশেষ কোন গৌরব নাই। ভগবান করুন, যেন আরও প্রশস্ততর গৌরব-ক্ষেত্র আমাদের জন্য উন্মুক্ত হয়। এইবার যবনদের বিরুদ্ধে যদি জয়লাভ করতে পারি—আপনার পিতৃব্য ভীমসিংহের অপমানের যদি প্রতিশোধ দিতে পারি—যদি সেই লম্পট আলাউদ্দীনের মস্তক স্বহস্তে ছেদন করতে পারি—তা হলেই আমার মনস্কামনা পূর্ণ হয়। (কিয়ৎক্ষণ পরে) মহারাজ! একটা জনরব শুনে আমি অত্যন্ত আহ্লাদিত হয়েছি,—শুনতে পাই নাকি রাজকুমারী সরোজিনীকে এখানে এনে তাঁর সহিত উদ্বাহ-বন্ধনে আমাকে চিরসুখী করবেন?

১৪নং সংলাপ ঃ

AGAMEMNON

My daughter? Who has told thee she comes hither?

লক্ষ্মণ। (চমকিত হইয়া) আমার দুহিতা?—সরোজিনী? কে বল্লে তাকে এখানে আনা হবে?

১৫নং সংলাপ :

ACHILLES

What is there to astonish thee in this ?

বিজয়। মহারাজ! আপনি যে একথা শুনে আশ্চর্য হলেন?– তবে কি এ জনরবের কোন মূল নাই?

১৬নং সংলাপ :

AGAMEMNON

(Aside to Ulysses)
Heav'ns ! Can my fatal stratagem have reach'd
His ears !

লক্ষ্মণ। (স্বগত) কি সর্ব্বনাশ! বিজয়সিংহ এর মধ্যেই এ গোপনীয় কথা কি করে জানতে পাল্লে?

এরপর থেকে অংকের শেষ পর্যন্ত ট্রয় ধ্বংসের উদ্দেশ্যে সমুদ্রপথে গ্রীক সামরিক অভিযানের উদ্যোগকে বাংলায় যবনাক্রান্ত রাজস্থানবাসীর বীর্যবত্তা প্রকাশের প্রয়াস রূপে রূপান্তরিত করতে গিয়ে প্রায় প্রতি চরণেই নানারকম রদবদল করতে হয়েছে। তবুও অনুবাদ বিশ্বস্ত; চরিত্র ও সংলাপের পারম্পর্য রক্ষায় মূলের কাঠামো ও প্রবাহকে প্রায় কখনই অতিক্রম করে যেতে চায় না।

১৭ নং সংলাপ :

ULYSSES

The King's astonishment is just,
Dost thou forget how dark is all around us ?
Nay, by the gods, this is no time for weddings !
While idly float our vessels, from the sea
Shut out, our forces waisting, and all Greece
Perturb'd, when, to avert the wrath of Heav'n,

We may be called on to spill blood most precious,
Achilles thinks of love and love alone !
Will he so rudely flout the general fear ?
And shall the Grecian Leader so provoke
The Fates as here and now to celebrate
A marriage feast ? Ah, is it thus thy soul
With patriotic fervour shares the woe
Of Greece ?

রণধীর। (বিজয়সিংহের প্রতি) মহাশয়! মহারাজ তো আশ্চর্য্য হতেই পারেন! এই কি বিবাহের উপযুক্ত সময়? যে সময় যবনগণ চিতোর আক্রমণের উদ্যোগ কচ্চে—যে সময় জন্মভূমির স্বাধীনতা নির্ব্বাণ হবার উপক্রম হয়েছে—যে সময় এমন কি—হৃদয়ের রক্ত দিয়ে দেবতাদিগকে পরিতুষ্ট কত্তে হবে—স্বস্ত্যয়নাদি দ্বারা গ্রহ খণ্ডন কত্তে হবে—এই সময় কিনা আপনি বিবাহের উল্লেখ কচ্চেন? মহাশয়! এই সময় যুদ্ধের প্রসঙ্গ ভিন্ন কি আর কোন কথা শোভা পায়? এইরূপে কি তবে আপনি দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করবেন?

পরবর্তী ১৮ নং সংলাপের বঙ্গানুবাদে বীর্যবত্তার অতি-উত্তাপ নায়কের প্রণয় ও পরিণয়াকাঙ্ক্ষাকে আদৌ প্রকাশিত হতে দেয় নি। মূলে আছে:

ACHILLES

Which loves her more, thou or myself,
Over deeds shall prove on the wide plains of Troy :
Till than I leave thee to display thy zeal,
Nor will I interrupt thy pious prayers
On her behalf. With victims lord the altars,
Thyself consult the entrails, and inquire
Why Aeolus imprisons all the winds :
But I, resigning all such cares to Calchas,
Must crave thy kind permission to despatch
A marriage inoffensive to the gods.
But thirst for glory will not let me rest,
Soon on this strand will I rejoin the Greeks ;
'T would vex me sorely if another foot
Than mine should first land on the Trojan shore.

বাংলায়,

বিজয়। মহাশয়! কথায় কেবল উৎসাহ প্রকাশ কল্লে কোন কার্য্য হয় না। মাতৃভূমির প্রতি কার অধিকার অনুরাগ, যুদ্ধক্ষেত্রেই তার পরিচয় পাওয়া যাবে। আপনি বলিদান দিয়ে দেবতাদিগকে পরিতুষ্ট করুন—কবে শুভগ্রহ উপস্থিত হবে তারই প্রতীক্ষা করুন—কিন্তু বিজয়সিংহ এ সকলের উপর নির্ভর করে না। এ সমস্ত গণনা করা ভীরু ব্রাহ্মণের কার্য্য, পুরোহিত ভৈরবাচার্য্যের কার্য্য, আপনার ন্যায় ক্ষত্রিয় বীরপুরুষের উপযুক্ত নয়। (লক্ষ্মণসিংহের প্রতি) মহারাজ! আমাকে অনুমতি দিন, আমি এখনি যবনদের বিরুদ্ধে যাত্রা কচ্চি—বিলম্বের কোন প্রয়োজন নেই।

১৯ থেকে ২৭ নং সংলাপে অনুবাদক নানাপ্রকার স্বাধীনতা গ্রহণ করেছেন সংলাপের ক্রম ও বিভিন্ন চরণের তথ্য-সংকেত বাংলায় মূলের বশ থাকে নি। সেটা সম্ভবও ছিল না। কারণ এই অংশে, মূলের সংলাপে, গ্রীস-ট্রয়ের সংগ্রাম-সংক্রান্ত এত তথ্যের সরাসরি উল্লেখ করা হয়েছে যে দেশীয় মঞ্চের রূপান্তরিত পরিবেশে তার রদবদল না করে উপায় ছিল না। অবশ্য কখনই মূলকে নজরের বহির্ভূত রাখা হয় নি। চরণ পরিবর্তন করা হয়েছে, সংলাপের ক্রম ও সংঘটনকে নব-পরিচর্যা দান করা হয়েছে কিন্তু পরিস্থিতির অন্তর্গত কাহিনী ও চরিত্রের মর্মে হস্তক্ষেপ করা হয় নি। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ভাষণ পাল্টেছেন, ভাবনা ও আচরণ নয়। যেমন, মূলের ২৪ নং সংলাপে আছে।

AGAMEMNON

Thou knowest thy own fate
Predicted by the Gods,—forgive my freedom.
To thee have they assigned great Ilium's fall ;
But, as the price of such a glorious conquest,
Thy tomb is marke'd out on the plains of Troy ;
We know thy life, that else were long and happy,
Is destined thee to perish in its prime.

বাংলা রূপান্তরে অচল অংশগুলো বর্জিত হয়ে এই সংলাপই সংক্ষিপ্ত রূপ নিল :

লক্ষ্মণ। কিন্তু বিজয়সিংহ, ভৈরবাচার্য্যের নিকট দৈববাণীর কথা যেরূপ শোনা গেল, তাতে বোধ হচ্ছে, দেবতারা যবনদের সহায় হয়েছেন।

জবাবে মূলে পরবর্তী ২৫ নং সংলাপে আছে :

ACHILLES

Shall then so many kings, met to avenge
Thee and thine house, turn home disgraced and shamed
For ever ? And shall Paris, in his love
Triumphant, keep unharm'd thy consort's sister ?

বাংলায় গ্রীক ইতিকথার প্রসঙ্গগুলো পরিবর্তিত হয়ে রূপ নিল :

বিজয়। মহারাজ! আমরা কি তবে এখন শূন্য হস্তে ফিরে যাব? আপনার পিতৃব্য ভীমসিংহকে যে সেই দুর্মতি আলাউদ্দীন ছলক্রমে বন্দী করেছিল, আমরা কি তার প্রতিশোধ দেব না?

মূলের ১৬নং সংলাপ :

AGAMEMNON

Has not thy valour, prince, outstriping ours,
Sufficiently avenged our wounded honour ?
Unhappy Lesbos, by thine hands laid waste,
Strikes terror into all the' Aegean isles :
Troy has beheld the flames, and to her ports
The waves have roll'd charr'd beams and mangled corpses.
Nay more,—the Trojans weep another Helen,
Whom to Mycenae thou has sent a captive :
For 'tis vain to keep that birth a secret
Which pride and beauty in each glance betray,
Her very silence marks nobility,
And tells her illustrious origin.

অনুবাদে প্রথমাংশ বর্জিত হয়েছে। দ্বিতীয় অংশে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ যে ভাবে ইরিফাইলের বরাবর রোষেণারাকে রূপান্তরিত করেছেন, তার পরিপ্রেক্ষিতে সংলাপের চরণও পুনর্গঠিত করে নেন :

লক্ষ্মণ। তুমি ইতিপূর্ব্বে যখন যবনদের শিবির হতে একজন যবন রাজকুমারীকে বন্দী করে এনেছিলে, তখন তার যথেষ্ট প্রতিশোধ দেওয়া হয়েছিল। যবনেরা তাতে বিলক্ষণ শিক্ষা পেয়েছে। কিন্তু দেখ, এখন দৈব আমাদের প্রতিকূল হয়েছেন এখন কি—

২৭ নং সংলাপ অতি দীর্ঘ :

ACHILLES

No, no, all this is plausible evasion :
Dim in far distance are the secrets known
To Heav'n. Shall I be daunted by vain threats.
And shun the path of honour in thy traek ?
The Fates, 'tis true, when to a mortal's couch
My mother came, warn'd her my choice would lie
Between a life long and inglorious,
Or else and early death with fame to follow.
But, since I soon or late must reach the tomb,
Shall I, a useless barden on the earth,
And chary of the blood a goddess gave,
Wait with my father for obscure old age,
And scorning glory, leave behind no name
To outlive death ? Away with obstacles
Unworthy ! Honour speaks, it is enough ;
That is my oracle. The gods command
Our span of life, but in our hand rests
Our glory. Why should we torment ourselves
With what belongs to Heaven ? Be it ours
To rival the Immortals, and, let fate
Act as it will, embrace the course that leads
To destinies as mighty as their own.
That goal is Troy, and, warn me as they may,
I ask no other boon than winds to waft
Me Thither ; and tho' I alone should wage
This war, Patroclus and myself will wreak
Your vengeance. But not so, to thee is giv'n
The task, I only crave a follower's place.
No more I urge approval of the passion
Which for a time would part me from these shores ;

That very love, careful of thy renown,
Prompts me to stay, and by a firm example
Encourage all the army, nor consents
To leave thee to be sway'd by timid counsels.

পঁয়ত্রিশ চরণের এই দীর্ঘ উক্তি জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কেটে তিন টুকরো করেছেন।

বিজয়। মহারাজ! সর্ব্বদাই দৈবের মুখাপেক্ষা করে থাকলে মনুষ্য দ্বারা কোন মহৎ কার্য্যই সিদ্ধ হয় না। আমাদের কার্য্য ত আমরা করি, তারপর যা হবার তা হবে। ভবিষ্যতের প্রতি দৃষ্টি কত্তে গেলে, আমাদের পদে পদে ভীত হতে হয়। না মহারাজ! ভবিষ্যদ্বাণী দৈববাণীর কথা শুনে যেন আমরা কতকগুলি অলীক বিঘ্নের আশঙ্কা না করি। যখন মাতৃভূমি আমাদিগকে কার্য্য করতে বলছেন, তখন তাই যথেষ্ট, আর কোন দিকে দৃষ্টিপাত করবার প্রয়োজন নেই। মাতৃভূমির বাক্যই আমাদের দৈববাণী। দেবতারা আমাদের জীবনের একমাত্র হর্ত্তা কর্ত্তা সত্য; কিন্তু মহারাজ! কীর্ত্তিলাভ আমাদের নিজের চেষ্টার উপরেই নির্ভর করে। অতএব অদৃষ্টের প্রতি দৃক্‌পাত না ক'রে, পৌরুষ আমাদিগকে যেখানে যেতে বল্‌চে,—চলুন, আমরা সেইখানেই যাই। আমি যবনদিগের বিরুদ্ধে এখনি যেতে প্রস্তুত আছি। ভৈরবাচার্য্যের দৈববাণী যাই হউক না মহারাজ, আমি তাতে কিছুমাত্র ভীত নই।⋯ ⋯মহারাজ! বলুন, দেবীকে কিরূপে পরিতুষ্ট ক'ত্তে হবে? ⋯ ⋯ মহারাজ! পৃথিবীতে এমন কি বস্তু আছে, যা মাতৃভূমির জন্য অদেয় থাকতে পারে? আমার জীবন বলিদান দিলেও যদি তিনি সন্তুষ্ট হন, তাহাতেও আমি প্রস্তুত আছি। মহারাজ! আমি আর এখানে বিলম্ব কত্তে পারিনে, সৈন্যগণকে সজ্জিত কত্তে চল্লেম। পরামর্শ ক'রে আপনাদের কি মত হয়, আমাকে শীঘ্র বল্‌বেন। যদি আর কেহই যুদ্ধে না যান,—আমি একাকীই যাব। আমার এই অসি যদি লম্পট আল্লাউদ্দীনের মস্তক ছেদন কত্তে পারে, তাহ'লেই আমার জীবনকে সার্থক জ্ঞান করব।

এই কথা বলে বাংলায় বিজয়সিংহ প্রস্থান করে।

২৮নং সংলাপ :

ULYSSES

You hear, my lord : whatever price it cost,
He is resolved to speed his course to Troy.

We fear'd his love ; and, happily mistaken,
To-day he arms our hands against himself.

রণধীর। শুন্‌লেন তো মহারাজ! বিজয়সিংহ বল্লেন,—"পৃথিবীতে এমন কি বস্তু আছে, যা মাতৃভূমির জন্য অদেয় থাকতে পারে?" দেখুন, উনিও স্বদেশের জন্য সব কত্তে প্রস্তুত আছেন।

২৯নং সংলাপ :

AGAMEMNON

Alas !

লক্ষ্মণ। (দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ) হা!

৩০নং সংলাপ :

ULYSOES

What must I deem this sigh portends ?
Is it a protest of reluctant nature ?
And has a single night sufficed to shake
Your purpose ? Did your heart speak in the words
Just heard ? Think well : you owe to Greece your daughter,
Your word is pledged to us, and on that promise
Calchas relying to the Greeks foretells
The sure return of favourable winds.
If the event conflicts with his prediction,
Think you that Calchas can continue silent,
That he will be persuaded to allow
The gods are false, without accusing you ?
Who knows what in their wrath, that seems them just,
The Greeks may do, defrauded of their victim ?
Beware of forcing an indignant people
To make their choice between the gods and you.
Was it not you yourself whose urgent voice
Summon'd us all to far Scamander's banks,
From town to town appealing to those oaths
Which Helen's suitors took in former days,

When all your brother's rivals throughout Greece
Sought her in marraige from Tyndareus
Her sire ? Whatever bridegroom she might choose,
His right we then swore stoutly to defend ;
And should his prize be stolen, we engaged
To bring him the presumptuous robber's head.
But without that oath, which love imposed,
Would with that love have pass'd and been forgotten :
You made us loose the later ties that bound
Our hearts to home, leaving our wives and children.
And when, assembled here from land and sea,
The eyes of all flash vengeance for your sake ;
When Greece, already voting you her leader,
Owns you the author of this grand emprise ;
When all her kings, who might dispute that rank
With you, are ready in your cause to risk
Their very lives ; lo, only Agamemnon
Refuses to buy victory and fame
With a few drops of blood, and, sore dismay'd
E'en at the outset orders a retreat !

ইউরিপিদিসে আগামেমনন-চরিত্রে পিতৃত্বের মমত্ববোধের সঙ্গে নেতৃত্বলাভের মোহ মিশ্রিত ছিল। রাষ্ট্রপরিচালনার রাজনীতিতে অভিজ্ঞ আগামেমনন জনতার করতালি-মুখরিত অভিনন্দনে মোহিত হন, অনুগত সৈন্যবাহিনীর ভক্তিবিহ্বলতা-সূচক কলগুঞ্জন এবং নতশির অভিবাদন তাঁকে চরম পরিতৃপ্তি দান করে। কেবল দৈববাণী বা দেশপ্রেম নয়, এই আত্মগত মোহও তাঁকে সাময়িকভাবে পিতৃস্নেহভ্রষ্ট করে। এই দ্বন্দ্ব রাসিনে সুচিত্রিত নয়, জ্যোতিরিন্দ্রনাথে প্রায় অনুপস্থিত। বাংলা নাটকের লক্ষ্মণসিংহও তাই এই প্রকার চরিত্রগত সুগভীর মানবিক জটিলতার অধীন নন; তিনি সরাসরি স্বদেশী আদর্শায়িত এবং গতানুগতিক। পূর্বোক্ত ৩০নং সংলাপের বঙ্গানুবাদ পাই নিম্নরূপ :

রণধীর। মহারাজ! ওরূপ দীর্ঘ নিশ্বাসের অর্থ কি? ঐ নিশ্বাসে আপনার হৃদয়ের ভাব বিলক্ষণ প্রকাশ পাচ্চে। আপনার দুহিতার শোণিত-পাত আশঙ্কায় আপনি কি পুনর্ব্বার আকুল হয়েছেন? এত অল্পকালের মধ্যেই আপনার প্রতিজ্ঞা বিচলিত হয়ে গেল? মহারাজ! বিবেচনা করে দেখুন, দেবী

চতুর্ভুজা আপনার দুহিতাকে চাচ্চেন,—মাতৃভূমি আপনার দুহিতাকে চাচ্চেন—এখন কি আপনি তাঁদের নিরাশ কর্ব্বেন? আর যখন আপনি একবার প্রতিজ্ঞা করেছেন, তখন কি ব'লে আবার তা অন্যথা করবেন বলুন দেখি? আপনি এরূপ প্রতিজ্ঞা করাতেই তো ভৈরবাচার্য্য মহাশয় সমস্ত রাজপুতদিগকে এই আশ্বাস দিয়েছেন যে, যবনগণ নিশ্চয়ই আমাদের দেশ হ'তে দূরীভূত হবে। এখন যদি তারা জানতে পারে যে, আপনি দেবীর আদেশ পালনে অসম্মত, তা হ'লে নিশ্চয়ই তারা ক্রোধান্ধ হ'য়ে আপনার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করবে, তখন আপনার সিংহাসন পর্য্যন্ত রক্ষা করা কঠিন হবে! এই সমস্ত বিবেচনা ক'রে পূর্ব্ব হ'তেই সতর্ক হ'ন। আর মহারাজ! আপনার পিতৃব্য ভীমসিংহকে যবনগণ যে ছলক্রমে বন্দী করেছিল, তারই প্রতিশোধ দেবার জন্যই তো আমরা অস্ত্রধারণ করেছি। একজন স্বজাতীয়ের অবমাননা হয়েছে—আমরা কেবল এইজন্যই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছি। আর আপনি কি না আপনার অতি আত্মীয় পিতৃতুল্য পিতৃব্য ভীমসিংহের অবমাননা সহ্য করবেন?

৩১ নং সংলাপ:

AGAMEMNON

Ah, it is easy for a heart that knows
No woe like mine to be magnanimous!
But if you saw your son Telemachus
Approach the altar, deck'd for sacrifice,
That dreadful spectacle would make you blench,
And we should see you soon exchange your scorn
For tears, pierced with such grief as now I feel,
And cast yourself 'tween Calchas and your boy!
You know that I have given my solemn word,
And, if my daughter comes, she shall be slain;
But if a happier fate, in spite of me,
Keeps her at home, or stops her on the way,
Then let there savage rites be urged no more,
Let me interpret in my daughter's favour
This obstacle, and welcome it as sent
By some kind god who watches o'er her life.
Your cruel counsels have prevail'd too far.
And now I blush—

লক্ষ্মণ। হা! রণধীর—আমি যে দুঃখে দুঃখী, তা হতে তুমি বহু যোজন দূরে। আমার দুঃখ তুমি এখনও অনুভব কত্তে পাচ্চ না বলেই এরূপ উদারতা, এরূপ দেশানুরাগ প্রকাশ কত্তে সমর্থ হচ্চ। আচ্ছা, তুমিই একবার ভেবে দেখ দেখি—তোমার পুত্র বীরবলকে যদি এরূপ বলিদানের জন্য বন্ধন ক'রে, দেবী চতুর্ভুজার সমক্ষে আনা হয়, আর যদি তুমি সেখানে উপস্থিত থাক, তা হ'লে তোমার মনের ভাব তখন কিরূপ হয়?—এই ভয়ানক দৃশ্য কি তোমাকে একেবারে উন্মত্ত ক'রে তোলে না? তখন কি তোমার মুখ হ'তে এইরূপ উচ্চ উদার বাক্য সকল আর শোনা যায়? তখন তুমি নিশ্চয়ই রমণীর ন্যায়—শিশুর ন্যায়—অধীর হয়ে ক্রন্দন কত্তে থাকে;—আর তখনই তুমি বুঝ্‌তে পার, আমার হৃদয়ে কি মর্ম্মান্তিক যাতনা উপস্থিত হয়েছে। যা হোক্, তাই ব'সে আমি প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন কর্ত্তে চাই নে—যখন একবার কথা দিয়েছি, তখন আর উপায় নেই। আমি তোমাকে আবার বল্‌চি, যদি আমার দুহিতা এখানে উপস্থিত হয় তাহ'লে তার বলিদানে আমি আর কিছুমাত্র বাধা দেব না। কিন্তু ঘটনাক্রমে যদি তার এখানে আসা না হয়,—তাহ'লে নিশ্চয় জান্‌বে যে, আর কোন দেবতা আমার দুঃখে কাতর হয়ে তার জীবন রক্ষা কল্লেন। দেখ রণধীর! তোমাকে অনুনয় ক'চ্চি, তুমি এ বিষয়ে আর দ্বিরুক্তি ক'র না।

৩২ নং সংলাপ:

EURYBATES

My Lord—

[সুরদাসের প্রবেশ]

সুর। মহারাজের জয় হোক।

৩৩ নং সংলাপ:

AGAMEMON

Ah, with what message
Come you ?

লক্ষ্মণ। (স্বগত) না জানি কি সংবাদ!

৩৪ নং সংলাপ :

EURYBATES

The Queen, whose steps my haste outstripp'd,
Will soon consign your daughter to your arms ;
She now draws near, but for some time she lost
The way, within these woods around the camp ;
Amid their gloomy shades we hardly found
Again the right direction we had quitted.

সুর। মহারাজ! রাজমহিষী এবং রাজকুমারী এই শিবিরের সম্মুখস্থ বন পর্য্যন্ত এসেছেন—তাঁরা এলেন ব'লে, আর বিলম্ব নাই—আমি এই সংবাদ দেবার জন্য তাঁদের আগে এসেছি।

৩৫ নং সংলাপ :

AGAMEMON

Good Heav'ns !

লক্ষ্মণ। (স্বগত) হা! যে একটিমাত্র বাঁচবার পথ ছিল, তাও এখন রুদ্ধ হ'ল।

৩৬ নং সংলাপ :

EURYBATES

She also brings young Eriphyle
Who fell into Achilles' hands in Lesbos,
And comes to Aulis, as she says, to ask
Of Calchas what her unknown destiny
May be. Already are the tidings spread
Of their approach, and an enchanted crowd
Admiring view Iphigenia's charms,
And cry aloud to Heav'n with ceaseless pray'rs
To bless her. Some greet with respectful homage
The Queen, while others fain would learn the cause
Which brings her. But they all alike confess

That if the gods never enthroned a king
More glorious, or with equal favours crown'd,
Never was father happier than yourself.

স্থর। মহারাজ! গত চিতোর আক্রমণ-সময়ে মুসলমানদের সহিত যুদ্ধে রোষিওনারা বেগম নামে যে যুবতীকে বিজয়সিংহ বন্দী ক'রে এনেছিলেন, সেও তাঁদের সঙ্গে আস্‌ছে। এর মধ্যেই মহারাজ, তাঁদের আগমন সংবাদ সকল জায়গায় প্রচার হয়ে গেছে। এর মধ্যেই সৈন্যেরা রাজকুমারী সরোজিনীর কল্যাণ কামনায় দেবী চতুর্ভুজার নিকট উচ্চৈঃস্বরে প্রার্থনা ক'চ্চে। আর এই কথা সকলেই বল্‌চে যে, মহারাজের ন্যায় প্রবল পরাক্রান্ত রাজা পৃথিবীতে অনেক থাকতে পারেন, কিন্তু এমন ভাগ্যবান্ পিতা আর দ্বিতীয় নাই।

৩৭ নং সংলাপ :

AGAMEMONON

Enough, Eurybates ; now you may leave us.
I must consider what is to be done.

লক্ষ্মণ। তোমার কার্য্য তো শেষ হয়েছে, এখন তুমি বিদায় হ'তে পার।

৩৮নং সংলাপ :

AGAMEMNON

Just Heav'n, 'tis thus, making thy vengeance sure,
That thou break the web vain prudence spins !
Would that I were at lest free to let fall
Tears that relieve the anguish of the heart !
Sad destiny of kings ! Slaves that we are
To fate's severity and men's opinions
We see ourselves beset with witnesses,
And the most wretched do not dare to weep.

লক্ষ্মণ। (স্বগত) বিধাতঃ! তোমার নিষ্ঠুর সঙ্কল্প সিদ্ধ করবার জন্যই কি আমার সমস্ত কৌশল ব্যর্থ করে দিলে? এই সময় যদি আমি অন্ততঃ একবার স্বাধীন-ভাবে অশ্রুবর্ষণ কর্ত্তে পারি, তা হ'লেও হৃদয়ের গুরুভারের কিছু লাঘব

হয়, কিন্তু রাজাদের কি শোচনীয় অবস্থা—আমরা ক্রীতদাসের অধম—লোকে কি বল্‌বে, এই আশঙ্কায় এক বিন্দু অশ্রুপাতও কর্ত্তে পারি নে! জগতে তার মত হতভাগ্য আর কে আছে, যার ক্রন্দনেও স্বাধীনতা নাই।… … …

এরপর অনুবাদক সামলাতে না পেরে মূলের ভাবকে টেনে অযথা আরও সাত আট লাইন বেশী লম্বা করেছেন, আমরা উদ্ধৃত করলাম না। পরবর্তী সংলাপ অনুবাদে সংক্ষেপিত। প্রথমাংশ রক্ষিত হয়েছে; দ্বিতীয় অংশ বাংলা রূপান্তরে অচল বলেই উপক্ষিত হয়েছে। ৩৯নং সংলাপ হল :

ULYSSES

I am no stranger to a father's weakness,
My own heart tells me all that thou must feel
And sympathizing with each troubled sigh,
I'm more disposed to share than blame thy tears.
But now no plea is left for love to urge,
With justice. Lo, the gods have brought their victim
To Calchas, and he knows it. If she tarry,
He will not fail himself to come and claim her.
Are we not yet alone ? Indulge thy grief,
Check not the tears that tenderness extorts.
Mourn for the maiden's blood, mourn ; but, to soothe
Thine anguish, think what honour thence will spring,
See Hellespont all white beneath our oars,
And faithless Troy in flames, her people led,
In fetters, Priam prostrate at thy knees,
And Helen to her spouse by thee restored ;
See the gay garlands on each lofty stern,
Of our triumphant fleet, with thee return'd
To Aulis here, in glory that shall be
The theme of countless ages yet unborn.

রণধীর। মহারাজ! সত্য, আমারও সন্তান আছে,—পিতার যে হৃদয়ের ভাব, তা আমি বিলক্ষণ অনুভব কত্তে পারি। আপনি হৃদয়ে যে আঘাত পেয়েছেন, তাতে আমার হৃদয়ও যার-পর-নাই ব্যথিত হচ্চে। ক্রন্দনের জন্য আপনাকে দোষ দেওয়া দূরে থাক্, আমারও চক্ষু অশ্রুজলে পূর্ণ হয়েছে। কিন্তু মহারাজ, আপনার এখন এইটি বিবেচনা ক'ত্তে হবে, মর্ত্ত্য-স্নেহের উপরোধে দৈববাণীর

কি অবমাননা করা উচিত? দেবীর দুরতিক্রম্য বিধানে আপনার দুহিতা এখানে উপস্থিত হয়েছেন—ভৈরবাচার্য্য মহাশয় তা জান্‌তে পেরে বলিদানের জন্য প্রতীক্ষা কচ্চেন—এখন বিলম্ব দেখ্‌লে তিনি স্বয়ংই এখানে উপস্থিত হবেন। এখন আমরা দুইজন মাত্র এখানে আছি, এই অবসরে মহারাজ অশ্রুবর্ষণ ক'রে হৃদয়ের গুরুভারের লাঘব করুন, আর সময় নাই।

মূলে আগামেমননের ৪০ নং সংলাপে প্রথম অংকের সমাপ্তি। এই উক্তিটি খুবই সংক্ষিপ্ত। অনুবাদক তা যথেষ্ট বিবেচনা করেন নি। লীয়ার-ভীমসিংহের (কৃষ্ণকুমারী নাটকের) চূড়ান্ত আত্মধিকারমূলক ক্ষোভোক্তির অনুকরণে একে অনেক প্রলম্বিত করেছেন। তবে বক্তব্যের সার হুবহু মূলের অনুরূপ। যেমন, রাসিনের ৪০ নং সংলাপে আছে:

AGAMEMNON

I know too well 'tis useless to resist.
Go ; and the victim soon shall follow thee.
But silence Calchas until all is ready :
Help me the dreadful mystery to hide,
While far from sight so sad a mother's steps I guide.

লক্ষ্মণ। (স্বগত) এখন আর কোন উপায় নেই—আমি জানি, আমি তাকে রক্ষা করার জন্য যতই কেন চেষ্টা করি না—সকলি ব্যর্থ হবে।··· ···আচ্ছা, তুমি অগ্রসর হও, আমি শীঘ্রই তাকে নিয়ে যাচ্চি। কিন্তু দেখ রণধীর! ভৈরবাচার্য্যকে বিশেষ ক'রে বারণ ক'রে দেবে, যেন বলিদানের বিষয় আর কেহই না জান্‌তে পারে। বিশেষতঃ এ কথা যেন মহিষীর কানে না ওঠে।······

১৩.১ দ্বিতীয় অংকের প্রথম গর্ভাঙ্ক মৌলিক। দিল্লীর রাজবাটীতে সম্রাট আলাউদ্দীন আমীর-ওমারহ্‌গণের সঙ্গে বসে আলাপ আলোচনা করছেন। মুসলিম শক্তির হস্তে রাজপুত শক্তির পদেপদে লাঞ্ছনা ভোগের মূল কারণ ছিল, টডের মতে, রাজপুত জাতির অন্তর্বিরোধ। টড-প্রচারিত এই পর্যায়ের বিশ্লেষণ ও দৃষ্টান্ত, শিক্ষিত হিন্দুর আত্মপ্রসাদলাভের উৎসস্বরূপ ছিল। এই গর্ভাঙ্কে সম্রাট আলাউদ্দীনও টডের মতাবলম্বী। অধিকন্তু আলাউদ্দীন যে কত বড় নরপিশাচ ছিলেন সম্রাটের নিজের মুখ দিয়েই

সে কথা নাট্যকার স্বীকার করিয়ে নিয়েছেন। এই পৈশাচিক প্রবৃত্তির ব্যক্তিটি যে ইসলাম ধর্মাবলম্বী এবং নিজের কর্মকে ইসলাম ধর্ম-অনুমোদিত মনে করে, সে-কথাও নাট্যকার বারবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। এবং সর্বোপরি, সম্রাটের নামের আদ্যাংশে ল-ফলা যুক্ত করে, আলাকে আল্লায় রূপান্তরিত করে মহোল্লাসে তার মুখ দিয়ে যাবতীয় অপকর্মের সংকল্প ব্যক্ত করিয়েছেন। টড সাহেবী কায়দায় সম্রাটকে বিভিন্ন যায়গায় সংক্ষেপে 'আলা' বলে উল্লেখ করেছেন, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাকেই আবার হিঁদুয়ানীর প্রকোপে পড়ে 'আল্লা' বানিয়ে দেন। নিচের দৃষ্টান্ত থেকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অভিপ্রায় বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না।

আল্লা। সে যা হোক, দেখ উজির! হিন্দুদের যত মন্দির, সব ভূমিসাৎ করে দিতে হবে। তার কিছুমাত্র যেন পরে কেউ দেখতে না পায়।

উজির। হুজুর! কাফেরদের প্রতি এইরূপ ব্যবহার করাই কর্তব্য বটে। ·· ···

২য় ওমরাও। আমাদের বাদ্‌শাই মহম্মদের সাক্ষাৎ প্রতিনিধি।

৩য় ওমরাও। আমাদের বাদ্‌শার মত ভক্ত মুসলমান কি আর দুটি আছে?

এই গর্ভাঙ্কে ফতেউল্লারও কিছু ভূমিকা আছে। এটিও জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সৃষ্টি, আপাতঃদৃষ্টিতে নিছক হাস্যরসের যোগান দেওয়ার জন্য। এই বুদ্ধিবিবেকহীন দুর্বল ভীরু ভৃত্যটি মুসলমান হওয়াতে নাট্যকার কৌতুক-হাস্যের সঙ্গে কিছু অন্যপ্রকার ভাবও মিশ্রিত করার সুযোগ লাভ করেন। মঞ্চে রসিকতাগুলো এমনভাবে পরিবেশিত যে মনে হয় যেন ফতেউল্লার মুসলমান হওয়াটাই এই দৃশ্যের সকল হাস্যরসের প্রাণ। ছদ্মবেশী পুরোহিতের ও তার ছদ্মবেশী অনুচর নিজের দুর্দশার সংবাদ দিল্লীর দরবারে ফতেউল্লা এইভাবে পরিবেশন করে:

> তোমরা যারে মহম্মদ আলী কও, হ্যাদুরা তেনারে ভরু চাচাজি কন। ··· ···(স্বগত) বকসিস!—দুই প্যাজির তরকারী প্যাটভরি খাতি পালিই এখন বত্তাই—নৈবিদ্দির চাল কলা খাতি খাতি মোর জানটা গেছে।

এই গর্ভাঙ্কে কেবল সূচনা। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের এই মৌলিক দুই সৃষ্টি, সম্রাট আল্লাউদ্দিন ও ভৃত্য ফতেউল্লাহ, ক্রমে কি পরিণতি লাভ ক'রে

অনুবাদকের কোন্ উদ্দেশ্যকে চরিতার্থতা দান করে, আমরা যথাস্থানে সে-কথা সবিস্তারে ব্যাখ্যা করব।

১৩.২ মূলের দ্বিতীয় অংকের অনুবাদ বাংলায় দ্বিতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক থেকে শুরু করা হয়।

প্রথম সংলাপ :

ERIPHYLE

Let us relieve them of our presence, Doris,
While in the arms of father and of husband
They vie in demonstration of their love,
Thus setting free my sorrow and their joy.

রোষেনারা। এস ভাই! আমরা এখানে একটু ব্যাড়াই—দেখেছ এই বাগানটি কেমন নির্জ্জন! রাজকুমারী সরোজিনী এখন তাঁর বাপের সঙ্গে দেখা করুন—কুমার বিজয়সিংহের সঙ্গে দেখা করুন—আমাদের সেখানে গিয়ে কি হবে? আমাদের আর জুড়াবার স্থান কোথায় বল? আমরা ততক্ষণ এখানে মন খুলে আমাদের দুঃখের কথা কই।… …

মূলের দ্বিতীয় সংলাপ দীর্ঘ, পূর্ববৃত্তান্ত বর্ণনামূলক। সুকৌশলে গ্রীক পট-ভূমির পরিবর্তন নির্দেশিত ক'রে অনুবাদ মূলের কথা প্রায় সবই অটুট রেখেছে।

DORIS

Why, Madam, acting as your own tormentor,
Give yourself up to tears and misery ?
All is displeasing to a captive's eyes,
Joy vanishes with liberty, I know ;
But when in sorer straits we cross'd the waves,
Against our will, with him who conquer'd Lesbos ;
When in his vessel borne, a timid thrall,
You saw the victor who in human blood
Had waded, from your eyes fell fewer tears,

And sorrow was not then your sole employment.
Now all smiles brightly ; Sweet Iphigenia
Is bound to you by ties of true affection ;
... ...
... ... Yet, strange fatality, your grief
Seems to increase with every step we take.

মোমিয়া। তোমার ভাই আজকাল এরকম ভাব দেখছি কেন ? সারাদিনই নিরালা ব'সে ব'সে কাঁদ—কারও সঙ্গে মিশতে ভালবাস না—এর মানে কি ? আমার ভাই, সেই অশুভ দিনের কথা বেশ মনে পড়ে, যে দিন হিন্দুরা আমাদের সৈন্যদের যুদ্ধে হারিয়ে দিয়ে তোমাকে জোর করে বন্দী কল্লে— আর সেই বিজয়ী রাজপুত তোমার সম্মুখে উপস্থিত হলেন। তখন তো ভাই তোমার এক ফোঁটাও চক্ষের জল পড়ে নি। যে সময় কাঁদবার সময়, সে সময় কাঁদলে না, আর এখন কিনা সারা দিনই তোমাকে কাঁদতে দেখি ; এখন তো বরং যাতে তুমি সুখে থাক, সকলে সে চেষ্টাই কচ্চে। রাজকুমারী সরোজিনী তোমাকে মনের সঙ্গে ভালবাসেন,— ... ... এখন তো ভাই, তোমার দুঃখের কোন কারণই দেখ্‌তে পাইনে।

তৃতীয় সংলাপ ঃ

ERIPHYLE

Nay, strange 't would be if hapless Eriphyle
Could be calm spectator of their joy. ... ...
While I, exposed to perils ever new,
Indebted from my cradle to the care
Of strangers, live since first I saw the light
Without the comfort of a parent's smile.
I know not who I am, and, worst of all,
A dreadful oracle to ignorance
Attaches safety, saying that the day
That brings to light the source from which I spring
Must see me perish.

রোষেনারা। তুমি বল কি ?—আমার আবার দুঃখের কারণ নেই ?...দেখ, ছেলেব্যালা থেকেই আমি অপরিচিত লোকদের হাতে রয়েছি ; পিতামাতার স্নেহ যে কিরূপ, তা আমার জীবনের মধ্যে একবারও জানতে পাল্লেম না। আমার

পিতা-মাতা যে কে, তাও আমি জানিনে। একজন গণক একবার এই মাত্র গুণে বলেছিল যে, যখনি তাঁদের জানতে পারবো, তখনি আমার মরণ হবে।

মূলের ইরিফাইল-ডরিসে, বাংলায় সরোজিনী-মোনিয়াতে, সংলাপ এই ভাবে এগিয়ে চলে। ৬নং সংলাপে ডরিস পরামর্শ দেয় যে ইরিফাইল যেন দৈবজ্ঞ পুরোহিত কলচাসের কাছে গিয়ে ধর্ণা দেয়ঃ

... ... He cannot fail to know your parentage.
This camp itself is full of kind protectors :
Wedding Achilles, soon Iphigenia
Will offer you a home beneath his care,
As promised in my presence and confirm'd
With oaths. ... ...

মোনিয়াঃ ... তাঁর কাছে একদিন লুকিয়ে গেলে, তিনি হয়তো তোমার জন্মের কথা সব বলে দিতে পারেন। আর কুমার বিজয়সিংহ ও আমাকে বল্‌ছিলেন যে, সরোজিনীর সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়ে গেলেই তিনি আমাদের ছেড়ে দেবেন।

পরবর্তী দু'জোড়া সংলাপ সংযোজিত। মূলের নাটকীয় ভাবের মধ্যে যা অন্তর্হিত ছিল অনাবশ্যকভাবে তাকেই বেশী প্রকটিত করে তোলা হয়েছে। রোষেনারার অন্তর্দাহের কারণ বেশী তাড়াতাড়ি ও সরাসরি ব্যক্ত করা হয়েছে। মূলের নাটকীয় আকস্মিকতার প্রকাশ ৭নং সংলাপে।

ERIPHYLE

What would you say, dear Doris,
If of my woes this marriage was the worst ?

রোষেনারা। হা!—আমার সকল বিপদের চেয়ে, যদি এই কাল-বিবাহকে আমি অধিক বিপদ মনে করি, তা হলে তুমি কি ভাই আশ্চর্য্য হও?

৮ নং সংলাপঃ

DORIS

What, Madam !

মোনিয়া। ও কি কথা ভাই?

৯নং সংলাপ :

ERIPHYLE

It surprises you to see
That my distress refuses consolation.
Listen, and you will marvel that I live.
To be a stranger, captive and unknown
E'en to myself is but a light affliction ;
Achillis, author of the woes of Lesbos,
Of thine and mine, who took me prisoner,
Who snatch'd your father from me, and with him
The knowledge of my birth, whose very name
Should make me shudder, is of mortals dearest
To me.

রোষেনারা। আমার যে কি দুঃখ, তা তুমি এখন বুঝ্‌তে পাচ্ছিলে না। এখন তবে শোন। তা শুনলে তুমি বরং আরও আশ্চর্য্য হবে যে, কি ক'রে এখনও আমি বেঁচে আছি। আমি যে অনাথা হয়েছি, সে আমার দুঃখের কারণ নয়; আমি যে পরাধীন হয়েছি,—সেও আমার দুঃখের কারণ নয়, আমি যে বন্দী হয়েছি, তাও আমার দুঃখের কারণ নয়; আমার দুঃখের কারণ আমার নিজেরই হৃদয়। তুমি ভাই, শুন্‌লে অবাক হবে যে, সেই মুসলমানদের কাল-স্বরূপ বিজয়সিংহ, যিনি আমাদের সকল দুঃখের মূল, যিনি নির্দ্দয় হয়ে আমাকে এখানে বন্দী করে এনেছেন,—যিনি বিদেশী, যিনি বিধর্ম্মী, যাঁর সঙ্গে আমাদের কোন সম্বন্ধই নেই, যাঁর নামমাত্র শুনলেও আমাদের মনে ঘৃণা হওয়া উচিত, ভাই, সেই ভয়ানক শত্রুই— ভাই, সেই ভয়ানক শত্রুই—আমার—প্রাণের বন্ধু—আমার হৃদয়-সর্ব্বস্ব!

১০ নং সংলাপ :

DORIS

Ah ! What is this you say !

মোনিয়া। বল কি সখি! এর একটু বাষ্পও তো আমি পূর্ব্বে জানতে পারি নি।

১১ নং সংলাপ অতি দীর্ঘ, বত্রিশ চরণে সম্পূর্ণ। অনুবাদক তাকে কেটে চার টুকরো করেছেন। প্রতি সন্ধিস্থলে মামুলী প্রশ্ন-মন্তব্যের যোগান দেয় মোনিয়া। মোনিয়ার বাক্য বাদ দিয়ে ১১ নং সংলাপের অনুবাদের স্বরূপ নিম্নে প্রদর্শিত হল।

ERIPHYLE

I thought
To let eternal silence hide my weakness :
But when the heart is full it overflows,
And once for all I make a true confession.

রোষেনারা। আমি মনে করেছিলেম, এই কথাটি আমার অন্তরের মধ্যেই চিরকাল রাখবো, কিন্তু সখি, তোমার কাছে আর আমি গোপন কত্তে পাল্লেম না; যা হ'ক, আর না—হৃদয়ের কথা হৃদয়েই থাক।

ERIPHYLE

Ask me not, on what slender hope relying,
I learn'd to entertain this fatal love.
I cannot charge therewith any false pity
That my misfortunes seem'd to wake in him :
The gods without a doubt take cruel joy
In shooting all the shafts of their ill-will
At me. Shall I recall the dread remembrance
Of that sad day which cast us both in chains ?

রোষেনারা। সে কথা ভাই আর কেন জিজ্ঞাসা কর? কুমার বিজয়সিংহ কি আমার দুঃখে কিছুমাত্র দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন? তিনি কি আমার কোন উপকার করেছিলেন? তবে কেন আমি তাঁকে ভালবাসলেম? কেন যে আমি তাঁকে ভালবাসলেম, তা ভাই আমি নিজেই জানিনে। আচ্ছা, যেদিন আমি বন্দী হয়েছিলেম, সেই ভয়ানক দিনের কথা কি তোমার মনে পড়ে না?

ERIPHYLE

Long in those hands that tore me from my home
I lay in darkness, lifeless and desparing.

At last my wan eyes sought the light of day ;
Seeing myself seized by an arm inured
To blood, I trembled, Doris, and I fear'd
To meet a savage conqueror's frightful frown.
I went on board his vessel, holding him
A hateful monster that my eyes were loath
To took on.

বন্দীকে জোর করে টেনে জাহাজে উঠিয়ে নিয়ে আসার প্রসঙ্গ বাংলা নাটকের পরিবেশে অটল ছিল। বাধ্য হয়ে অনুবাদে এই কথাগুলোর রূপ কিছু বদলাতে হয়েছে। নিপীড়িত বিজেতার ভয় ও বেদনার চিত্রকে সম্প্রসারিত করেই রাজপুত-যবনের বিরোধকে স্পষ্টতা দান করা হয়। এই নিয়মে মূলের পূর্বনির্দিষ্ট অংশের অনুবাদ করা হল,

রোষেনারা। মনে আছে,—কতক্ষণ ধরে আমাকে সেই কারাগারের মধ্যে থাক্‌তে হয়েছিল?—তোমাকে ভাই বলব কি, সেখানে এমনি অন্ধকার যে, মনে হচ্চিল যেন আমার প্রাণটা বুঝি বেরিয়ে গেল,—তারপর কতক্ষণ বাদে যখন একটু আলো দেখা গেল, তখন যেন আমি বাঁচলেম, কিন্তু তার পরেই দেখতে পেলেম, দুটো রক্তমাখা হাত আমার সম্মুখে উপস্থিত,—দেখেই তো, আমি একেবারে চম্‌কে উঠলেম। তারপর ভাই সেই হাত ক্রমে স'রে স'রে এসে আমার শেকল খুলে দিলে। সেই শক্ত কঠোর হাত স্পর্শমাত্রই আমার সর্ব্বাঙ্গ যেন কাঁটা দিয়ে উঠল,—আমি ভয়ে কাঁপতে লাগলেম।—তারপর কে যেন গম্ভীরস্বরে আমাকে এই কথা বল্লে,—"যবন-দুহিতা! ওঠে!" আমি অমনি তাঁর কথায় ভয়ে ভয়ে উঠ্‌লেম; কিন্তু তখনও মুখ ফিরিয়ে ছিলেম, —তখনও তাঁর কথায় তাকাতে আমার সাহস হয় নি।

ERIPHYLE

I behold him ; in his face
I saw no fierceness ; on my lips reproach
Remain'd unuttere'd, while against myself
My heart declared, and, all my wrath forgotten,
I could but weep, to such a gentle guide
Submissive. Loved at Lesbos, no less dear
Is he at Aulis. Offers of protection,

Of sympathy and succour, all are vain,
So works the madness that torments my heart
Iphigenia's proferre'd hand I take
Only, unseen,, to arm myself against her,
And thwart the happiness I cannot bear.

রোয়েনারা। তারপর যখন তিনি ভাই আমার সুমুখে এলেন,—হঠাৎ তাঁর দিকে আমার চোখ পড়ল। কি কুক্ষণেই আমি যে তাঁকে সেই দেখেছিলেম, সেই দেখাই ভাই, আমার কাল হ'ল। কোথায় আমি মনে করেছিলেম, সয়তানের মত কোন ভয়ঙ্কর মূর্তি দেখব, না কোথায় ইসফ্ প্যায়গম্বরের মত তেজস্বী পরম সুন্দর একজন যুবা পুরুষের মুখ দেখলেম। আমি কত ভৎর্সনা করব মনে করেছিলেম, কিন্তু সে সব যেন আমার মুখে আটকে গেল। তখন ভাই মনে হ'ল যেন, আমার হৃদয়ই আমার বিপক্ষ হয়েছে। [তারপর তিনি এমনি কোমল স্বরে বল্লেন,—"সুন্দরি! আমায় দেখে কি ভয় পেয়েছ?—ভয় নাই। আমার সঙ্গে এস। রাজপুত বীর স্ত্রীলোকের মর্য্যাদা জানে।" এই কথাগুলিতে ভাই আমার হৃদয়ের তার যেন একবার বেজে উঠলো। তখন মন্ত্রে মুগ্ধ হ'লে সাপ যেরকম হয়, আমি ঠিক সেই রকম হয়ে তাঁর পিছনে পিছনে চলতে লাগ্‌লেম।] সেই অবধিই ভাই আমার শরীর শুধু নয়, আমার হৃদয়ও চিরকালের জন্য তাঁর কাছে বন্দী হয়ে রয়েছে। রাজকুমারী সরোজিনী আমাকে সখীর মত ভালবাসেন,—বোনের মত যত্ন করেন সত্যি—কিন্তু জানেন না যে, একটি কালসাপিনীকে তিনি ঘরের মধ্যে পুষছেন। তোমার কাছে ভাই বলতে কি, রাজকুমারী আমাকে হাজার ভালবাসুন আমি তাঁর ভাল কিছুতেই দেখতে পারব না—বিশেষ, তিনি যে কুমার বিজয়সিংহের প্রেমে সুখী হবেন, এ তো ভাই আমার প্রাণ থাকতে সহ্য হবে না!

বন্ধনীর মধ্যে চিহ্নিত অংশ সম্পূর্ণ মৌলিক। অনুবাদের অন্যান্য কোন কোন চরণের ভাবও মূলে লভ্য নয়। এ জাতীয় পরিবর্তন ও সম্প্রসারণের উদ্দেশ্য ছিল রূপান্তরিত পরিবেশে প্রতিনায়িকার যাবনিক চরিত্র প্রকটিত করা, যবনীর জবানীতে রাজপুত বীরের প্রশস্তি রচনা করা এবং অবশেষে সেই রাজপুতের প্রেমে আত্মহারা যবনীর আত্মসমর্পণের প্রক্রিয়া মনের সুখে প্রদর্শিত করা। তাছাড়া মূলের অতি দীর্ঘ উক্তি, দেশীয় রুচির চাহিদা-অনুযায়ী, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করে পরিবেশন করতে চেয়েছেন

বলেও অনেক সময় মূলের কিছু রদবদল করতে বাধ্য হন। এতদ্‌সত্ত্বেও বলা চলে যে মূলের মুখ্য ভাব ও কথা অনুবাদের এই রূপের মধ্যেও সাধ্যমত রক্ষিত হয়েছে।

১২নং সংলাপ :

DORIS

How can a feeble spite avail to harm her ?
Were it not better never to have left
Mycenae, then t' encounter torture here,
Struggling against a hopeless, hidden flame ?

রোষেনারা। [সখি! বিজয়সিংহ হ'ল হিন্দু, তুমি হ'লে মুসলমান, তুমি তাঁর প্রেমের আকাঙ্ক্ষা কি ক'রে কর বল দেখি?] তার চেয়ে বরং তোমার এখানে না আসাই ভাল ছিল। বিজয়সিংহের সঙ্গে রাজকুমারী সরোজিনীকে দেখলেই তুমি মনের আগুনে পুড়বে বৈ তো নয়? সখি! কেন বল দেখি, এ বৃথা যন্ত্রণা ভোগ করবার জন্য চিতোর থেকে এলে?

এই অনুবাদেও বন্ধনী-চিহ্নিত বাক্যটি মৌলিক এবং পূর্ববর্ণিত মানসপ্রবণতারই ইঙ্গিতবহনকারী। মাইসীনই বাংলায় চিতোর, যেমন অলিস হল দেবগ্রাম, গ্রীকগণ রাজপুত, ট্রয়বাসী যবন এবং ডায়না হলেন দেবী চতুর্ভুজা, হেলেন পদ্মিনী, প্যারিস আলাউদ্দীন, কলচাস ভৈরবাচার্য, ইফিজেনিয়া সরোজিনী ইত্যাদি।

১৩ নং সংলাপ :

ERIPHYLE

I wish'd to stay, my Doris, but the more
I shunne'd the picture of her triumph here,
So sad to me, fate drew me to these shores :
I heard a secret voice that bade me come
And whisper'd that my presence might relieve
My aching heart, and, on their joy intruding

With near approach, some shadow of my woe
Might fall, perchance, on them with fatal blight
That is what brings me hither, not impatience
To learn to whom I owe a birth so wretched :
Or rather that their marriage may to me
Serve as the sentence that shall end my life.
Yes, Doris, I will die ; a sudden stroke
Shall bury in the darkness of the tomb
My shame, heedless of parents still unknown,
Whom my infatuation has dishonour'd.

রোষেনারা। আমি মনে করেছিলেম, এখানে আসব না, কিন্তু কে যেন আমার অন্তরের অন্তর থেকে বলতে লাগল যে, "যাও—এই বেলা যাও, সরোজিনীর সুখের দিন উপস্থিত,—তুমি গিয়ে তার পথে কণ্টক দাও, তোমার মত হতভাগিনীর সংসর্গে তার একটা না একটা অমঙ্গল হবেই হবে।" আমি সেইজন্যই ভাই, এখানে এসেছি ; আমার জন্মবৃত্তান্ত জানবার জন্য আমি তত উৎসুক নই। যদি সরোজিনীর মনস্কামনা পূর্ণ হয়, যদি বিজয়সিংহের সঙ্গে তার বিবাহ হয়, তা হলে ভাই নিশ্চয় জানবে, আমার পৃথিবীর দিন শেষ হয়ে এল।

পরবর্তী তিন জোড়া সংলাপে বাংলায় কিছু নতুন জিনিষ সংযোজিত হয়েছে। যেমন, রোষেনারার কণ্ঠে একটি বিরহ-বেদনার গান ও দু'এক পংক্তি অতিরিক্ত আত্মবিলাপ। তাহলেও অনুবাদ মূলের সংলাপের অর্থক্রম ও চরিত্রক্রম মোটামুটি সততার সঙ্গে অনুসরণ করে এগিয়ে গেছে। যেমন,

১৪নং সংলাপ :

DORIS

Ah, how I pity you ! What tyranny—

মোনিয়া। ও কি কথা ভাই? তুমি কি করে বিজয়সিংহের সঙ্গে সরোজিনীর বিবাহ আটক করবে বল দিকি? সে কখনই সম্ভব নয় ; তার চেয়ে ভাই বিজয়সিংহকে একেবারে ভুলে যাওয়াই তোমার পক্ষে ভাল।

জবাবে রোষেনারা একটি আক্ষেপবাক্য দীর্ঘনিঃশ্বাসের সঙ্গে উচ্চারণ করে 'রাগিনী ঝিঁঝিট—তাল কাওয়ালী'তে গান গাইবে।

১৫নং সংলাপ :

ERIPHYLE

Lo, Agamemnon and Iphigenia !

রোষেনারা। এ কি! রাজা আর সরোজিনী যে এই দিকে আসচেন।··· ···

মূলের পরবর্তী দুই জোড়া মামুলী ও সংক্ষিপ্ত সংলাপ বাংলায় বাদ পড়ে গেছে। পরিবর্তে যা আছে তার ভালমন্দ বিচার করাও অনাবশ্যক। এখানে এটুকু উল্লেখ করা আবশ্যক যে ক্লাসিকাল রীতির ফরাসী নাটক মঞ্চায়নের পদ্ধতি বাংলা নাটক মঞ্চায়নের রেওয়াজ থেকে স্বতন্ত্র ছিল। মূল ফরাসী নাটকে যত বেশী সংখ্যক ভিন্ন ভিন্ন দৃশ্যের পরিকল্পনা করা হয়, অনুবাদক বাংলায় এই দৃশ্যবাহুল্য রক্ষা করা সমীচীন মনে করেন নি। এই কারণেও অনেক সময় মূল নাটকের কোনো দৃশ্যের শেষাংশ অনুবাদ করবার সময়, পট পরিবর্তন না করে পরবর্তী দৃশ্যের সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন সম্পর্ক সূচিত করার উদ্দেশ্যে বাংলায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে কিছু নতুন সংলাপ উদ্ভাবন করতে হয়েছে।

১৯নং সংলাপ :

AGAMEMNON

Yes, my daughter, let thine arms
Clasp me ; thy father has not ceased to love thee.

লক্ষ্মণসিংহ। বৎসে, আমি তোমার পিতা নামের যোগ্য নই। আমা অপেক্ষা ভাগ্যবান পিতা হলে তোমার উপযুক্ত হ'ত।

২০নং সংলাপ :

IPHIGENIA

What happiness is wanting to thy wishes ?
What king to greater honours can aspire ?
Are not my thanks—thanks only—due to Heav'n ?

সরোজিনী। পিতঃ! ও কি কথা? আপনার অপেক্ষা ভাগ্যবান আর কে আছে? আপনার কিসের অভাব? আপনার ন্যায় মান-মর্য্যাদা আর কোন্ রাজার আছে?

২১নং সংলাপ:

AGAMEMNON

(aside)
Great gods! Shall I prepare her for her fate?

লক্ষ্মণ। (স্বগত) আহা! এই সরলা বালা কিছুই জানে না,—পিতা যে তোর কৃতান্ত, তা তুই এখনও টের পাস্ নি—

২২ নং সংলাপ:

IPHIGENIA

Why dost thou hide thy face, my lord, and sigh?
It seems to pain thee but to look on me.
Have we by thee unbidden left Mycenae?

সরোজিনী। আপনি কি ভাবচেন? মধ্যে মধ্যে ওরূপ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলচেন কেন? আমি কোন অপরাধ করেছি? আপনার বিনা আদেশে আমার কি এখানে আসা হয়েছে? তবে কেন ওরূপভাবে আমার দিকে চেয়ে রয়েছেন?

২৩ নং সংলাপ:

AGAMEMNON

I see thee, child, with the same eyes of love
As ever; but, with change and time of place,
Gladness is overmatch'd with anxious thoughts.

লক্ষ্মণ। না বৎসে! তোমার কোন অপরাধ হয় নি। এখানে যুদ্ধসজ্জার জন্য নানা ভাবনা না কি ভাবতে হচ্চে, তাতেই বোধ হয় তুমি আমায় অমন দেখছ।

২৪নং সংলাপের অনুবাদে পিতাকে লক্ষ্য করে অভিমানী কন্যা যে স্নেহপূর্ণ অনুযোগের ভাষা ব্যবহার করেছে তা ভাবে ও পরিমাণে মূলের সমতুল্য হলেও রূপে স্বতন্ত্র।

২৫নং সংলাপ :

AGAMEMNON

My daughter !

লক্ষ্মণ। হাঁ বৎসে !

২৬নং সংলাপ :

IPHIGENIA

Speak I hear !

সরোজিনী। আপনি কেন অমন করে, দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলচেন ? বলুন কি হয়েছে ?

২৭নং সংলাপ :

AGAMEMNON

Ah, no ; I cannot.

লক্ষ্মণ। বৎসে !—আর কি বলব !—মুসলমানেরা—

২৮ নং সংলাপ :

IPHIGENIA

Perish the Trojan Prince, who caused these ills !

সরোজিনী। মা চতুর্ভুজা ! যাদের জন্য পিতার আজ এরূপ বিষম ভাবনা হয়েছে, সেই দুষ্ট মুসলমানদের শীঘ্র নিপাত কর।

২৯ নং সংলাপ :

AGAMEMNON

Ere that may be, 'twill cost us many a tear.

লক্ষ্মণ। বৎসে! মুসলমানেরা শীঘ্র নিপাত হবার নয়, তার পূর্ব্বে অনেক অশ্রুপাত করতে হবে—হৃদয়ের রক্ত পর্য্যন্ত শুষ্ক করতে হবে।

৩০নং সংলাপ :

IPHIGENIA

The gods with special care watch o'ver thy life !

সরোজিনী। দেবী চতুর্ভুজা যদি আমাদের উপর প্রসন্না থাকেন, তা হলে আর কিসের ভাবনা ?

৩১নং সংলাপ :

AGAMEMNON

Long have I found them cruel and unheeding.

লক্ষ্মণ। বৎসে! দেবী চতুর্ভুজা এখন আমার প্রতি অত্যন্ত নির্দ্দয় হয়েছেন।

৩২নং সংলাপ :

IPHIGENIA

Calchas, I hear, a solemn sacrifice
Prepares.

সরোজিনী। সে কি পিতঃ—এই এই জন্যই কি তবে ভৈরবাচার্য্য দেবীকে প্রসন্ন করবার আশায় যজ্ঞের আয়োজন কচ্চেন ?

৩৩নং সংলাপের অনুবাদ আদৌ মনোযোগ দিয়ে করা হয় নি। অকারণে ভাব-সংক্ষেপ করা হয়েছে।

AGAMEMNON

Ah, might I first their hearts incline
To mercy !

লক্ষ্মণ। হাঁ বৎসে !

৩৪নং সংলাপ :

IPHIGENIA

Will it soon be offer'd ?

সরোজিনী। যজ্ঞ কি শীঘ্রই হবে ?

৩৫নং সংলাপ :

AGAMEMNON

Sooner
Than I could wish.

লক্ষ্মণ। এই যজ্ঞ যতই বিলম্ব হয়, ততই ভাল, কিন্তু ভৈরবাচার্য্য শুনচি তিলার্দ্ধ বিলম্ব করবেন না।

৩৬নং সংলাপ :

IPHIGENIA

Shall I be free to join
My pray'rs with thine, shall thy glad family
Surround the altar ?

সরোজিনী। কেন, বিলম্ব করবার প্রয়োজন কি ? যত শীঘ্র অমঙ্গলের শান্তি হয়, ততই তো ভাল। এই যজ্ঞ দেখতে আমার বড়ই ইচ্ছে কচ্চে। পিতঃ আমরা কি সেখানে থাকতে পাব ?

৩৭নং সংলাপ :

AGAMEMNON

Ah !—

লক্ষ্মণ। (দীর্ঘনিঃশ্বাস) হা।—

৩৮নং সংলাপ :

IPHIGENIA

Why art thou silent ?

সরোজিনী। পিতঃ আমরা কি সেখানে থাকতে পাব না ?

৩৯নং সংলাপ :

AGAMEMNON

Thou shall be there, my daughter !
Fare thee well.

লক্ষ্মণ উৎকণ্ঠিত ও ব্যস্তসমস্ত হইয়া) পাবে। আমি এখন চল্লেম, হা !—

[লক্ষ্মণ সিংহের বেগে প্রস্থান]

অন্তরাল থেকে মোনিয়া ও রোষেনারা বেরিয়ে এসে স্বাধীনভাবে দু'একটা কথা বলেই আবার ফরাসী মূল অনুসরণ করে। অবশ্য মূলকে অতিক্রম করে কোনো কোনো সংলাপ বাংলায় বিস্তৃততর আকার নেয়, যেমন ৪০ নং সংলাপের অনুবাদে। কখনও আবার সংক্ষেপিতও হয়েছে, যেমন ৪২ নং সংলাপের ক্ষেত্রে।

৪০নং সংলাপ :

IPHIGENIA

What am I to expect from this sad greeting ?
A secret horror makes my blood run cold :
Against my will I dread some ill unknown.
Just gods ! You know whose safety I implore !

সরোজিনী। দেখ ভাই রোষেনারা, আগে পিতা আমাকে দেখ্‌লে কত আদর কত্তেন, আজ তা কিছুই কল্লেন না ; খুসি হওয়া দূরে থাক, আমাকে দেখে আরও

যেন তাঁর মুখ ভার হল। আমার সঙ্গে ভাল করে কথাও কইলেন না, এর ভাব কি বল দিকি? আমার ভাই মনে কেমন একটা ভয় হচ্ছে! আমার উপর পিতার এরূপ তাচ্ছিল্য-ভাব আমি তো আর কখনই দেখি নি। আমার বোধ হচ্ছে, কি যেন একটা বিপদ শীঘ্র ঘটবে। মা চতুর্ভূজা! আমার যাই হোক, আমার পিতার যেন কোনো অমঙ্গল না হয়।

৪১নং সংলাপ :

ERIPHYLE

'Mid anxious cares that needs must overwhelm him,
Does but a little coldness make you tremble ?
Alas ! What reason then have I to sigh,
Who never knew a parent's tender care,
Cast among strangers from my very birth,
Not even then perchance welcomed with looks
Of love ! If your affection by a father
Is scorn'd, at least you have a mother's breast
Whereon to weep. Your woe is not so keen,
But that a lover's hand can dry your tears !

রোষেনারা। কি রাজকুমারী! তোমার বাপ আজ তোমার সঙ্গে একটু কম কথা কয়েছেন বলে তুমি এত অধীর হয়েছ? আমি যে আজন্মকাল বাপ-মা-হারা হয়ে অনাথার মত বিদেশে বিদেশে বেড়াচ্চি—আমার তুলনায় তোমার দুঃখ তো কিছুই নয়। বাপ যদি তোমায় অনাদর করে থাকেন তো তোমার মা আছেন, মায়ের কোলে গিয়ে সান্ত্বনা পেতে পার; আর মা বাপ যদি দুজনেই তোমায় অনাদর করেন, কুমার বিজয়সিংহ তো আছেন—

৪২নং সংলাপ অতি দীর্ঘ। বত্রিশ চরণে গঠিত। বাংলায় এটা সংক্ষেপিত হয়ে ছয় লাইনে রূপ পেয়েছে। মূলের যে সারাংশ রক্ষা করা হয় তা হল,

IPHIGENIA

But of himself I know not what to think :
This lover, so impatient to behold me,
Whom nothing could induce to leave these shores

Till from my distant home a father call'd me
To be his bride,—where is the eagerness
With which I deem'd him waiting to receive me ? ...
Have the cares of war
Extinguish'd in all hearts the warth of love ?

সরোজিনী। তিনি ভাই কোথায়? আমি এসে অবধি তো তাকে একবারও দেখতে পেলেম না। (স্বগত) আমি যে মনে করেছিলেম, তিনি আমাকে দেখবার জন্য না জানি কতই ব্যগ্র হয়েছেন, তার কি অবশেষে এই হ'ল? যুদ্ধের উৎসাহে তিনিও কি আমাকে ভুলে গেলেন?

৪৩নং সংলাপ:

CLYTAEMNESTRA

My daughter, we must hence without delay,
And save by flight your honour and my own.
I am no more astonish'd that your father
Seem'd overwhelm'd with sorrow and confusion
At seeing us again : wishing to spare
The insult of rejection, he by Arcas
Had sent this letter, only just received,
For, as we went astray, he fail'd to find us.
Come then, and let us save our wounded honour :
Achilles, it would seem, has changed his mind
About your marriage, and declines the favour
We would bestow, postponing the espousals
Till his return.

রাজ-ম। এস বাছা, আমরা এখান থেকে এখনি চলে যাই, এখানে আর এক দণ্ডও থাকা নয়। এখান থেকে এখনি না গেলে আমাদের আর মানসম্ভ্রম রক্ষা হয় না। পূর্ব্বে আমি আশ্চর্য্য হয়েছিলেম যে, মহারাজ আমাদের সঙ্গে দেখা হলে কেন ভাল করে কথাবার্ত্তা কন নি—এখন তার কারণ আমি বেশ বুঝতে পেরেছি। যেরূপ অশুভ সংবাদ, তাতে কোন্ বাপ-মায়ের হৃদয় না আকুল হয়? প্রথমে তো, মহারাজ সুরদাসকে দে পত্র পাঠিয়ে আমাদের এখানে আসতে বলেন, কিন্তু তারপরেই যখন জানতে পাল্লেন যে, বিজয়সিংহের মন ফিরে গেছে,

তখন তিনি আবার রামদাসের হাত দিয়ে এই পত্রখানি পাঠিয়ে আমাদের আসতে নিষেধ করেন। আমরা সুরদাসের পত্র পেয়ে তখনি এখানে চলে এসেছিলেম, এই জন্য রামদাসের সঙ্গে আমাদের দেখা হয় নি। আমি সেই পত্র এখন পেলেম। তা এখন এস বাছা, আমরা চিতোর ফিরে যাই। আর এখানে থেকে কাজ নেই, এখনি হয়ত অপমানিত হতে হবে। বিজয় সিংহের মন ফিরে গেছে, সে আর এখন বাছা তোমাকে বিবাহ কত্তে চায় না।

মূলের পরবর্তী ৪৩ নং সংলাপের এক চরণের উৎকণ্ঠা বাংলায় সাত আট পংক্তি মিলে প্রবহমান। অনুবাদক তাতেও পরিতৃপ্ত বোধ করেন নি। রোষেনারার অন্তরের শয়তানীকে একটি মৌলিক এবং অনাবশ্যক স্বগতোক্তির মধ্য দিয়ে জাহির করেছেন। ৪৪ নং সংলাপের মধ্যেও, ঐ একই চরিত্রের অর্থপূর্ণ নীরবতাকে নাকচ করে, অনুবাদক এক অভিব্যক্ত ভাবের ঘোষণা তার মধ্যে প্রবিষ্ট করিয়ে দিয়েছেন। অনুবাদের অতিকথন সরোজিনীর সরলতাকেও ক্ষতিগ্রস্থ করেছে।

৪৪ নং সংলাপ :

IPHIGENIA

What do I hear ?

সরোজিনী। (স্বগত) কি কথা শুনলেম?—তিনি আর আমাকে বিবাহ কত্তে চান না?—মা চতুর্ভুজা! এখনি তুমি আমাকে নেও, এ পাপ পৃথিবীতে আর আমি এক দণ্ডও থাকৃতে চাইনে।

[রোষেনারা। (স্বগত) যা শুনলেম, তা যদি সত্যি হয়, তা হলে ত বড়ই ভাল হয়েচে, আমি যা ইচ্ছে কচ্ছিলেম, তা তো আপনা হতেই ঘট্‌লো! এখন দেখি, আমার কপালে কি আছে।]

৪৫ নং সংলাপ :

CLYTAEMNESTRA

This insult
Flushes your cheek. Let pride your courage arm.
Though, of his suit approving, it was I

Myself who promised you to him in Argos,
Moved by the fame of his nobility
To wed you to the offspring of a goddess ;
Yet, since his base repentance now belies
Birth so divine as runour has reported,
It rests with us to show him who we are,
And see in him the lowest of mankind.
Shall we by staying longer make him think
We wish and wait for the return of love
To his cold heart. The nuptials he defers
Let us dissolve. Your father has been told
Of my intent, and comes to take farewell.
I must make ready for our promt departure.

(To Eriphyle)

I do not urge you, Madam, to return
With us ; in dearer hands I leave you here.
Your secret scheems have come come to light, nor was it
Calchas who drew your willing steps to Aulis.

রাজ-ম। (স্বগত) আহা! এ কথা শুনে বাছার চোক ছল্‌ছল্‌ কচ্চে, মুখখানি যেন একবারে নীল হয়ে গেছে। (প্রকাশ্যে) এতে বাছা তোমার দুঃখ না হয়ে আরও বরং রাগ হওয়া উচিত। আমি এমনি নির্বোধ যে, সেই শঠের কথায় অনায়াসে বিশ্বাস করেছিলেম। আমি কোথায় আশা করেছিলেম, বিজয়সিংহের মহৎ বংশে জন্ম, তার সঙ্গে বিবাহ দিলে আমাদের বংশের মর্য্যাদা রক্ষা হবে—না, শেষে কি না তার এই ফল হ'ল? সে যে এরূপ নীচ ব্যবহার করবে, তা আমি স্বপ্নেও মনে করি নি। বাছা! তুমি যদি আমার মেয়ে হও, তা হ'লে এ অপমান কখনই সহ্য ক'র না। এস বাছা, আমরা এখনই চলে যাই, তার মুখও যেন আমাদের আর না দেখতে হয়। আমি যাবার সমস্তই উদ্যোগ করেছি, কেবল একবার মহারাজের সঙ্গে দেখা করবার অপেক্ষা।

[মেনারা। রাজমহিষি! আমার এখানে কতকদিন থাকতে ইচ্ছে কচ্চে। এ জায়গাটি পূর্ব্বে আমি কখন দেখি নি না কি?]

রাজ-ম। থাক, তুমি থাক—আমাদের সঙ্গে তোমায় আর আসতে হবে না, আমরা চলে গেলেই তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হয়,—যাও, বিজয়সিংহ তোমার জন্য অপেক্ষা কচ্চে। তোমার মনের ভাব আমি বেশ টের পেয়েছি। যাই,—আমি এখন

মহারাজের সঙ্গে দেখা করি গে। দেখ্‌ বাছা সরোজিনি! তুইও তৎক্ষণে ঠিক ঠাক্‌ হয়ে থাক্‌।

[রাজমহিষীর প্রস্থান]

অংকের শেষ পর্যন্ত মূলের সংলাপের ধারাবাহিকতা রক্ষা করেই অনুবাদ এগিয়ে চলে। তবে ঘটনাবর্তের নিজস্ব আবেগে তাড়িত হয়ে, বাংলা সংলাপ, বাক্যগঠনে ও ভাবপ্রকাশে, কিছু কিছু স্বাধীনতা গ্রহণে কুণ্ঠিত হয় নি। রাজমহিষীর ইঙ্গিতে সরোজিনী বিচলিত হয়ে প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটনের জন্য রোষেনারাকে মিনতি জানায় ৪৫ নং সংলাপে। ৪৭ নং সংলাপে তার জবাব হল,

ERIPHYLE

Madam, I fail to understand such speech.

রোষেনারা। রাজকুমারি! আমিও তো ভাই এর ভাব কিছুই বুঝতে পাচ্চি নে।

৪৮ নং সংলাপে :

IPHIGENIA

... Will you abandon me to my misfortune ?
You would not stay without me at Mycenae ;
Are we to start from Aulis without you ?

সরোজিনী। ... ভাই রোষেনারা! তুমি একলা এখানে কি করে থাক্‌বে বল দিকি? তুমিও আমাদের সঙ্গে চল,—চিতোরে তুমি আমাকে ছাড়া এক দণ্ডও থাকতে পাত্তে না,—আর এখন কি না স্বচ্ছন্দে এখানে একলা থাক্‌বে?

৪৯ নং সংলাপে সকলের সঙ্গে ফিরে না যাওয়ার অজুহাত খুঁজে বার করে। ৫০ নং সংলাপে ইফিজেনিয়ার মনের সন্দেহ অংশত ব্যক্ত হয়। ৫১ নং সংলাপে ইরিফাইল তবু মনের ভাব গোপন রাখতে প্রয়াস পায়, ইফিজেনিয়াকে তাড়াতাড়ি রাজধানীতে ফিরে যেতে তাগাদা দেয়। ইফি-জেনিয়া আর সহ্য করতে পারে না। ৫২ নং সংলাপে ক্ষোভে ফেটে পড়ে,

IPHIGENIA

A moment sometimes clears up many doubts.
But I am pressing you too closely, Madam ;
I see what I was loath to think : Achilles—
In your impatience to get rid of me—

সরোজিনী। ... রোষেনারা ! আমার বেশ মনে হচ্চে যে, তোমাকে হাজার সাধলেও তুমি এখান থেকে নড়বে না। ... কেন আর মিছে আমার কাছে লুকাও, মা যা বলেছিলেন, তাই ঠিক্, আমি এখান থেকে গেলেই তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হয়।

৫৩ নং সংলাপ :

ERIPHILE

I ? You suspect me of this treachery ?
How can I love the cruel hand that crush'd me,
Dyed crimson in thc blood of all my kin,
That lit the blazing torch, and laid in ashes
Lesbos—

রোষেনারা। কি ?—যে আমার দেশের শক্র,—যে আমায় বন্দী করেছে,—যে বিধর্মী যাকে দেখলে আমার মনে ঘৃণা হয়, তাকে কিনা আমি—

৫৪ নং সংলাপ :

IPHIGENIA

Ah, yes, you love him, base deceiver !
The savage conduct you paint so well,
Those arms you have seen stain'd red with gore,
Fary and flames, and Lesbos burnt to ashes,
All these have stamp'd his image on your heart,
And, far from shuddering at their remembrance,
It even gives you pleasure to repeat them.
When your complaints were loudest, more than once
I might have seen your thoughts, and so I did,

But always with good-natured readiness
Replaced the bandage from mine eyes removed.
You love him. Ah ! What fatal misconception
Made me receive my rival in mine arms ? ...

সরোজিনী। হ্যাঁ ভাই, তোমার ভাব দেখে আমার বেশ মনে হয়, তাকেই তুমি ভালবাস। যে শত্রুর কথা বল্‌চ, সেই শত্রুকে ঘৃণা করা দূরে থাক্, তাকেই তুমি নিশ্চয় হৃদয়মন্দিরে পূজা কর। ... এই দাসত্ব শৃঙ্খলই তোমার প্রিয়। যা হোক্, তোমায় আমি দোষ দিইনে, আমারই কপাল মন্দ। তুমি ভাই সুখে থাক, তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হোক—কিন্তু তুমি তাঁকে ভালবাস, এ কথা আমাকে আগে বল নি কেন ?

৫৫ নং সংলাপ :

ERIPHYLE

Thss charge is one that fills me with surprise ; ...
What warning would you wish me to have giv'n ?
Can you suppose Achilles could prefer
To Agamemnon's daughter one who knows
Naught of her birth save that within her veins
Flows blood such as Achilles burns to shed ?

রোষেনারা। রাজকুমারি ! তোমাকে ভাই আবার আমি কি বলব ? এ কি কখন সম্ভব বলে বোধ হয় যে, প্রবল-প্রতাপ মহারাজ লক্ষণসিংহের গুণবতী কন্যাকে ছেড়ে, একজন কি না অপরিচিত ঘৃণিত যবনীকে তিনি ভালবাসবেন ?

৫৬ নং সংলাপ :

IPHIGENIA

You triumph, cruel one, and flout my wrongs,
Making me feel my misery the more.
Why with the honours of my birth compare
Your exile, but the better to enhance
Your victory unjust ? ...
This Agamemnon ...

Alas ! His gloomy greeting I condemn'd
And dared to blame his want of .enderness !

সরোজিনী। রোষেনারা! কেন আর আমাকে যন্ত্রণা দেও? তোমার তো মনস্কামনা পূর্ণ হয়েছে, তা হলেই হল, এখন আর আমাকে উপহাস করে তোমার লাভ কি? (স্বগত) পিতা যে কেন তখন বিষণ্ণ হয়েছিলেন, এখন তা বেশ বুঝ্‌তে পাচ্চি।

[বিজয় সিংহের প্রবেশ]

৫৭ নং সংলাপ :

ACHILLES

Can it be so ? Is it yourself I see ?
I thought all the camp had been deceived.
You here in Aulis ; With what purpose come you ?
I heard another tale from Agamemnon.

বিজয়সিংহ। এ কি রাজকুমারি! তুমি এখানে কখন এলে? তুমি যে এখানে এসেছ, সমস্ত সৈন্যদের কথাতেও আমার বিশ্বাস হয় নি। তুমি এখানে এখন কি জন্য এসেছ? তবে যে মহারাজ আমাকে বল্‌ছিলেন, তোমার এখানে আসবার কোন কথা নাই।—এ কথা তিনি কেন বল্লেন?

৫৮ নং সংলাপ :

IPHIGENIA

Be of good cheer, my lord ; I will not thwart
Your wishes, and shall soon be gone again.

সরোজিনী। রাজকুমার! আমি এখানে না থাকলেই তো আপনার মনস্কামনা পূর্ণ হয়,—তা ভয় নেই, আমি আর এখানে অধিকক্ষণ থাক্‌চিনে। আপনি এখন সুখে থাকুন।

[সরোজিনীর প্রস্থান]

৫৯ নং সংলাপ :

ACHILLES

She flies from me ! Am I a wake, or dreaming ?
Into what fresh distraction am I plunged !
Madam, I know not if without offence
Achilles may present himself before you ;
But if you will not scorn a foe's entreaty,
If e'er his captive touch'd a chord of pity
In him, you know what brings their footsteps hither,
You know—

বিজয়। (স্বগত) রাজকুমারীর আজ এরূপ ভাব কেন? কেন তিনি আমাকে এরূপ বল্লেন?—কেনই বা তিনি আমার কাছ থেকে চলে গেলেন? (প্রকাশ্যে রোষেনারার প্রতি) ভদ্রে! বিজয়সিংহ তোমার নিকটে এলে তুমি কি বিরক্ত হবে? যদি শত্রুর সঙ্গে কথা কইতে তোমার কোন আপত্তি না থাকে, তা হলে তোমাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা কত্তে চাই।

পরের কয়েকজোড়া সংলাপ অনুবাদক কর্তৃক উদ্ভাবিত। রাজপুত বীরের প্রতি প্রণয়ে কাতর যুবতী যবনীর চূড়ান্ত হাস্যভাব পরিবর্ধিত আকারে প্রদর্শিত করাই এগুলোর লক্ষ্য। তবে মূলের সংলাপের প্রধান সূত্রগুলো এসব স্থলেও নিষ্ঠার সঙ্গে অনুসৃত হয়েছে।

৬০ নং সংলাপ।

ERIPHYLE

And does my lord not know it too ?

রোষেনারা। রাজকুমার! আপনি কি তা জানেন না?

৬১ নং সংলাপ :

ACHILLES

A month ago I was not here myself ;
It was but yesterday that I return'd.

বিজয়। সে কি! আমি যে এক মাস কাল এখানে ছিলেম না, আমি তো সবে এই মাত্র এখানে পৌঁছেছি।

৬২ নং সংলাপ :

ERIPHYLE

What ! Was it not your love inspired the letter
That Agamemnon to Mycenae wrote ?
Were you not smitten with his daughter's charms—

রোষেনারা। আপনার সঙ্গে বিবাহ হবে বলেই মহারাজ রাজকুমারীকে এখানে আনিয়েছেন। আপনিও তো তাঁর জন্যে—

বাংলায় পূর্বোক্ত ভাবের বিনিময় অকারণে পরবর্তী কয়েকটি মৌলিক সংলাপে সম্প্রসারিত করা হয়েছে। অবশ্য তারপরই আবার মূলের ৬৩ নং সংলাপের অনুবাদ পাই।

ACHILLES

... Yet she fles from me. What has been my crime ?
I see around me none but hostile eyes :
This very moment Calchas and Ulysses,
With Nestor too, used all their eloquence
In opposition to my love, ...
What subtle scheme can they be hatching here !
Am I a laughing-stock to all the army ?
I'll enter, and extort from them their secret.

বিজয়। (স্বগত) হঠাৎ কেন এরূপ হল? না জানি আমার কি ত্রুটি হয়েছে। আজ আমার সকলকেই শত্রু বলে বোধ হচ্চে—কিছু পূর্বে রণধীর সিংহ ও আর আর প্রধান প্রধান সেনাপতিও আমায় এই বিবাহের বিরোধী হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন; সকলেই যেন আমার বিরুদ্ধে কি একটা মন্ত্রণা কচ্চে। যা হোক, আমাকে এখন এর তথ্য জানতে হল।

[বিজয়সিংহের প্রস্থান]

পরবর্তী ৬৪ নং সংলাপই মূলের অঙ্কশেষ সূচিত করে। উক্তিটি ইরিফাইলের, বলে কিছুটা আপন মনে, কিছু অনুগামী সহচরী ডরিসকে। আবশ্যকীয় রদবদলসহ অনুবাদেও মোটামুটি একই জিনিস পাই।

৬৪ নং সংলাপে আছে,

ERIPHYLE

Ye gods, who see my shame, where shall I hide me ?
Proud rival, thou art loved ; yet dost thou murmur !
Must I at once thy triumph and reproaches
Endure ? Ah, rather—
But I'm much mistaken,
Or over them a storm ready to burst,
Threatens disturbance to their happiness :
Iphigenia is deceived, Achilles
Mock'd, Agamemnon groans. I'll not despair :
And, if my hatred finds support from fate,
I shall know how to turn it to my profit,
Nor weep alone, nor die without revenge.

সরোজিনি। (স্বগত) কৈ ?—বিজয়সিংহের মন তো কিছুই ফেরে নি—সরোজিনীর উপর তাঁর ভালবাসা যেমন তেমনই আছে, রাজমহিষী তবে কেন ওকথা বল্লেন ? হা ! আমি যা আশা করেছিলেম তার কিছুই সফল হল না। যা হোক, সরোজিনী ! তোর সুখ আমার কখনই সহ্য হবে না, ··· দেখ্ ভাই মোনিয়া, আমার বেশ বোধ হচ্চে, শীঘ্রই যেন কি একটা হুলস্থুল কাণ্ড বেধে উঠবে—আমি অন্ধ নই, চারদিকের ভাবগতিক দেখে আমার মনে হচ্চে, সরোজিনীর বিপদ আসন্ন, তার সুখের পথে কি একটা কণ্টক পড়েছে—আবার, মহারাজ লক্ষ্মণসিংহকেও সারাদিন বিষণ্ণ দেখতে পাই ; এই সব দেখে শুনে ভাই আমার একটু আশা হচ্চে—আমার বোধ হয়, বিধাতা এখন সরোজিনীর উপর তত প্রসন্ন নেই।

অনুবাদক অবশ্য বাংলায়, এরপরও কয়েকটি মৌলিক সংলাপ ও একটি গান জুড়ে দিয়ে অঙ্কের ওসার বাড়িয়েছেন। প্রেমজর্জর যবনীর অন্তর্দাহ ও নৈরাশ্যের বর্ণনা বাংলায় বিস্তৃততর। এতে নাট্যকারের সংকীর্ণ অভিপ্রায় অংশত সিদ্ধি লাভ করলেও নাটকীয়তা বৃদ্ধি পায় নি।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অনুবাদ-পদ্ধতির নিজস্ব নিয়ম-অনুযায়ী তৃতীয় অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কটি মৌলিক। এই গর্ভাঙ্কের মুখ্য চরিত্র গোমূর্খ ফতেউল্লাহ। ফতেউল্লার ভাঁড়ামি নির্দোষ কৌতুক রস নয়। এর মধ্যে জাতিগত ভাবে মুসলমানের জীবনযাত্রার নিকৃষ্টতা ও হাস্যকরতার প্রতিও ইঙ্গিত করা হয়েছে। আমরা পূর্বেও বলেছি যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের তথাকথিত মৌলিক বা ঐতিহাসিক নাটকে প্রধানতঃ যাবনিক প্রসঙ্গগুলোই স্বকপোলকল্পিত। সরোজিনীতে চক্রান্তকারিণী রোষেনারার রাজপুতবীর-পূজা ও শাস্তিভোগ, সম্রাট আলাউদ্দীনের লালসা ও নৃশংসতা, পুত্রীহন্তা মহম্মদ আলীর পৈশাচিকতা ও ফতেউল্লার আহাম্মকী ও ক্ষুদ্রতা, এই সকল যাবনিক অনাচার ও অপদস্থতার কথা উদ্ভাবনে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মৌলিকতা তাৎপর্যপূর্ণ।

উদ্ভাবিত প্রথম গর্ভাঙ্কের ঘটনাস্থান চিতোরের রাজপথ। ফতেউল্লাহ্ আপন মনে বকে চলেছে :

> এই শহর ছাড়ায়ে আরও এক কোশ রাস্তা চল্লি পর, তবে চাচাজির আস্তানা নজরে আসবে। অ্যাহন মুই আরও বিশ কোশের পাল্লা মাত্তি পারি অ্যামন তাকৎ বি মোর হয়েছে। চাল-কলা খাওয়ায়ে খাওয়ায়ে চাচাজি মোর দফা-রফা করি ফ্যালেছিল, ভাগ্যি দিল্লী গ্যাছেলাম, তাই খেয়ে বত্তালাম। বাবা! প্যাঁজ রসুনির এমন গুণ, মোর বুকের ছাতি হিম্মতে যেন দশ হাত ফুলি উঠেছে। অ্যাহন আর মুই কোন ব্যাটা হিঁদুর তক্কা রাহি নে। মোরা বাদশার জন্য পরোয়া কি? সব নসিবির কাম। মুই বাদশা হ'লি ত আগে এই হিঁদু ব্যাটাদের কুটি কুটি করে জবাই করি; আর গদিতে ঠ্যাস মারি, খুব লম্বা চৌড়া হুকুম করি, বাগুনির কাবাব আর চিংড়ির ছালোন বেনিয়ে খুব প্যাট ভরি খাই। আ—তা হলি কি মজাই হয়। (হাস্য) আর তা হলি চাচাজিরে মোর উজির করি। অ্যাহন চাচাজি যহন তহন বড় মোরে মাত্তি আসেন, তহন তেনার হাত জোড় করি মোর কাছে হরঘড়ি দেঁড়িয়ে থাকৃতি হবে। হি হি হি—(সর্ব্বাঙ্গ নিরীক্ষণ) মোর চ্যাহারাটাও অ্যাহন বাদশার লায়েক হয়েছে—অ্যাহন গা হতি যেন চ্যাকনাই ফাটি পড়ছে—হিঁদুর চৈতন্‌ডা কাটি ফ্যালাইছি, অ্যাখন আবার মুসলমানির নুর বেরতি সুরু করছে—আর মুই চাচাজির বাৎ শোনবো না।—জান্ কবুল, তবু তেনার বাৎ শোনবো না। ত্যানিই তো মোরে হিঁদু বানাবার জো করেছ্যালেন। ত্যাঁনিই তো মোরে ভোগা দে রোজ পুত্তির দ্যাশে আনি ফ্যালেছেন। ···অ্যাহন তো মুই হিঁদু

ব্যাটাদের ছাতির ওপর দে চলেচি, অ্যাহন দেহি, কোন্ ব্যাটা হ্যাঁদু মোর সামনে আগুতি পারে, তা হ'লে এক থাপ্পড়েই চাবালিডা ওড়ায়ে দিই। মোরা কি হ্যাঁদুদের ডর রাখি? অ্যাহন তো কোন ব্যাটারেই দেখতে পাচ্চি না। (সগর্ব্বে বুক ফুলাইয়া গমন)

এবং তক্ষণি রাজপুত রক্ষকের সামনে পড়ে। নিজের যাবনিক পরিচয় গোপন রাখার চেষ্টায় ফতেউল্লা শোচনীয় ভাবে ব্যর্থ হয়। মন্দিরকে মসজিদ বলে, বাপের বোনের স্বামীকে ফুফা বলে ডাকতে চায় এবং কিছুতেই 'হারাম খাই' স্বীকার করতে চায় না। রক্ষক তখন একে পাকড়াও করে ধরে নিয়ে যাবার সময় সোল্লাসে বলতে থাকে,

হাঃ শালার মুসলমান! তবে নাকি তুই হিন্দু—চল্ ভাই, শালাকে নগর-পালের কাছে ধরে নিয়ে যাওয়া যাক্।

অনুবাদের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক থেকে মূল অঙ্কের আরম্ভ। রাসিনের তৃতীয় অঙ্কের প্রথম সংলাপ :

CLYTAEMNESTRA

'Tis true, my lord, we should have gone ere now
Far on our way to Argos, where your daughter
Might weep for her disgrace, leaving Achilles
And you in anger, had not he himself
Just now, astonish'd at our sudden flight,
Restrain'd us with such oaths as could not fail
To make us trust him, urgent for the marriage
We thought postponed, while love and wrath contended
For mastery, disowning the false rumour,
Eager to know its author and confound him :
Banish suspicions which have marr'd our joy.

রাজ-ম। মহারাজ! আমরা বিজয়সিংহের উপর রাগ করে এখান থেকে চ'লে যাচ্ছিলেম, খানিক দূরে আমরা গিয়েছি, এমন সময়ে বিজয়সিংহের সঙ্গে পথে দেখা হ'ল, তিনি আমাদের ফিরে আসতে বিস্তর অনুরোধ কল্লেন। তিনি শপথ করে বল্লেন যে, তিনি বিবাহের জন্য প্রস্তুত ছিলেন, তাঁর মনের

একটুও পরিবর্ত্তন হয় নি। কে এই মিথ্যে জনরব রটিয়েছে, তাই জানবার জন্য মহারাজকে তিনি খুঁজচেন, তিনি আরও এই কথা বল্লেন যে, এইরূপ মিথ্যো জনরব যে রটিয়েছে, তাকে তিনি সমুচিত শাস্তি দেবেন।

২নং সংলাপ ঃ

AGAMEMNON

Yes, Madam, with my sanction you may trust him.
I recognise the error that deceived me,
And share your joy to th' utmost of my pow'r.
Would you have Calchas to my family
Unite him ? Send your daughter to the altar,
I will be there. But, ere proceeding further,
I wish'd to speak a word with you in private.
You see how you have brought her to a place
Where all breathes war, not hymeneal songs.
The tumult of a camp, soldiers and sailors
With spears and javelins bristling round the altar,
Offer a scene to swell Achilles' pride,
But to your tender sight harsh and uncouth.
Shall Greece there see the consort of their King
Bereft of dignity and royal state ?
Hear me. Without you, let Iphigenia
Go to this marriage, by your maids attended.

লক্ষণ। দেবি! এতক্ষণে তবে আমার ভ্রম দূর হ'ল, সকল সন্দেহ মন হতে অপসৃত হল। এখন তবে আবার বিবাহের উদ্যোগ করা যাক। পুরোহিতের কার্য্য ভৈরবাচার্য্য মহাশয়ের দ্বারাই সম্পন্ন হবে, তুমি সরোজিনীকে এই ব্যালা মন্দিরে পাঠিয়ে দাও গে ; আমি তার প্রতীক্ষায় রইলেম।—দেখ, আর একটা কথা বলে যাই,—দেখচ তো কিরূপ স্থানে তুমি এসেছ। এখানে চতুর্দিকেই কেবল যুদ্ধসজ্জা হ'চ্চে, সুতরাং এখানে বিবাহ হ'লে বিবাহস্থলে কেবল বীরগণেরই সমারোহ হবে ; সৈন্যদের কোলাহল, অশ্বের হ্রেষারব, হস্তীদের বৃংহিত, অস্ত্রের ঝঞ্ঝনা বই আর কিছুই শুনতে পাবে না। আর চতুর্দিকে বল্লমের অরণ্য ভিন্ন আর কিছুই লক্ষ্য হবে না। মহিষি! এ বিবাহে স্ত্রী-নেত্র-রঞ্জন কোন দৃশ্যই থাকবার কথা নেই ; আমি বেশ বলতে

পারি, এরূপ বিবাহস্থলে তোমার থাকতে কখনই ভাল লাগবে না—আর তোমার সেখানে থেকেই বা আবশ্যক কি? বিশেষতঃ সে এক সামান্য মন্দির, সেখানে উপযুক্ত স্থান নেই, আর তুমি সামান্যভাবে সেখানে থাকলে সৈন্যগণই বা কি মনে করবে? তোমার সখীগণ সরোজিনীকে মন্দিরে লয়ে যাক, আর তুমি এই শিবিরেই থাক। তোমার সেখানে গিয়ে কাজ নেই।

৩নং সংলাপ:

CLYTAEMNESTRA

What! Must I then, to other arms confiding
My child, not finish what I have begun,
And after bringing her from Argos hither,
Refuse to guide her footsteps to the altra,

রাজ-ম। কি বল্লেন মহারাজ? আমার মেয়েকে আমি বিবাহ দেবার জন্য এখানে আনলেম, আমি কিনা তার বিবাহ দেখতে পাব না?

৪ নং সংলাপ:

AGAMEMNON

This is not Atreu's palace, where you are,
But a rude camp—

লক্ষ্মণ। মহিষি! তোমার যেন স্মরণ থাকে যে তুমি এখন চিতোরের রাজপ্রাসাদের মধ্যে নেই, তুমি এখন সৈন্য শিবিরের মধ্যে রয়েছ।

গোটা তৃতীয় অংকের অনুবাদই এইরূপ মূলের রচনানুগ। ছোটখাট পরিবর্তন অবশ্য অনেক আছে। মূলের যে সংলাপে গ্রীক পুরাণের ঘটনা ও চরিত্রের বেশী উল্লেখ রয়েছে অনুবাদক বাংলায় স্বাভাবিকতা রক্ষার জন্য হয় বিদেশী পৌরাণিক অনুষঙ্গ বর্জন করেছেন নয় দেশীয় পুরাণের সমপর্যায়ের উপাখ্যানের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। নিছক অমনোযোগ ও অবহেলার কারণেও কোনো কোনো সংলাপ মূলচ্যুত। সেই কথা গৌণ তাৎপর্যের সংলাপেই অনুবাদক সর্বাধিক স্বাধীনতা গ্রহণ করেন।

৪নং সংলাপের জবাবে রাজমহিষীও ৫নং সংলাপে দেবগ্রাম ত্যাগ করে চলে না যাওয়ার সপক্ষে অনেক সুযুক্তির অবতারণা করে।

৬নং সংলাপে রাজার সনির্বন্ধ অনুরোধ,

AGAMEMNON

Deign, Madam, for the sake of the Immortals.
From whom we spring, to grant my love this favour.
I have my reasons.

লক্ষ্মণ। দেবি! তোমায় আমি মিনতি কচ্চি, তুমি আমার এই অনুরোধটি রক্ষা কর। আমি যে তোমাকে এইরূপ অনুরোধ কচ্চি, তার অবশ্য কোন বিশেষ কারণ আছে।

৭ নং সংলাপ :

CLYTAEMNESTRA

By those selfsame gods
Deprive me not, my lord, of sight so sweet.
Why should my presence here make you ashamed ?

রাজ-ম। নাথ, যা আমার চিরকালের সাধ, তাতে আমাকে নিরাশ করবেন না। আমি সেখানে থাকলে আপনাকে কিছু মাত্র লজ্জিত হ'তে হবে না। আমার কন্যার বিবাহ আমি স্বচক্ষে দেখতে পাব না, এরূপ নিষ্ঠুর আজ্ঞা করবেন না।

৮নং সংলাপ :

AGAMEMNON

I had hoped more from your obliging temper.
But since, the force of reason cannot move you
And my entreaty has little pow'r,
My tone must change to one of stern command
It is my will you do as I have said.
Obey.

লক্ষ্মণ। আমি পূর্ব্বে মনে করেছিলেম, আমি বলবামাত্রই তুমি সম্মত হবে, কিন্তু যখন যুক্তিতেও তোমাকেও কিছুতেই বোঝাতে পাল্লেম না,—আমার অনুরোধ, মিনতিও তোমার কাছে ব্যর্থ হ'ল, তখন তোমাকে এখন আদেশ কত্তে বাধ্য হলেম,—তুমি সেখানে কখনই উপস্থিত থাকতে পারে না। মহিষি! তোমাকে পুনর্ব্বার বলচি, এই আমার ইচ্ছা—এই আমার আদেশ—এই আদেশ অনুযায়ী এখন কার্য্য কর।

[লক্ষ্মণ সিংহের প্রস্থান]

৯নং সংলাপে ক্লিটেমেন্‌স্ট্রার স্বগতোক্তি। বাংলাতে রাজমহিষীর।

CLYTAEMNESTRA

What means he, eruel and unjust,
Thus from the marriage altar to debar me ?
Proud of new rank forgets he who I am
And am I deem'd unworthy to appear
Beside him ? ...
But since it is his will, my own submits.
Thy happiness, my daughter, makes ammends
For all, Heav'n gives Achilles to thine arms,
And I am overioy'd—
But, to himself!

রাজ-ম। (স্বগত) কেন মহারাজ এরূপ নিষ্ঠুর হয়ে আমাকে বিবাহস্থলে থাকতে নিষেধ কল্লেন? বাস্তবিকই আমি সেখানে থাকলে আমার মানের লাঘব হবে? যাই হোক, তিনি যখন আদেশ কল্লেন, তখন কাজেই তা আমাকে পালন কত্তে হবে। এখন এইমাত্র আক্ষেপ, আমার যা মনের সাধ ছিল, তা পূর্ণ হল না। যাই হোক্, আমার সরোজিনী তো সুখী হবে—তা হ'লেই হ'ল। আমার এখন অন্য কিছু ভাবার দরকার নাই, তার মুখেই আমার সুখ—এই যে বিজয়সিংহ এই দিকে আসছেন।

১০নং সংলাপ:

ACHILLES

Madam, all goes according to my wishes ;
Misunderstanding clear'd, the King is pleased

To trust my ardour, and, ere all is said,
With warm embrace accepts me for a son.
Few words express'd consent. But have you heard
What joy your presence to the camp has brought ?
The gods will be appeased ; Calchas proclaims
Their reconciliation in an hour ...

বিজয়সিংহ। দেবি! মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করাতে তিনি এই বল্লেন যে, তিনি জনরবের কথায় প্রবঞ্চিত হয়েছিলেন, এখন তাঁর মন হ'তে সকল সংশয় দূর হয়েছে। তিনি অধিক কথা না করেই আমায় গাঢ় আলিঙ্গন দিলেন, আর বিবাহের সমস্ত উদ্যোগ কত্তে তখনই আদেশ কল্লেন। রাজমহিষি! আর একটা সুসংবাদ কি শুনেছেন? দেবী চতুর্ভুজাকে প্রসন্ন করবার জন্যে একটি মহাযজ্ঞের আয়োজন করা হচ্চে, শত-সহস্র ছাগ আজ নাকি তাঁর নিকট বলিদান হবে। যজ্ঞানুষ্ঠানের পরেই আমাদের বিবাহ-কার্য্য সম্পন্ন হবে! তারপরেই আমরা সকলে যুদ্ধযাত্রা করব।

কন্যার বঙ্গদেশীয় মাতা হিসাবে বাংলায় পরিস্থিতি অনুযায়ী রাজমহিষী কিছু ভাবালুতাপূর্ণ অতিরিক্ত কথা বলেছেন যা মূলে নেই। মূলে ইফিজেনিয়া প্রবেশ করলে ১১ নং সংলাপ শুরু হয়।

ACHILLES

On you, dear princess, all my hopes depend ;
Your father to our union yields consent,
And at the altar waits. There take a heart
Already yours.

বিজয় সিংহ।··· রাজকুমারি! এখন সকল সন্দেহ দূর হয়েছে? আমার নামে কেন যে এরূপ জনরব উঠেছিল, তা বলতে পারিনে।

১২নং সংলাপ:

IPHIGENIA

... I dare to ask
A pledge your love should grant willingly. ...
She is your captive ; and at your command

Her chains fall, and give my heart relief.
Thus then inaugurate this happy day,
Nor let the sight of us increase her woe. ...

সরোজিনী। ··· এখন কেবল আমার একটি প্রার্থনা— ···এই যুবতী যবন-কন্যাকে আপনিই বন্দী করে আনেন—অনেক দিন পর্য্যন্ত উনি আত্মীয়-স্বজনের মুখ দেখতে পান নি— ·· আর যেন উনি দুঃখ না পান, এই আমার প্রার্থনা রাজকুমার! ইনি আপনারই বন্দী, আপনার অনুমতি হ'লেই এখন দাসত্ব-শৃঙ্খল হ'তে মুক্ত হ'তে পারেন।

এই কথা শুনে ১৩নং সংলাপে ইরিফাইল বলে,

ERIFYLE

Yes, sir , assuage these poignant pangs.
Lesbos subdued, your captive I became ;
But 'tis to push the rights of war too far
To add the torment I suffer here.

রোষেনারা। (স্বগত) এ শৃঙ্খল মোচন কল্লে কি হবে? যে শৃঙ্খলে আমার হৃদয় বাঁধা—সরোজিনী তোর সাধ্য নেই, তা হ'তে তুই আমাকে মুক্ত করিস।

বাংলায় রোষেনারা ইরিফাইলের আবেগের সূক্ষ্মতা ও সৌকর্য রক্ষা করতে না পারলেও অন্তর্দাহকে অনেকখানি সততার সঙ্গে রূপান্তরিত করতে পেরেছে। বাংলা নাটকের রোষেনারাই জাতীয়তাবাদের তথাকথিত আদর্শে অনুপ্রাণিত সমালোচকদের কঠিনতম শিরঃপীড়ার কারণ। যবনী প্রণয়-বহ্নিতে দগ্ধ হয়ে মানবীতে রূপান্তরিত হয়ে যাওয়া, যবনের উৎপীড়ন-আশঙ্কায় আত্মোৎসর্গকারিনী সরোজিনীর সঙ্গে তার দূরত্ব হ্রাস পেল। নাটকের এই পরিণামের জন্য কোনো কোনো দেশীয় সমালোচক স্বাপ্নিক ও সংস্কারক জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মানস-দ্বন্দ্বকেই জয়ী সাব্যস্ত করেন। আসলে রোষেনারার চরিত্রের প্রণয়ঘটিত জটিলতা মূল নাটকেরই দান। যে গভীর সহানুভূতির সঙ্গে রাসিন ইরিফাইলের অভিশপ্ত প্রণয়াবেগের গভীরতা ও তীব্রতাকে মর্মস্পর্শীরূপে রঙ্গমঞ্চে প্রত্যক্ষ করে তোলেন, অনুবাদক সাধ্যমত তাকেই বঙ্গভাষায় রোষেনারার সংলাপে মূর্ত করে তুলতে প্রয়াস পান।

অনুবাদের কাজ করতে করতে লেখক মূলের এত মর্মে গিয়ে প্রবেশ করেন যে তখন হয়ত নিজের সজ্ঞান রাজনৈতিক আদর্শের চেয়ে উৎকৃষ্ট বিদেশী সৃষ্টির সম্মোহনই তাঁর মনের ওপর বেশী কার্যকর হয়ে ওঠে।

১৪নং সংলাপে এ্যাশিলেস সরাসরি ইরিফাইলকে তাঁর অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছে। ১৫নং সংলাপে ইরিফাইল জবাব দিয়েছে :

Yes, my lord, all else omitted
What punishment more dire can you impose
Than this of giving my sad eyes the pain
Of seeing those who persecute me happy ?
... ... Far from Aulis and from you,
For ever wretched and unknown for ever,
Let me go hide a fate that claims compassion,
Whose bitterness these tears but half express.

রোষেনারার প্রতি অনুবাদকের মনোভাব দ্বিমুখী ছিল বলে ইরিফাইলের অনেক উৎকৃষ্ট বাণীর বাংলা রূপান্তরে এক প্রকার অপ্রীতিকরতা ও স্থূলতা সম্পাদিত হয়েছে। যেমন, উপরোক্ত ১৫নং সংলাপের বাংলা করা হয়েছে,

রোষেনারা। রাজকুমার! আমার শারীরিক কোন কষ্ট নেই—আমার কষ্ট মনের। আপনি আমাকে বন্দী করেছেন,—আপনিই আমার সকল দুঃখের মূল। (গদগদ স্বরে) রাজকুমারীর সঙ্গে বিবাহ হয়ে গেলে, আর যেন আপনাকে আমায় না দেখতে হয়; আর আমার যন্ত্রণা সহ্য হয় না।

১৬নং সংলাপ :

ACHILLES

Too much, fair princess ! Come that, in the sight
Of Grecee, Achilles may pronounce you free.
This hour, to me more sweet than all before,
Shall gladden you with liberty once more,

বিজয়। ভদ্রে! নিশ্চিন্ত হও, শত্রুর মুখ তোমাকে আর বেশি দিন দেখতে হবে না। তোমার দুঃখের দিন শীঘ্রই অবসান অবসান হবে ··· যখন আমাদের বিবাহ হবে, সেই শুভক্ষণেই আমি তোমার দাসত্ব মোচন ক'রে দেব।···

এখান থেকে অঙ্কের শেষ পর্যন্ত ঘটনা দ্রুতগতিতে এগিয়ে যায়। সংলাপ মূলতঃ ব্যবহৃত এই ঘটনাক্রম আবর্তমুখর করে তোলার জন্য, অন্তর্লোকের দ্বন্দ্বময় রহস্য উদ্ঘাটনের নিমিত্ত নয়। অনুবাদকও তাই অপেক্ষাকৃত স্বাধীনতার সঙ্গে বিভিন্ন চরিত্রের মুখে উক্তি সংযোজিত করেন কাহিনীর ক্রমপরিণতিকে ত্বরান্বিত করবার জন্য। মূলের সংলাপের ক্রম ও প্রকৃতি প্রতি ক্ষেত্রে অনুবাদে অত নিষ্ঠার সংগে রক্ষিত না হলেও প্রধান উক্তি-সমূহের ভাব ও ভংগী পুর্ণ মর্যাদার সঙ্গেই গ্রহণ করা হয়েছে।

১৭নং সংলাপ :

ARCAS

Madam, all's is ready for the solemn rite.
Beside the altar the King waits his daughter ;
I come to claim her : or, more truly, Sir,
I come for her thy succour to implore
Against him.

(ব্যস্তসমস্ত হইয়া রামদাসের প্রবেস)

রাম। মহারাণি! মহারাজ যজ্ঞবেদির সম্মুখে রাজকুমারীকে প্রতীক্ষা কচ্চেন, আর তাঁকে সেখানে শীঘ্র নিয়ে যাবার জন্য আমাকে এখানে পাঠিয়ে দিলেন— (অধোমুখে) কিন্তু—কিন্তু যেন—

ক্রমে আর্কাস সব কথা খুলে বলতে উদ্যোগী হয়।

২২নং সংলাপে আছে,

ARCAS

His name I utter with regret ;
Too long already have I kept his secret ;
The knife, the fire, the fillet, all are ready,
And, were the stroke on mine own head to fall,
I needs must speak.

রামদাস। রাজকুমার! যাঁর অত্যাচার হ'তে রক্ষা কত্তে হবে, তাঁর নাম কত্তেও আমার হৃদয় বিদীর্ণ হচ্চে—আমি যতক্ষণ পেরেছি, তাঁর গোপনীয় কথা প্রকাশ করি নি—কিন্তু এখন অসি, রজ্জু, অগ্নিকুণ্ড, হাড়কাঠ, সকলি প্রস্তুত দেখে, আর আমি প্রকাশ না ক'রে থাকতে পাচ্চি নে।

মাতা ও ভাবী জামাতার অত্যধিক ব্যাকুলতা দেখে ২৫নং সংলাপে আর্কাস সংক্ষেপে নিজের অভিপ্রায় ও পরামর্শ ব্যক্ত করে।

ARCAS

Thou her affianced husband, thou her mother,
Beware, send not the princess to her father.

রামদাস। ··· আপনি রাজকুমারীর ভাবী পতি; আর রাজমহিষী তাঁর জননী; আমি আপনাদের দুজনকেই এই কথা ব'লে যাচ্চি। সাবধান! রাজকুমারীকে মহারাজের কাছে কখনই যেতে দেবেন না।

ক্রমে আর্কাস এই সত্য প্রকাশ করে দিল যে রাজা ইফিজেনিয়ার বিয়ে নয় তাকে বলিদানের ব্যবস্থা করেছেন। অ্যাশিলেস একথা বিশ্বাস করতে প্রস্তুত নয়। তখন ৩৪নং সংলাপে আর্কাস বলে,

ARCAS

Would what I could doubt it !
By Calchas' voice the oracle deamands her,
Refusing to accept another victim ;
The gods, who hither to have favour'd Paris,
At this price only promise favouring winds
And Troy's destruction.

রামদাস। ··· রাজকুমার! আমি মিথ্যা কথা বলি নি, আমি ভগবানকে শত সহস্র ধন্যবাদ দিতেম—যদি এ বিষয়ে একটু সন্দেহও থাকতো। ভৈরবাচার্য্য বলেচেন যে, চতুর্ভুজা দেবী আর কোনো বলি গ্রহণ করবেন না।

মহারাণী আর্কাসের মুখে এই ভয়ানক সংবাদ শুনে, ফরাসী মূলে, পতির বিরুদ্ধে গভীর ঘৃণদায় রোষে থর থর কেঁপে ওঠেন, বাংলায় মূর্চ্ছা যান। সম্রাজ্ঞী ক্লিটেমেন্স্‌ট্রা বন্যার প্রাণরক্ষার্থ যে ভাবে নতজানু হয়ে ভাবী জামাতার জানুবেষ্টন করে আর্তনাদ করে ওঠে, মূলের সে নাটকীয়তা জ্যোতিরিন্দ্রনাথে অনুপস্থিত। রাণী লক্ষ্মণসিংহের চরিত্রে অতিরিক্ত কলঙ্ক আরোপ বাংলা নাটকের জাতীয়তাবাদী আদর্শের পরিপন্থী হয়ে পড়তে পারে, এই আশঙ্কাতেই হয়তো জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বাক সংযত রাখতে বাধ্য হন। তবুও এই দৃশ্যে মহিষী একবার পতির উদ্দেশ্যে বলে ফেলেছেন, "ওঃ! তিনি যে এমন পাষণ্ড, আমি তো তা স্বপ্নেও জানতাম না।" অবশ্য মূর্চ্ছাভঙ্গের পর বিজয়সিংহকে যা বলেন তা মূলেরই অনুরূপ।

৪২নং সংলাপ:

CLYTAEMNESTRA

...She has none other here than thee ;
Thou art tho her a father, husband, Heav'n,
Her only shelter. In thine eyes I read
Unutterable grief. With him, my child,
I leave thee. Quit her not, but wait for me,
To faithless Agamemnon must I hasten,
And overwhelm him with idignant fury ; ...

রাজমহিষী।··· বাছা, এই অসহায়া অনাথা বালিকাকে তোমার হাতেই সমর্পণ কল্লেম। এর আর কেউ নেই—পিতা থাকতেও এ পিতৃহীনা—সহায় থাকতেও অসহায়া—এখন তুমিই বাছা, এর একমাত্র ভরসা—তুমিই এর সুহৃৎ, সহায়, সর্ব্বস্ব। ··· বাছা! আমার হৃদয়-রত্ন তোমার কাছে রইল—আমি একবার মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আসি।...

রাজমহিষী অন্তরালে চলে গেলে এ্যাশিলেস এসে ইফিজেনিয়াকে নিজের দৃঢ় সংকল্পের কথা বলে। কন্যা পিতার জন্য শংকিত হয়, প্রেমিক ও পিতার দ্বন্দ্বের সম্ভাবনায় উৎকণ্ঠিত বোধ করে। কিন্তু প্রাণপণ চেষ্টা করেও আগামেমননের বিরুদ্ধে এ্যাশিলেসের রোষ প্রশমিত করতে সক্ষম হয় না।

৪৩নং সংলাপ :

ACHILLES

... Thy life to me is dearer than to all
Besides. My faithful heart claims full reliance ;
No harm to thee can fail to touch mine honour :
I answer for a life that to mine own
Is join'd. But indignation moves me further :
'Tis little to protect thee ; to revenge
I run, and punishment for that vile scheme
Which dares to use my name for thy destruction.

বিজয়। রাজকুমারি ! আমি বেঁচে থাকতে কার সাধ্য তোমাকে আমার কাছ থেকে নিয়ে যায় ? যতক্ষণ আমার দেহে একবিন্দু রক্ত থাকবে, ততক্ষণ তোমার আর কোন ভয় নেই। রাজকুমারি ! এখন শুধু তোমাকে রক্ষা করতে পাল্লেই যে আমি যথেষ্ট মনে করব, তা নয়—আরও, যে নরাধম আমাকে প্রতারণা করেছে তাকেও এর সমুচিত প্রতিফল না দিয়ে আমি কখনই নিরস্ত হব না।··· রাজকুমারী ! আমার আর সহ্য হয় না, এই উলঙ্গ অসিহস্তে এখনি আমি চল্লেম, দেখি, তিনি কেমন—

(গমনোদ্যম)

৪৪নং সংলাপ :

IPHIGENIA

Ah, stay, my lord, and deign to hear me.

সরোজিনী। (ভীত হইয়া) রাজকুমার ! একটু অপেক্ষা করুন—আমার কথা শুনুন—যাবেন না,—একটু অপেক্ষা করুন।

৪৫নং সংলাপ :

ACHILLES

What !
Shall I endure so barbarous an insult ?
He sees me eager to avenge the wrong

His sister suffer'd, knows that it was I
Who voted first for him to be elected
Commander over twenty Kings, his rivals ;
And for the fruit of all my toil and and care,
My sole reward for victory that will bring
Vengeance and wealth to him with glory's crown,
The height of my ambition was to hear
Thee call me husband, to be thine was all
I ask'd of him ; yet savage and forsworn,
To-day he thinks it little to do outrage
To natural affection, and to show me
Thy bleeding heart consumed upon an altar ;
Veiling this sacrifice with marriage rites, thither,
He would that it were I should lead thee,
My hand should be his tool to hold the knife,
Thy promised bridegroom be thy murderer !
Ah ! how these bloody nuptials night have ended,
Had I come one day later than I did !
This very moment, in their ruthless pow'r
Placed, thou wouldst search for me beside the altar
In vain, then unforeseen the knife would fall,
An dying thou wouldst blame me for deceit
Most base !
Then must I, in the sight of Greece,
Claim satisfaction for such treachery.
A husband's honour, Madam, is withthine
Involved, and thou must needs praise my intent.
The cruel monster who has pour'd disdain
On me shall learn whose name he dared to stain.

বিজয়। কি! রাজকুমারি—তিনি আমার এইরূপ অবমাননা করবেন, আর আমি তাঁকে কিছু বলব না? আমি তাঁর হয়ে কত যুদ্ধ করেছি, তাঁর আমি কত সাহায্য, কত উপকার করেছি, আমার এই সকল উপকারের প্রতিশোধ, আমার সকল পরিশ্রমের পুরস্কার কি অবশেষে এই হ'ল?—আমি তাঁর নিকট পুরস্কার-স্বরূপ তোমা বই আর কিছুই প্রত্যাশা করি নি—তা দূরে থাক, তিনি কি না স্বভাবের বন্ধন, বন্ধুত্বের বন্ধন সকলি ছিন্ন ক'রে শোণিত-পিপাসু ব্যাঘ্রের ন্যায়, পিশাচের ন্যায়, যার-পর-নাই গর্হিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েছেন? আর, তুমি মনে ক'রে দেখ দেখি, আমি যদি আর একদিন

পরে আসতেম, তা হ'লে কি হত? তাহলে তো আর তোমার সঙ্গে এই জন্মে দেখা হত না। ···বিবাহস্থলে আমাকে দেখতে পাবে মনে ক'রে তুমি চারি দিকে দৃষ্টিপাত কত্তে, কিন্তু কোথাও আমাকে দেখতে পেতে না। তুমি বিশ্বস্ত চিত্তে আমার প্রতীক্ষা করতে, আর এমন সময় তোমার মস্তকের ওপর যখন সেই ভীষণ খড়্গ উদ্যত হত, তখন নিশ্চয়ই তুমি এই মনে কত্তে যে, নিষ্ঠুর বিজয়সিংহই আমাকে প্রতারণা করেছে—সেই আমার হন্তারক। এখন আমি সকল রাজপুতদিগের সম্মুখে সেই নরাধমকে জিজ্ঞাসা করতে চাই, সে কেন আমাকে এরূপ প্রতারণা কল্লে? সেই রক্তপিপাসু পিশাচ জানুক যে, আমাকে প্রতারণা করলে কি ফল হয়।

৪৬নং সংলাপ

IPHIGENIA

···Bethink thee that this moster thou defiest,
This barbarous, bloodthirsty, unjust foe
Is still, whate'er he may have done, my father.

সরোজিনী। না রাজকুমার, তাঁকে ওরূপ বলবেন না। তিনি কখনই রক্তপিপাসু পিশাচ নন, তিনি আমার স্নেহময় পিতা!

৪৭নং সংলাপ ঃ

ACHILLES

Thy father ! Nay, after this horid scheme,
I know him only as thy foul assassin ;

বিজয়। ···না—এখন আর তিনি তোমার স্নেহময় পিতা নন, এখন তিনি তোমার করাল কৃতান্ত।

৪৮নং সংলাপ

IPHIGENIA

He is my father, Sir, once more I say it,
Yea, and a father whom I love and honour ;

Himself he holds me dear, and, till to-day,
No tokens but of tenderness from him
Have I received. My heart, from childhood taught
A daughter's duty, cannot but be grieved
At words that wound him. ...

সরোজিনী। না—রাজকুমার! এখনও তিনি আমার পিতা, সেই পিতাকে আমি ভাল বাসি, তাঁকে আমি দেবতার ন্যায় শ্রদ্ধা করি,—তিনিও আমাকে ভালবাসেন, আমার উপরে তাঁর স্নেহ সমানই আছে। রাজকুমার! তাঁকে কিছু বলবেন না। তাঁকে কোন রূঢ়কথা বললে হৃদয়ে যেন শত শেল বিদ্ধ হয়।

৪৯নং সংলাপ :

ACHILLES

...'Tis I that do affright thee, and thy fears
Are all for him ! So little has my care
Avail'd to reach thy soul and fix Achilles there !

বিজয়। আর, আমি যে এত অবমানিত হলেম, তাতে তোমার হৃদয়ে একটি শেলও বিদ্ধ হল না? এই কি তোমার অনুরাগের পরিচয়?

রাজমহিষী প্রবেশ করে যজ্ঞের আয়োজনের সংবাদ সত্য বলে ঘোষণা করেন। শুনে এ্যাশিলেসের সংকল্প দৃঢ়তর হয়। ইফিজেনিয়া চেষ্টা করে উত্তেজিত এ্যাশিলেসকে শান্ত করতে, কিন্তু সমর্থ হয় না। যজ্ঞ বন্ধ করার উদ্দেশ্যে নিজের সৈন্যদলকে সংঘবদ্ধ করার জন্য এ্যাশিলেস বেরিয়ে পড়ে। ৫২ থেকে ৫৮ নম্বর পর্যন্ত মূল সংলাপের ভাব ও ভঙ্গী বাংলায় প্রায় হুবহু রক্ষা করা হয়েছে।

৫২নং সংলাপ :

CLYTAEMNESTRA

My Lord, unless you save us, all is lost ;
For Agamemnon fears to see my face,
Refusing me all access to the altar :

The guards whom he has station'd there himself
Have on all sides forbidden me to pass.
He shuns me, for my passion makes him quail.

মহিষী। সর্ব্বনাশ হয়েছে!—সর্ব্বনাশ হয়েছে!—রামদাসের কথা একটুও মিথ্যা নয়; বিজয়সিংহ! বাছা, তুমি এখন না বাঁচালে আর রক্ষে নেই। মহারাজ আমাকে কিছুতেই দেখা দিলেন না—মন্দিরের চারদিকে সব অস্ত্রধারী রক্ষক রেখে দিয়েছেন, তারা আমায় মন্দিরের মধ্যে যেতে দিলে না।

৫৬নং সংলাপ:

ACHILLES

Then, madam, 'tis for me me to take your place.
I'll see him, and accost him face to face.

বিজয়। আচ্ছা, দেবি! আমিই মহারাজের সহিত এখনি সাক্ষাৎ কচ্চি—দেখি তারা আমাকে কেমন করে আটকায়।

(অসি খুলিয়া গমনোদ্যত)

৫৭নং সংলাপ:

IPHIGENIA

In Heaven's name, restrain a frantic lover :
Let us avert this perilous encounter.
Your fierce reproaches, Sir, would leave a sting
Too sharp ; exasperated love, I know,
Runs wild with rage. My father's jealousy
Brooks us control ; proud are the sons of Atreus.
Leave it to lips more timid to address him.
Surprised at my delay, doubt not that hither
He will himself soon come in search of me.
A mother's lamentations he will hear
And I, perchance, shall feel myself inspired
With arguments that may prevent your tears.
Your indignation quell, and let me live
For you.

সরোজিনী। রাজকুমার! একটু অপেক্ষা করুন—মা! আমার কথা শোন, রাজকুমারকে সেখানে কখনই যেতে দিও না। পিতার উপর ওঁর এখন অত্যন্ত রাগ হয়েছে, এখন সেখানে গেলেই একটা বিপদ ঘটবে, আমার পিতা যেরূপ অভিমানী, তাতে তিনি কঠোর কথা কখনই সহ্য করতে পারবেন না। (বিজয়সিংহের প্রতি) রাজকুমার! আপনি অত ব্যস্ত হবেন না, আমার সেখানে যেতে বিলম্ব হলে আপনা হ'তেই তিনি এখানে আসবেন—এসে যখন দেখবেন, মা কাঁদচেন, তখন কি তাঁর মনে একটুও দয়া হবে না?

৫৮নং সংলাপ:

ACHILLES

Since such your pleasure, I submit.
Let sound advice fall from your lips together,
Recall his reason, and persuade his heart
Not to destroy our peace and, more than ours,
His own. In idle talk the precious moments
I lose. From me not words but dids are wanted.
(To Clytaemnestra)
Madam, I will do all I can to serve you:
Go, seek your chamber, and take needful rest·
Your daughter shall not die, so I predict,
As oracle more sure than that of Calchas.
Believe me that so long as I draw breath
In vain the gods may have ordain'd her death.

বিজয়। কি রাজকুমারি! এখনও তুমি তাঁর দয়ার উপর বিশ্বাস ক'রে আছ? [রাজমহিষীর প্রতি] দেবি! আপনি রাজকুমারীকে সুপরামর্শ দিন, নচেৎ আমাদের কারও মঙ্গল নাই। এখানে বাক্য ব্যয় ক'রে সময় নষ্ট করা বৃথা; আমি চল্লেম; এখন আর কথার সময় নেই, এখন কাজের সময় উপস্থিত। ... দেবি! আমি রাজকুমারীর জীবনরক্ষার সমস্ত উদ্যোগ করি গে, আপনি নিশ্চিন্ত হন, আপনার কোনো ভয় নেই; এ আপনি বেশ জানবেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার দেহে প্রাণ থাকবে, ততক্ষণ দেবতারাও যদি রাজকুমারীর মৃত্যু ইচ্ছা করে থাকেন, তাও ব্যর্থ হবে। আমি চল্লেম।

[বিজয়সিংহের প্রস্থান।]

ফরাসী মূলে এইখানেই, বাংলায় আরও একজোড়া সংলাপের পর, শেষ হয়।

চতুর্থ অংকের আরম্ভ ইরিফাইল-ডরিসের কথোপকথনে। ইরিফাইলের আশঙ্কা আগামেমনন শেষ মুহূর্তে না কন্যাস্নেহে বিচলিত হয়ে ওঠেন, সাধারণ সৈনিকের করুণা ও কর্তব্যবোধ হঠাৎ জেগে না ওঠে। ইফিজেনিয়াকে রক্ষা করবার জন্য এ্যাশিলেস তরবারি কোষমুক্ত করেছে এ সংবাদ শ্রবণ করে ইরিফাইল মর্মাহত হলেও একথা ভেবে মনে মনে সন্তুষ্ট হয়েছে যে হয়ত এই ভাবেই গ্রীক শিবিরে আত্মকলহের বিষবৃক্ষ রোপিত হবে।

চতুর্থ অংকের ২নং সংলাপ :

ERIPHYLE

... Has he a heart of iron,
To bear th' attack of their combined entreaties,
A mother's anger, and a daughter's tears,
Cries of despair from all his family,
His own affection ready to relent,
Nor least Achilles' threats that never fell
But o'erwhelm ? No, 'tis vain that Heav'n
Condemns her. Misery is mine alone
For ever. If I followed mine own impulse—

রোষেনারা।··· যখন রাজমহিষী বৎস-হারা গাভীর মত বিহ্বলা হয়ে চীৎকার কত্তে থাকবেন, যখন সরোজিনী আর্ত্তস্বরে কাঁদতে থাকবেন,—যখন বিজয়সিংহ ক্রোধে গর্জ্জন কত্তে থাকবেন, তখন কি ভাই লক্ষ্মণসিংহের মন বিচলিত হ'বে না? না সখি! বিধাতা সরোজিনীর কপালে মৃত্যু লেখেন নি—সে আশা বৃথা! আমার কেবল যন্ত্রণাই সার—আর কারও অদৃষ্ট মন্দ নয়—কেবল বিধাতা আমাকেই হতভাগিনী করেছেন।

ইরিফাইলের মত রোষেনারাও স্থির করে যে বলিদানের দৈববাণী সে সকলের মধ্যে এমন ভাবে প্রকাশ করে দেবে যাতে দেশহিতের জন্য সবাই সরোজিনীর প্রাণবধে দৃঢ়সংকল্প হয় এবং যেন তার মাতা বা প্রণয়াস্পদ প্রণবদ বা অভিভূত পিতা শেষ মুহূর্তে শত চেষ্টা করেও তাকে রক্ষা করতে না পারে।

৬নং সংলাপ :

ERIPHYLE

What joy if it were done !
How would the Trojan temples smoke with incense,
If, in revenge for my captivity,
I could arm Agamemnon 'gainst Achilles,
And, Troy forgotten, make them turn the sword,
Whetted for her destruction, on each other,
And Greece, embroil'd in civil strife by me,
Be sacrificed to save my countrymen !

রোষেনারা। মোনিয়া! তুমি বোঝ না,—এতে আমাদের দেশেরও ভাল হবে। রাজপুত সৈন্যেরা আর মহারাজ যদি বলিদানের পক্ষে হন, আর তাতে যদি বিজয় সিংহের মত না থাকে, তা হ'লে তাদের মধ্যে নিশ্চয়ই খুব একটা ঝগড়া বেধে উঠবে—কোথায় ওরা মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধ করবে,—না হয়ে ওরা আপনা আপনিই কাটাকাটি ক'রে মরবে। হিন্দুরা যে আমাদের এখানে বন্দী ক'রে এনেছে, তখন তার বিলক্ষণ প্রতিশোধ হবে, আমাদের দেশের মু'খ উজ্জ্বল হবে, অবিশ্বাসী হিন্দুদের নিশ্চয়ই পতন হবে। সখি! এ কথা মনে কল্লে কি তোমার আহ্লাদ হয় না? এ বলিদানে আমারও মঙ্গল, আমাদের দেশেও মঙ্গল।

ক্লিটেমেনস্ট্রা প্রবেশ করেন এবং আগামেমননের সংগে সাক্ষাৎকারের জন্য প্রস্তুত হন ৯নং সংলাপে। ১০ থেকে ১৬নং সংলাপ ক্লিটেমেনস্ট্রা-আগামেমনন এই দুই প্রবল বিরুদ্ধ চরিত্রের সংঘর্ষে বহ্নিময়। বাংলাতেও অবিকল তাই।

১০নং সংলাপ :

AGAMEMNON

What do you here ? Where is your daughter, Madam ?
How is she not with you as I expected ?
Why waits she ? Did not Arcas bring my orders
To send her ? Is it you who keep her back ?

Do you resist my reasonable wishes,
And, save by you conducted, can she not
Approach the altar ? Speak.

লক্ষ্মণ। মহিষি! এখানে কি কচ্চ? সরোজিনী কোথায়? তাকে যে বড় এখানে দেখতে পাচ্চিনে? আমি যে তাকে মন্দিরে পাঠিয়ে দেবার জন্য লোক পাঠালেম. তা কি তোমার গ্রাহ্য হ'ল না?—আমার আদেশের অবহেলা? তুমি কি এই মনে করেছ,—তুমি সঙ্গে না গেলে তাকে একাকী কখন সেখানে পাঠিয়ে দেবে না—চুপ ক'রে রইলে যে?—উত্তর দাও।

১১নং সংলাপ:

CLYTAEMNESTRA

If she must go,
My child is ready. But have you, my lord,
No reason for delay ?

মহিষী। সরোজিনী যাবার জন্যে ত প্রস্তুতই রয়েছে—একান্তই যদি যেতে হয় তো এখনিই যাবে—তার জন্য চিন্তা কি? কিন্তু মহারাজ, আপনার কি আর তিলার্দ্ধ বিলম্বও সহ্য হচ্চে না?

১৭নং সংলাপ আপাতদৃষ্টিতে ইফিজেনিয়াকে উদ্দেশ্য করে উচ্চারিত হলেও মহিষীর মর্মবেদনা বিদ্রূপবহ্নিতে প্রজ্জ্বলিত হয়ে রাজাকে দগ্ধ করে ফেলতে চায়।

CLYTAEMNESTRA

Come, daughter, come : they only wait for thee :
Come, thank a father who so loves his child
That he himself will lead her to the altar.

মহিষী। এস বাছা এস—তোমার জন্যেই মহারাজ প্রতীক্ষা কচ্চেন। তোমার পিতাকে প্রণাম কর—এমন পিতা তো আর কারও হবে না।

১৮নং সংলাপ :

AGAMEMNON

What do I see and hear ? Why weeps my daughter,
With downcast eyes, as if ashamed to meet
Mine own ? What troubles thee ? Thy mother too
Is weeping. Arcas has betray'd me !

লক্ষ্মণ। এ সব কি ?—এ কিরূপ কথা ? (সরোজিনীর প্রতি) বৎসে! তুমি কাঁদচ কেন ?—এ কি, দুজনেই কাঁদতে আরম্ভ কল্লে যে ?—হয়েছে কি বল না, —মহিষি।... (স্বগত) রামদাস!–হতভাগা রামদাস! তুই দেখছি সব প্রকাশ ক'রে দিয়েছিস্—তুই আমার সর্ব্বনাশ করেছিস্।

১৯নং সংলাপ ৪৮ চরণের। আত্মোৎসর্গে কৃতসঙ্কল্প ইফিজেনিয়া পিতা ও প্রেমিক, জীবন ও যৌবনের প্রতি অপরিসীম মায়া-মমতা হৃদয়-বিদীর্ণকারী ভাষায় ব্যক্ত করে। বাংলায় এর আবেদন স্তিমিত, প্রকাশের রূপ খণ্ডিত। আগামেমনন আর সহ্য করতে পারেন না। পুরোহিত ও অন্যান্য সৈন্যাধ্যক্ষগণ তাঁকে কি ভাবে দৈবনির্দেশ ও দেশহিতের নামে এই অকল্পনীয় বলিদানের সিদ্ধান্তগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করেন মহিষীকে তা খুলে বলেন। কন্যার মৃত্যুশোক সহ্য করতে পারবেন না জেনেও দৈবের বিরুদ্ধাচরণ না করার জন্য পত্নী ও তনয়াকে নির্দেশ দেন। তিরিশ চরণের এই সংলাপ বাংলায় দুই ভাগে প্রকাশিত। পরবর্তী ২১নং সংলাপ ক্লিটেমেনস্ট্রার, আটষট্টি চরণের। মহিষী রাজাকে তীব্র জ্বালাময়ী অভিযোগের লাভাস্রোতে প্লাবিত করে ফেলেন। রাণীর কঠিনতম আঘাত : দেশহিত নয়, দেশভক্তি নয়, রাজা আসলে যশের কাঙ্গাল, মুকুটের পিয়াসী, ক্ষমতালাভের লিপ্সায় উন্মত্ত। বাংলায় রাণীর বাণী অপেক্ষাকৃত স্তিমিত। অভিযোগের ধারাও কেবল অপত্যস্নেহ ও পারিবারিক দায়িত্বজ্ঞানহীনতার খাতে প্রবাহিত। বাংলায় রাজমহিষী দেশীয় আদর্শের জনাও হতে পারে নি। ভাগ্যবিড়ম্বিত আগামেমননের আত্মবিলাপ ২২নং সংলাপে, বাংলাতেও অবিকল তাই। ২৩ থেকে ৩৮ নং সংলাপ এ্যাশিলেস ও আগামেমননের মধ্যে, বাংলায় বিজয়সিংহ ও লক্ষ্মণসিংহের মধ্যে। ২৩নং সংলাপে রাজার বিরুদ্ধে নিষ্ঠুরতা ও প্রবঞ্চনার অভিযোগ আনে এ্যাশিলেস।

রাজা ক্ষুব্ধ হয়, অপমানিত বোধ করে। ২৫নং ও ২৬নং সংলাপের সংঘর্ষে আবেগের স্ফুলিঙ্গ উড়তে থাকে, বাংলাতেও একই ধারায়। ২৭নং সংলাপে এ্যাশিলেস সরাসরি রাজাকে আঘাত করে। রাজা ক্ষিপ্ত হয় ২৮নং সংলাপে। ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪ প্রতি সংলাপের উৎকৃষ্ট অনুবাদ পরপর বাংলায় পাই। অতি দীর্ঘ ৩৫নং সংলাপ উত্তেজিত এ্যাশিলেসের। প্রথম অংশ ছাড়া অন্যান্য অংশে গ্রীক-ট্রয় যুদ্ধে নিজে যে শৌর্যবীর্যের পরিচয় দেন তার উদ্দীপনাপূর্ণ বর্ণনা এবং মায়ামমতাহীন ভাষায় আগামেমননের কর্মের সমালোচনা রয়েছে—দু-ই অনুবাদে সংক্ষেপিত বা বর্জিত। রূপান্তরিত পরিবেশে তারা অচল ছিল বলেই হয়তো বর্জিত হয়। ৩৬নং সংলাপ আমূল পরিবর্তিত। বাংলায় রাজার রোষের কোনো মহিমা বা বীর্যবত্তা নেই। আছে কেবল রেগে গিয়ে প্রতিশোধগ্রহণের ও শাস্তিদানের স্পৃহা। ৩৭নং সংলাপে এ্যাশিলেস নেপথ্যে গমন করে, ৩৮নং সংলাপ আগামেম-ননের স্বগতোক্তি, ৩৯ নম্বরে ইউরিবেইটস নিজের উপস্থিতি ঘোষণা করে। সব পর পর অনুবাদ করা হয়েছে। রামদাসই ইউরিবেটস্। ৪০, ৪১নং সংলাপ আগামেমননের স্বগতোক্তি, মূলে ও বাংলায় এক। যেমন, ৪০নং সংলাপে আগামেমনন-লক্ষ্মণসিংহ বলেন,

> Let my child be a sight to vex his eyes :
> He loves her, he shall see her wed another.

> সে সরোজিনীকে অত্যন্ত ভালবাসে; বিজয়সিংহের সঙ্গে বিবাহ না দিয়ে সরোজিনীর জন্য যদি আর পাত্র মনোনীত করি, তা হলেই তো তার সমুচিত শাস্তি হতে পারে।

৪২ নম্বরে নিজের গূঢ়তর উদ্দেশ্য ব্যক্ত না করে রাজা রাণীকে পরামর্শ দেন কন্যা নিয়ে পালাতে। বাংলায় আত্মাভিমানী রাজা স্বদেশের সংসারভিজ্ঞ পিতার মতই অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণে অতি উত্তেজিত ও সেই কারণে হৃতমর্যাদা। ৪২নং সংলাপে রাজা যা সরাসরি ব্যক্ত করেছেন, ফরাসীতে তা প্রজ্বলন্ত হৃদয়ে উপযুক্ত মুহূর্তের অপেক্ষায় সংগুপ্ত ছিল। বাংলায় সরোজিনী-বিজয়সিংহ সম্পর্কে রাজাদেশ এইখানেই প্রচারিত হয়ে যাওয়ায় সরোজিনীর প্রতিক্রিয়াগুলো সংযোজিত করতে হয়েছে। রাজা ৪৫ নং সংলাপে রাণীকে বলে যান,

AGAMEMNON

Let Calchas, thirsting for her blood,
Be foil'd : delay not. And, to mask your flight,
I will beguile him with some feign'd excuse :
I'll cause the fatal rites to be suspended,
Claiming a respite till this day be ended.

লক্ষ্মণসিংহ। ...গোপনে ও অবিলম্বে এখান হ'তে প্রস্থান কর। রণধীরসিংহ ও ভৈরবাচার্য্য যেন এ কথা কিছুমাত্র জানতে না পারে; আর দেখ মহিষি! সরোজিনীকে বেশ করে লুকিয়ে নিয়ে যাও, শিবিরের সমস্ত সৈন্তরা যেন এইরূপ মনে করে যে, সরোজিনীকে এখানে রেখে কেবল তোমরাই ফিরে যাচ্চ—পালাও, পালাও, আর বিলম্ব কর না—রক্ষকগণ! মহিষীর অনুগামী হও।

মূলের ৪৬-৪৮নং সংলাপ ইরিফাইল-ডরিসের মধ্যে, বাংলায় রোষেনারা-মোনিয়াতে। ইরিফাইল পুরোহিতের কাছে ইফিজেনিয়ার পলায়নের পরিকল্পনার সংবাদ প্রকাশ করে দেয়ার জন্য তৈরী হয়। বাংলাতেও তাই। এইখানে রাসিনের চতুর্থ অঙ্ক শেষ। বাংলায় আরও তিরিশ চল্লিশ লাইন সংযোজিত হয়েছে। নিজের প্রচারগত উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কাহিনীর মধ্যে যে নতুন জটিলতার উদ্ভাবন করেন সে হোল পুরোহিতকে ছদ্মবেশী মুহম্মদ আলী রূপে সৃষ্টি করা এবং নাটকের শেষ ভাগে রোষেনারাকে তারই নিরুদ্দিষ্ট কন্যারূপে প্রকাশ করা। ছদ্মবেশী ভৈরবাচার্যের কন্যাই যে রোষেনারা, তার ইংগিত এইখানে, চতুর্থ অংকের দ্বিতীয় গর্ভাংকের শেষে, একবার দেয়া হয়।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক মৌলিক। দেশীয় রঙ্গমঞ্চে কর্মময় উৎকণ্ঠা সৃষ্টির রেওয়াজ-অনুযায়ী অকারণে উদ্ভাবিত এই দৃশ্যটিতে মন্দির সমীপস্থ বনে রাজমহিষী সুরদাস ও কতিপয় রক্ষকদের চারদিক থেকে 'উলঙ্গ অসি হস্তে' সৈন্যগণ প্রবেশ করে বেষ্টন ক'রে ফেলে এবং উভয়ের মধ্যে 'নিষ্কোষিত অসি লইয়া আক্রমণ ও যুদ্ধ' শুরু হয়ে যায়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথে এইভাবে অংক শেষ।

পঞ্চম অংকের প্রথম পাঁচটি সংলাপ ইফিজেনিয়া ও ঈগিনাতে, বাংলায় সরোজিনী ও অমলায়। হুবহু এক। পিতৃনির্দেশ পালন করে এ্যাশিলেস থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ইফিজেনিয়া জীবন ধারণ করতে চায় না। স্থির করে, যজ্ঞের বেদীতে স্বেচ্ছায় প্রাণদান করবে। এ্যাশিলেস প্রবেশ করে ৬নং সংলাপ থেকে, বাংলায় বিজয়সিংহও তাই করে। আগামেমননকে অন্য কোনো উপায়ে নিরস্ত করতে না পেরে এ্যাশিলেস এসেছে ইফিজেনিয়াকে নিয়ে যেতে, নিজস্ব সৈন্যবাহিনীর সহায়তায় তার প্রাণ রক্ষা করতে। ইফিজেনিয়া কাঁদে ও যেতে অস্বীকার করে। এ্যাশিলেসও তার দাবী দৃঢ়তর করে। ৭নং ও ৮নং সংলাপ দ্রষ্টব্য। বাংলাতেও তাই। ৯নং সংলাপে আত্মোৎসর্গের আবেগে জ্যোতির্ময়ী ইফিজেনিয়া এ্যাশিলেসকে গ্রীক গৌরবরবি পুনরুদ্ধারের জন্য সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে আহ্বান জানায়। নিজের আত্মাহুতির দ্বারা ইফিজেনিয়া প্রেমিকের দেশাত্মবোধ ও বীর্যবত্তা প্রকাশের পথ প্রশস্ত ও বিঘ্নহীন ক'রে দিয়ে যেতে চায়। বাংলায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এই সংলাপকেই কৌশলে যবনবিদ্বেষের বাহনে পরিণত করেন।

IPHIGENIA

Nay, to a life so darken'd by misfortune
Heav'n has not join'd Achilles' happiness.
Our love deceived us ; and by Fates decree,
My death will make you happier than my life.
Think of the honours to be reap'd, my lord,
Which Victory offers to your valiant arm ;
That field of fame to which you will aspire
Is barren, if not water'd with my blood.
Thus to my father have the goods pronounced
Their will : and, deaf to Calchas, he in vain
Struggled against it. Greece, with one consent,
Confirms the voice of Heaven. Go to Troy ;
I will not be a hindrance to your glory :
Redeem the credit of those oracles
That promise your heroic aid to Greece ;
And turn your rage aginst her enemies.
Priam grows pale already, and Troy trembles,

Dreading my death, in terror at your tears.
Go ; and within her walls, of men bereft,
Make Trojan widows wail and weep for me :
This prospect let me die calm and content.
If life with my Achilles is denied me,
I hope at least, in happier times to come,
Memory of your immortal deeds
May cling, my death the fountain of your fame,
Wherewith the stirring story shall begin.
Farewell, dear prince, live worthy of the gods
From whom you spring.

সরোজিনী। না। রাজকুমার! এই হতভাগিনীর জীবন-সূত্রে বিধাতা আপনার সুখ-সৌভাগ্য বন্ধন করেন নি। সকলি বিধাতার বিড়ম্বনা!—তাঁর বিধান এই যে, আমার মৃত্যু না হ'লে আপনি কখনই সুখী হতে পারবেন না। মনে ক'রে দেখুন দিকি, মুসলমানদের সহিত যু'দ্ধ জয়লাভ করলে আপনার কত গৌরব বৃদ্ধি হবে। আবার দেবী চতুর্ভুজার এইরূপ দৈববাণী হয়েছে যে, আমার রক্ত দ্বারা লিখিত না হ'লে সেই যুদ্ধ-ক্ষেত্র ভিন্ন দেশ উদ্ধারের আর কোন উপায় নেই। সমস্ত রাজপুত সৈন্যও এই জন্যে আমার মৃত্যু আকাঙ্ক্ষা কচ্চে। তা রাজকুমার! আমাকে আর বাঁচাতে চেষ্টা করবেন না। মুসলমানদের হাত থেকে সমস্ত রাজস্থানকে আপনি উদ্ধার করবেন ব'লে পিতার কাছে যে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন—তাই এখন পালন করুন। রাজকুমার! আমি যেন মনের চক্ষে স্পষ্ট দেখতে পাচ্চি যে, যেই আমার চিতা প্রজ্বলিত হয়ে উঠবে—অমনি আলাউদ্দীনের বিজয়-লক্ষ্মী ম্লান হবে—তার জয়পতাকা দিল্লীর প্রাসাদ শিখর হ'তে স্খলিত হবে—তার সিংহাসন কম্পমান হবে—রাজকুমার! এই আমার মন উৎফুল্ল হয়েছে—এই আশা-ভরে আমি অনায়াসে প্রাণ ত্যাগ কত্তে পারব; তাতে আমি কিছুমাত্র কাতর হব না, আপনি নিশ্চিন্ত হোন। আমি মলেম তাতে কি, আমার মৃত্যু যদি আপনার অক্ষয় কীর্ত্তির সোপান হয়,—দেশ উদ্ধারের উপায় হয়, তা হ'লেই আমার মনস্কামনা পূর্ণ হবে। রাজকুমার! আমাকে এখন জন্মের মত বিদায় দিন—

কিন্তু এ্যাশিলেস ইফিজেনিয়াকে হারিয়ে স্বদেশের মহত্তম গৌরবও প্রার্থনা করে না। উভয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব চলে ১৫নং সংলাপ পর্যন্ত। অনুবাদে সংলাপের এই পর্যায়ক্রম পর্যন্ত রক্ষিত।

১৪নং সংলাপে আছে।

ACHILLES

Ah, cruel maid ! I say no more. Obey,
And seek a death you deem so glorious :
Offer your sire a heart wherein I read
Hatred for me more than respect for him.
Just indignation fires my soul with fury :
If you must to the altar go, then I
Will thither hie me too, If Heaven thirsts
For blood, its altars never will have reek'd
With more. To my blind love naught shall be sacred ;
The priest himself shall be the foremost victim ;
The funeral pyre by me thrown down, destroy'd,
Shall in the blood of the vile butchers swim ;
And if, amid the carnage and confusion,
Your father should be wounded, fall, and perish,
Then, seeing the sad fruits of your respect,
Take to yourself the blame for every blow.

বিজয়। আচ্ছা, এ বিষয়ে তবে আর কোন কথা কবার প্রয়োজন নাই। তোমার পিতারই আদেশ তবে এখন পালন কর। মৃত্যু যদি তোমার এতই প্রার্থনীয় হয়ে থাকে, স্বচ্ছন্দে তুমি তাকে আলিঙ্গন কর। আমি আর তাতে বাধা দেব না। রাজকুমারি! যাও, আর বিলম্ব কর না, আমিও সেখানে এখনই যাচ্চি। যদি চতুর্ভুজা দেবী শোণিতের জন্য বাস্তবিকই লালায়িত হয়ে থাকেন, তা হ'লে শীঘ্রই তাঁর শোণিত-পিপাসা শান্তি হবে, তাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। কিন্তু এমন রক্তপাত আর কেউ কখন দেখে নি। আমার অন্ধ প্রেমের নিকট কিছুই অধর্ম্ম বলে বোধ হবে না। প্রথমেই ত পুরোহিত নরাধমের মুণ্ডপাত করতে হবে—তার পরে, আর যে সকল পাষণ্ড ঘাতক তার সহকারী হয়েছে, তাদেরও রক্তে আমি যজ্ঞবেদি ধৌত করব। এই প্রলয়কাণ্ডের মধ্যে যদি দৈবাৎ অসির আঘাতে তোমার পিতারও কোন অনিষ্ট হয়, তা হলেও আমি দায়ী নই,—সে-ও জানবে তোমার এই অতি-পিতৃ-ভক্তির ফল।

[বিজয়সিংহের প্রস্থানোদ্যম]

১৫নং সংলাপ :

IPHIGENIA

Cruel Achilles !—He has fled and left me !
Smite, ye just gods who have decreed my death,
Lo, here am I alone ; end with my life
This terror, and me only overwhelm.

সরোজিনী। রাজকুমার !—একটু অপেক্ষা করুন—আমি যাচ্ছি—আমি—

[বিজয়সিংহের প্রস্থান]

(স্বগত) হা ! কুমার বিজয়সিংহও আমার উপর বিমুখ হলেন !—প্রাণের উপর আমার যে এতটুকু মমতা এখনও পর্যান্ত ছিল এইবার তা একেবারে চলে গেল—এখন আর আমার বাঁচতে একটুও সাধ নেই—এখন যে দিকেই দেখি, মৃত্যুই আমার পরম বন্ধু বলে মনে হচ্চে। মা চতুর্ভুজা ! এখনই আমাকে গ্রহণ কর। আর আমার যন্ত্রণা সহ্য হয় না।

মহিষী, তাঁর সহচরী ও দেহরক্ষিগণ প্রবেশ ক'রে ইফিজেনিয়াকে নির্দেশ দেয় পিতার বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হতে। ইফিজেনিয়া সম্মত হয় না। উল্টে মাতার হৃদয়ে পিতার বিরুদ্ধে যে আক্রোশ জমে উঠেছে, তা দূর করতে চেষ্টা করে। মাকে সান্ত্বনা দেয়, ২৩নং সংলাপে।

IPHIGENIA

He but renders to the gods
The gift they gave. My death bereaves you not
Of all the pledges of your mutual love :
Your eyes will see my image in Orestes :
Ah, may he prove less fatal to his mother !
You hear the cries of an impatient people ;
Open your arms that in a last embrace
Our lips may meet. Take courage.
To the altar,
Eurybates, conduct the willing victim.

সম্বোধিনী। দেবতাদের হ'তেই তাঁর সকল সুখসৌভাগ্য—কেমন ক'রে তাঁদের আদেশ তিনি অগ্রাহ্য করবেন?—মা! আমার মৃত্যুর জন্যে কেন তুমি এত ভাবচ?—আমি গেলেও তো আমার বার জন ভাই থাকবেন, মা! তাঁদের নিয়ে তুমি সুখী হ'তে পারবে।

২৪ নং সংলাপে :

CLYTAEMNESTRA

You shall not go alone ; I am determined—
But crowds press forward to arrest my steps,
Traitors ! Come, gratify your thirst for blood.

মহিষী। বাছা আমাকে ছেড়ে তুই কোথায় যাবি? আমি তোকে কথনই ছাড়ব না, আমিও সঙ্গে যাব। সত্যই যদি চতুর্ভুজা দেবী বলি চেয়ে থাকেন, তা হ'লে আমি প্রস্তুত আছি,—মহারাজ আমায় বলি দিন।

এখান থেকে নাটকের শেষ পনের মিনিটের সংলাপসমষ্টি বিশৃঙ্খলভাবে অনূদিত হয়েছে। ইরিফাইলের চক্রান্তের ফলে যে ইফিজেনিয়ার প্রাণ রক্ষা পেল না, সে ধরা পড়ল, এসব কথা মহিষী শোনেন পরিচারিকার কাছে ২৭নং সংলাপে। দুশ্চিন্তা ও উৎকণ্ঠায় মুহ্যমান ক্লিটেমেনস্ট্রা সুদীর্ঘ ২৮নং সংলাপের রোষপ্রদীপ্ত ভাষায় অভিশাপ দেন স্বামীকে, স্বামীর সৈনাপত্যকে, দেশোদ্ধারের প্রয়াসকে, ট্রয়-অভিযানের জন্য প্রস্তুত সমগ্র রণপোত বহরকে। বাংলায় এগুলো নেই। জাতীয়তাবাদী আদর্শের সংগে এটাকে খাপ খাওয়ান যেত না। পরিবর্তে আছে রণধীর-ভৈরবাচার্য প্রেরিত সৈন্যদলের সঙ্গে ধ্বস্তাধ্বস্তি। গ্রীক নাটকের আংগিকের আদর্শে গঠিত ফরাসী ইফিজেনিয়ার লোমহর্ষক দৃশ্যাদি ইচ্ছাকৃতভাবে মঞ্চবহির্ভূত রাখা হয়। তাই এই শেষাংশে কেবল বিভিন্ন প্রবল ঘটনাদির সংবাদ পর পর পরিবেশিত হয়, মঞ্চে প্রায় কিছুই প্রকাশ্যত অনুষ্ঠিত হয় না। ২৯নং সংলাপে আর্কস এসে ঘোষণা করে যে মন্দিরে বীর এ্যাশিলেসের নেতৃত্বে তাঁর অনুগত সৈন্যদল এমন দৃঢ়চিত্ততার সঙ্গে ইফিজেনিয়াকে রক্ষা করবার জন্য বেদি বেষ্টন করে সংঘবদ্ধ হয়েছে যে বলিদানকারী পুরোহিত কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে।

৩৫নং সংলাপে নাটক শেষ। ইউলিসিস এই শেষ সংলাপে মন্দিরে অনুষ্ঠিত ঘটনাদির পূর্ণ বিবরণ পেশ করেন। তিনি আমাদের জানান যে, শেষ মুহূর্তে পুরোহিত নতুন দৈবনির্দেশ লাভ করায় ইফিজেনিয়া রক্ষা পায় এবং তার বদলে ইরিফাইলকেই বলিদান করা হয়। নতুন দৈববাণীর গূঢ় মর্ম ছিল এই যে, ইরিফাইল প্রকৃতপক্ষে হেলেনেরই এক অজ্ঞাত-পরিচয় কন্যা, তাই হেলেন-উদ্ধারের আয়োজনে তার প্রাণ গ্রহণ করাই অধিক সঙ্গত। বাংলায় অনেক পরে চতুর্থ গর্ভাঙ্কের সংগে ফরাসী মূলের এই শেষ দৃশ্যের মিল ঘনিষ্ঠ হলেও বাংলা নাটকে প্রদর্শিত পরিণামের প্রকৃতি স্বতন্ত্র।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ যে উদ্দেশ্য নিয়ে পুরোহিতকে ছদ্মবেশী মুসলমান ও রোষেনারাকে তার কন্যা বলে রূপায়িত করেন তাকে চরিতার্থতা দান করবার জন্য ভিন্ন তাৎপর্যের পরিণাম উদ্ভাবন করা ছাড়া উপায় ছিল না। নাটকে নিছক মানবিক দিক ছাড়া তার যাবনিক দিকের প্রতিও নাট্যকারকে লক্ষ্য রাখতে হয়। তাই বাংলা নাটকের শেষাংশ অর্থাৎ পঞ্চম অঙ্কের দ্বিতীয়, তৃতীয়, এবং চতুর্থ গর্ভাঙ্ক সম্পূর্ণরূপে মৌলিক। ফতেউল্লার ধরাপড়ার কথা প্রকাশ পায় দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে। তৃতীয় গর্ভাঙ্কে বলিদানে উদ্যত পুরোহিতকে সত্যি সত্যি দেখান হয়, কি করে পৈশাচিক উল্লাসের সঙ্গে কপট মন্ত্রোচ্চারণ করতে করতে সে সরোজিনীর শিরোশ্ছেদনের জন্য খড়্গ উত্তোলিত করছে। ঠিক সেই মুহূর্তে বিজয়সিংহ বাধা না দিলে যে দর্শকমণ্ডলীই মঞ্চে লাফিয়ে পড়ে পুরোহিতের দফা নিকেশ করে দিতেন, তার প্রমাণ সমকালের দর্শক-প্রতিক্রিয়ার ইতিহাস থেকে পাওয়া যায়। বিপাকে পড়ে পুরোহিত দৈববাণীর নতুন ব্যাখা করে: 'এই মন্দিরের প্রাঙ্গনসীমার অর্ধক্রোশ পরিমাণ ভূমির মধ্যে সুকোমল পদ্মপুষ্পসম লাবণ্যবতী পূর্ণযৌবনা যে কোন রূপসী তোমাদের দৃষ্টিপথে প্রথম পতিত হবে, সেই জানবে, বলিদানের যথার্থ পাত্র।' রোষেনারা সরোজিনী-নিধন স্বচক্ষে দেখবে আশা করে নিকটেই দণ্ডায়মান ছিল, তাকেই বলিদান করা হল। তাকে ছুরিকা বিদ্ধ করতে যেয়ে পুরোহিতের হস্ত কম্পিত হয়; বিদ্ধ করে চিনতে পারে যে ঐ রুধিরাক্ত যুবতীর ভূলুণ্ঠিত মৃতদেহ তারই ঔরসজাত কন্যার। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কর্তৃক উদ্ভাবিত এই চূড়ান্ত রকম শিহরণমূলক দৃশ্যটি সমকালে দর্শকদের সর্বাধিক মনোরঞ্জন করে।

এখানেও বাংলা নাটক শেষ হয় নি। একটি ষষ্ঠ অংক 'চিতোরপুরী' সংযোজিত হয়েছে। দৃশ্য ঃ 'চিতোর-প্রাসাদের অন্তঃপুরস্থ প্রাঙ্গন। অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বলিত। ধূপধুনা ইত্যাদি উপকরণে সজ্জিত।' এই দৃশ্যের অনুপ্রেরণা রাসিন নয়, টড। টডের বর্ণনা-অনুযায়ী সম্রাট আলাউদ্দীন দ্বিতীয়বার চিতোর আক্রমণ করে জয়লাভ করেন সত্য, কিন্তু রাজধানীতে প্রবেশ করে দেখেন চতুর্দিক শ্মশানে পরিণত। রাজপুত বীররা দেশরক্ষার্থে প্রাণ দিয়েছে রণক্ষেত্রে, রমণীরা সতীত্বরক্ষার্থে অগ্নিকুণ্ডে। সম্রাট আলাউদ্দীন যখন মঞ্চে আবির্ভূত হলেন সরোজিনী তখনও চিতায় আরোহন করে নি। টডে যে আলাউদ্দিনকে সংক্ষেপে 'আলা' বলে উল্লেখ করা হয়েছে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাকেই 'আল্লা'য় রূপান্তরিত করেছেন এবং সেই আল্লার ঘৃণ্য আচরণ উৎসাহের সংগে মঞ্চেও প্রদর্শন করেছেন।

আল্লা। এই কি সেই দুঃসাহসিক রাজপুত-বীর? যে এই অন্তঃপুরের দ্বার রক্ষার জন্য আমাদের অসংখ্য সৈন্যের সহিত একাকী যুদ্ধ কচ্চিল? (সরোজিনীকে দেখিয়া স্বগত) এই কি সেই পদ্মিনী বেগম?—কি চমৎকার রূপ! কেশ আলুলায়িত—পদ্ম-নেত্র হতে মুক্তা ফলের ন্যায় বিন্দু বিন্দু অশ্রু-বিন্দু পড়চে, তাতে যেন সৌন্দর্য্য আরও দ্বিগুণতর হয়েচে। (প্রকাশ্যে) বেগম! তুমি কেন বৃথা রোদন কচ্চ? আমার সঙ্গে তুমি দিল্লীতে চল, তোমাকে আমার প্রধান বেগম করব, তোমার নাম কি পদ্মিনী? তোমার জন্যেই আমি চিতোর আক্রমণ করেছি। যে অবধি একটি দর্পণে তোমার প্রতিবিম্ব আমার নয়ন-পথে পতিত হয়, সেই অবধিই আমি তোমার জন্য উন্মত্ত হয়েছি। ওঠ—অমন কোমল দেহ কি কঠোর মৃত্তিকাতলে থাকবার উপযুক্ত?—ওঠ! (হস্ত ধারণ করিবার উদ্যম)

সরোজিনী। (সত্বর উঠিয়া কিঞ্চিৎ দূরে দণ্ডায়মান হইয়া) অস্পৃশ্য যবন, আমাকে স্পর্শ করিসনে।

আল্লা। বেগম, তুমি আমার প্রতি অত নির্দ্দয় হয়ো না, এস—আমার কাছে এস,—তোমার কোনো ভয় নেই। আমি তোমাকে কিছু বলব না। (নিকটে গমন)···
···(ধরিতে অগ্রসর)

সরোজিনী। এই দেখ্। নরাধম! আমার সহায় কে? (অগ্নিকুণ্ডে পতন)

চারিদিকে চিতা জ্বলে এবং নেপথ্যে রাজপুত মহিলারা আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়বার আগে সমবেত কণ্ঠে কিশোর রবীন্দ্রনাথ-রচিত গান গায়:

জ্বলজ্বল চিতা, দ্বিগুণ দ্বিগুণ,
পরাণ সঁপিবে বিধবা-বালা।
জ্বলুক-জ্বলুক চিতার আগুন,
জুড়াবে এখনি প্রাণের জ্বালা।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের রচনাকে মৌলিক জ্ঞান করে সমালোচকবর্গ অভিযোগ করেন যে তাঁর নাটকের সংলাপ অস্বাভাবিকরূপে দীর্ঘ, দেশাত্মবোধ প্রণয়াবেগের দ্বারা দুঃখজনক ভাবে খণ্ডিত। প্রকৃত সত্য এই যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ যে ফরাসী মূল অনুসরণ করেন তার সংলাপসমূহ সত্যিই অতি দীর্ঘাকার ছিল। আধুনিক দৃষ্টিতে কৃত্রিমও বটে। বিদেশী মূলে প্রণয়াবেগই মুখ্য, দেশাত্মবোধ বা কর্তব্যবোধের বিবেক সেখানে অন্তর্দ্বন্দ্ব উৎপাদনের অবলম্বন মাত্র। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কোনো প্রকার সূক্ষ্ম বা গভীর, তীক্ষ্ণ বা জটিল মানবানুভূতির দ্রষ্টাও নন, স্রষ্টাও নন, তিনি অনুবাদক মাত্র। তিনি রমণী-পুরুষ নির্বিশেষে স্বদেশী ভাবের বীর্যবাষ্পে সকলের অন্তরাত্মা এত অধিক স্ফীত করে তোলেন যে প্রেমোৎপীড়নে ক্ষতবিক্ষত হৃৎপিণ্ড থেকেও পরিণামে রক্তক্ষরণ হয় না। কেবল অন্তরস্থ অতিরিক্ত কুপিত বাষ্পীয় চাপ সহ্য করতে না পেরে বর্মাচ্ছাদিত চরিত্রসমূহ বার বার অতি রুদ্র উক্তি ও আচরণে ফেটে পড়ে। সুকুমার সেন মনে করেন যে, সম্ভবতঃ ইউরিপিদিসের 'ইফিজেনিয়া এ্যাট অলিস' জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাট্যকল্পনার আদর্শ বা অনুপ্রেরণা হিসাবে কার্যকর ছিল। বাংলা নাটক সরোজিনীতে প্রতিনায়িকা রোষেনারাকে কেন্দ্র করে যে জটিলতা সৃষ্টি করা হয়, গ্রীক মূলে তার নাম-নিশানাও নেই। এই কারণেই হয়ত সরোজিনীকে গ্রীক প্রভাবান্বিত মনে করেও প্লটগঠনে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মৌলিকতার তারিফ করা তিনি আবশ্যক বিবেচনা করেন। আমরা দেখেছি যে রোষেনারা কোনো উদ্ভাবিত চরিত্র নয়, রাসিনের ইরিফাইলেরই বাংলা রূপান্তর মাত্র। মুহম্মদ আলীর ছদ্মবেশে ভৈরবাচার্য হওয়াটা অবশ্য নতুন। এবং এই ছদ্মবেশী মৌলিকতার কারণ সাম্প্রদায়িক, পরিণাম লোমহর্ষক, শিহরণমূলক।

মাইকেল টড থেকে প্লট ধার করে গ্রীক ট্র্যাজেডি ইফিজেনিয়ার আদলে কৃষ্ণকুমারী নাটক রচনা করেন, এই সুলভ সিদ্ধান্ত হৃদয়ে বদ্ধমূল থাকায় সরোজিনীতে কৃষ্ণকুমারীর ছায়া দেখা মাত্র আমরা অনেকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথে গ্রীক নাটকের প্রভাব অবাধে কল্পনা করে নিয়েছি। কৃষ্ণকুমারীর মায়ের সঙ্গে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অন্তরংগতা ছিল একথা মিথ্যা নয়; কারণ, ঠাকুর-বাড়ীর রঙ্গমঞ্চে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঐ ভূমিকাতেই অবতীর্ণ হন। অবশ্য এই কারণে সরোজিনী-কৃষ্ণকুমারীতে এমন কিছু প্রকৃতিগত ঐক্য সম্পাদিত হয়েছে বলে বোধ হয় না। তবে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ টড ভাল করে পড়েছিলেন, সম্ভবতঃ কৃষ্ণকুমারী-উপাখ্যান মাইকেলের চেয়ে বেশী মনোযোগ দিয়ে পড়েন। টড কৃষ্ণকুমারীর অন্তিম দশা বর্ণনাপ্রসঙ্গে পাদটীকায় যে পাশ্চাত্য নাটক থেকে এক দীর্ঘ সংলাপ উদ্ধৃত করেন, তা কোনো গ্রীক নাটক থেকে অনূদিত নয়। সে উদ্ধৃতি ফরাসী ভাষায় রচিত এবং রাসিনের ইফিজেনিয়া নাটক থেকে গৃহীত। ওটা ফরাসী মূলের চতুর্থ অংকের, চতুর্থ দৃশ্যের তৃতীয় সংলাপ। টডের অনুপ্রেরণা মাইকেলের জন্য কতখানি কার্যকর ছিল তা আমরা 'ইউরিপিদিস ও মাইকেল' প্রবন্ধে বিস্তৃতভাবে বিচার করব। এখানে এইটুক বললেই যথেষ্ট হবে যে মাইকেল নয়, জ্যোতিরিন্দ্রনাথই টডের শিষ্য ও সাধক। কৃষ্ণকুমারী প্রসঙ্গে প্রদত্ত টডের ফরাসী পাদটীকা পড়েই হয়তো জ্যোতিরিন্দ্রনাথ রাসিনের ইফিজেনিয়াকে আত্মোৎসর্গকারিনী রাজপুত রমণীর নাটকীয় উপাখ্যানে রূপান্তরিত করার উদ্দীপনা অনুভব করেন।